সোভিয়েত
সমাজকে যেমন দেখেছি

ভি. এস. কমলা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৮২

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলকাতা-৭

মুখবন্ধ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্য বহু দেশের মধ্যে আজ যখন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া দৃঢ়তর হয়ে উঠছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে পুরনো, অচল ও ভুল ধারণাগুলি যখন পরিবর্তিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতির মূল্যবোধ সত্যিকার রূপে উপলব্ধ হচ্ছে, যখন ক্রমেই অধিক সংখ্যক দেশ—সে দেশ উন্নয়নশীল হোক, আর পুঁজিবাদীই হোক—প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটির সঙ্গে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়াসী হচ্ছে, সে সময় ভারতের মানুষও যে বই, পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশানের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে ইতিমধ্যে জানছেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে চাই; সেখানে ছাত্র হিসেবে পাঁচটি বছর কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমি বলতে চাই যে, ভারতীয় ছাত্র হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা আমি বিষয়গতভাবে পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছি; নিজেকে রাজনীতিক বা লেখক, এমন কি রিপোর্টার বলেও আমি দাবি করছি না।

যেহেতু আমি ইউরোপে ভ্রমণ করেছি এবং কিছু কাল লণ্ডনেও ছিলাম, সে জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এইসব দেশে আমার অভিজ্ঞতার সত্য বর্ণনা আমি দিয়েছি, নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

প্রত্যেকের পক্ষে বহু দেশ সফর করা হয়ত সম্ভব হয় না। এই জন্য, বিদেশে আমি যা দেখেছি, শুনেছি, উপভোগ করেছি, এবং যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার ভাগ অন্য সবাইকে দেওয়ার কর্তব্য আমি বোধ করছি।

আমার এই বই পাঠকদের সোভিয়েত ইউনিয়নকে বুঝতে সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিবহন

বিরাট সহর মস্কো। সেখানে প্রায় আশী লক্ষ লোকের স্থায়ী বাস। ঠিক কত লোক প্রতিদিন বিদেশ থেকে এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলি ও অন্য জায়গা থেকে মস্কোয় আসে তা বলা শক্ত। কিন্তু তাদের সংখ্যাও বিরাট। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও পুরুষ সবাই জাতীয় অর্থব্যবস্থায় লাভজনকভাবে নিযুক্ত। আট বছর শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যিক এবং মস্কোয় বহু স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষার ইনস্টিট্যুট আছে। কাজেই, মস্কোয় প্রত্যেক কিশোব-কিশোরী ও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিকে পরিবহন-ব্যবস্থা ব্যবহাব করতে হয়।

বাসকে বলা হয় 'অটোবাস'। বাঁধা ভাড়া ৫ কোপেক্। (সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষুদ্রতম মুদ্রা এক কোপেক্, আমাদের দেশের এক পয়সার মত।) একবার একখানা ৫ কোপেকের টিকিট কিনলে যে কোনও জায়গায় যাওয়া যায়। পরিবহনের আর একটি ব্যবস্থা হল ট্রামগাড়ি এবং তাব ভাড়া ৩ কোপেক্; এই ক্ষেত্রেও ভাড়া বাঁধা, ৩ কোপেকেব টিকিট কিনে সর্বত্র ঘোরা যায়। এগুলি ছাড়া আছে 'ট্রলি বাস', তাতে ভ্রমণেব বাঁধা ভাড়া ৪ কোপেক্।

ট্যাক্‌সি

মস্কোয় দুরকম ট্যাক্‌সি আছে। একরকম ট্যাক্‌সিতে, আমাদের দেশেব মতই ভ্রমণেব দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া দিতে হয়। প্রতি কিলোমিটারের জন্য ১০ কোপেক্ ভাড়া, নিম্নতম ভাড়াও ১০ কোপেক্। আর একরকম ট্যাক্‌সি হল অনেকটা দিল্লীব 'মিনি বাসের' মত। এই সব ট্যাক্‌সি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দিয়ে চলে, এবং তার রুট নির্দিষ্ট। ভাড়া ১০ কোপেক্। এই সব ট্যাক্‌সিতে যারা ভ্রমণ করে, তারা চলার পথে কোনও কোনও থামার জায়গায় নেমে যায়।

পাতাল ট্রেন—'মেট্রো'

পাতাল ট্রেন সহরের পরিবহনে প্রভূত সাহায্য করে। এগুলিকে 'মেট্রো' বলা হয়। মেট্রোতে বাঁধা ভাড়া মাত্র ৫ কোপেক্—এক ষ্টেশন থেকে অন্য যে কোনও ষ্টেশন পর্যন্ত। এই সব ট্রেন অত্যন্ত দ্রুত চলে এবং চলে খুবই ঘন ঘন। সকালে ও সন্ধ্যায় যাত্রী চলাচল যখন সর্বাধিক সে সময় ট্রেন চলাচলের মধ্যে বস্তুতঃ সময়ের কোন ব্যবধানই থাকে না।

কন্‌ডাক্‌টর নেই

বাসে, ট্রামে এবং ট্রলিবাসে অথবা মেট্রোতে ভাড়া আদায়ের জন্য কোনও কন্‌ডাক্‌টর নেই। এই সব যানবাহনের (মেট্রো ছাড়া) মধ্যে দু জায়গায় স্লট্-মেসিন বসানো আছে। যেহেতু বাঁধা-ভাড়া, সে জন্য মেসিনে মুদ্রা ফেলে দিয়ে আপনি টিকিট পেয়ে যাবেন। টিকিট দেওয়ার যে কাজটা কন্‌ডাকটরের, তা করে মেসিন। মেট্রোতে প্রত্যেক ষ্টেশনের প্রবেশ পথে একটি করে এই রকম একটি স্লট্ মেসিন আছে। এই মেসিনে ৫-কোপেক্ গুঁজে দিয়ে খোলা-ফটকের মধ্য দিয়ে চলে যান। খুচরার জন্য মস্কোয় দুর্ভাবনা নেই। সহরের বহু জায়গায় এবং মেট্রো ষ্টেশনগুলিতে খুচরা ভাঙ্গাবার স্লট্ মেসিন আছে। এই সব মেসিন থেকে প্রয়োজনীয় ভাঙ্গানি পাওয়া যায়।

প্রত্যেক যাত্রীই কি টিকিট কেনে ? যদি কেউ না কেনে, তা হলে তাকে ধরার উপায় কি ? এর উত্তর : সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক নাগরিক সমাজের প্রতি অতিশয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং কর্তব্য-সচেতন। আমি যে পাঁচ বছর ছিলাম, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনা টিকিটে ভ্রমণ দেখেছি, এবং সে সব ক্ষেত্রেও মনে হয়েছে যে, বই নিয়ে তন্ময় থাকায় টিকিট কিনতে তারা ভুলে গেছে। কখনো কখনো চেকিং ইনস্পেক্‌টার আসেন ; তখন এই

সব যাত্রী বিনা বাক্য ব্যয়ে জরিমানা দিয়ে দেয় এবং মৃদু হেসে ক্রুটি স্বীকার করেন।

সীজন্ টিকিট—

আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফেরার পর অনেকে এখানে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাইভেট্ মোটরগাড়ি আছে কিনা। আছে অবশ্যই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, যারা মস্কোয় থাকে তাদের পক্ষে জন-পরিবহন প্রাইভেট্ গাড়ির চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক ও সুবিধাজনক। নিজের মোটর গাড়ির পরিচর্য্যা করার চেয়ে জন-পরিবহনের ব্যয়ও অনেক কম। কোনও রকম জন-পরিবহনের জন্যই প্রতীক্ষা করতে হয় না। তা ছাড়া, কেউ যদি ৬ রুবল (১০০ কোপেকে ১ রুবল) দিয়ে একখানা সীজন্ টিকিট কেনে, তা হলে পরিবহন ব্যবস্থার যে কোনও যানে (অবশ্য ট্যাক্সি ছাড়া) যে কোনও সময় ভ্রমণ করতে পারে। সীজন টিকিট যেকোন ধরণের জন-পরিবহন ব্যবহারের অধিকার দেয় এবং ট্যাক্সির জন্য প্রতীক্ষা করার দরকার হয় না।

নারীর প্রতি সম্মান

মস্কোয় পরিবহন-ব্যবস্থার আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল, আমাদের দেশে যেমন মেয়েদের জন্য পৃথক আসন নির্দিষ্ট থাকে, সেখানে তার পরিবর্তে বৃদ্ধ ও পঙ্গুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত। নারী ও পুরুষের সম্পুর্ণ সমানাধিকার থাকলেও নারীর প্রতি অতি-মাত্রায় সম্মান দেখানো হয়। বিদেশীর প্রতি বিশেষতঃ ভারতীয়দের প্রতি সোভিয়েত জনগণ একই রকম উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন। কেবল বাসে বা মেট্রোতেই নয়, যেখানেই যান অনুভব করতে পারবেন মেয়েরা অতিশয় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা। কোনও পুরুষের সঙ্গে কোনও মেয়ে যখন পথ চলে, তখন পুরুষটি কখনও

তাকে বোঝা বা মাল বইতে দেয় না। ওরা দল বেঁধে চলার সময় দেখবেন যে, মেয়েদের বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষরা সব সময় আগ্রহ দেখাচ্ছে।

ছেলেদের এই সহৃদয় আচরণের পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি। খাদ্য সামগ্রী-ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলার সময় অপরিচিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলেছেন "আপনাকে সাহায্য করব ?", এবং আমার জিনিস বয়ে নিয়ে গেছেন।

একটা দল যখন কোনও দরজা দিয়ে ঢোকে তখন পুরুষরা মেয়েদের আগে যেতে দেয়। এ সব ব্যাপার তুচ্ছ মনে হতে পারে ; কিন্তু মোটের ওপর নারীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা সমগ্র সমাজে পরিব্যাপ্ত।

প্রশান্ত নগরী

রাস্তায় নামলে মোটর গাড়ির ও অন্যান্য যানবাহনের হর্ণের আওয়াজ আপনার বিরক্তি উৎপাদন করবে না। সবই চলছে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে এবং প্রশান্ত আবহাওয়ায়। পথচারীরা পথ চলার নিয়মগুলি আপনা থেকেই মেনে চলার দায়িত্ব বোধ করে। এমন কি সর্বাধিক যাতায়াতের সময়ে এবং বড় বড় মোড়ে যেখানে যান-বাহনের ভীড় সেখানেও কোনও আওয়াজ নেই। গ্রীষ্মকালেই শুধু সাইকেল দেখা যায়। রিক্‌শা সোভিয়েত ইউনিয়নে নেই। এক মাত্র স্বয়ং-ক্রিয় সঙ্কেতের দ্বারাই যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং সব যানবাহন হর্ণ না বাজিয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে যায়। পথচারীদের পথ পার হওয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলিতে ছাড়া অন্য কোথাও তারা ইচ্ছামত রাস্তা পেরোয় না। বাস থামার জায়গায় বা অন্যত্র যাত্রী সংখ্যা অল্প বা অনেক যাই হোক, তারা কিউ-তে দাঁড়িয়ে যায়, এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যারা বাসে বা ট্রেনে ভ্রমণ করে, তারা শান্ত থাকে, পরিবেশের শান্তি নষ্ট করে না ; চেঁচিয়ে

কথাবার্তা কখনও আপনার কানে আসবে না। দেখবেন, সাধারণ-ভাবে যাত্রীরা এক মনে কোনও বই বা সংবাদপত্র পড়ছে।

প্রত্যেক মেট্রো ষ্টেশনে সংবাদপত্র বিক্রী করার স্লট্-মেসিন আছে। সাধারণতঃ লোকেরা ষ্টেশনে ঢোকার সময় সংবাদপত্র কেনে, অথবা তাদের হাতে বই থাকে, এবং তার মধ্যেই তারা ডুবে যায়।

সুন্দর 'মেট্রো'

যিনিই মস্কোয় যান, তিনিই মেট্রো ষ্টেশনগুলির সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারেন না। এ কথায় আদৌ অতিরঞ্জন নেই। ভূনিম্নে রেলপথ নির্মাণ অবশ্যই ইন্‌জিনিয়ারিং শিল্পের বিরাট বিস্ময়; কিন্তু ষ্টেশনগুলি কেবল উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখে তৈরী হয় নি, নন্দনতাত্ত্বিক রুচির সঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ষ্টেশন সুন্দর প্রাসাদের মত নির্মিত, তার দেওয়ালগুলি দেশপ্রেমের যুদ্ধের, যুদ্ধের বীরদের, নেতৃবৃন্দের, বিখ্যাত লেখক, কবি প্রমুখদের সুন্দর সুন্দর মূর্তি দিয়ে সাজানো। ষ্টেশনগুলির নামকরণও হয়েছে দেশভক্ত, লেখক ও বিখ্যাত শিল্পীদের নামানুসারে। মস্কোয় যখন কোনও ভবনে "এম" অক্ষরটি দেখবেন, তখন সেখানে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেই মেট্রো ষ্টেশনে পৌঁছবেন। সেখানে অনবরত বিরাট এস্‌কালেটার চলছে। মস্কোর মেট্রো ষ্টেশনগুলি সম্বন্ধে বিদেশীদেব প্রশংসামুখর হওয়া স্বাভাবিক, কারণ অন্যান্য দেশের এই ধরনের ষ্টেশন থেকে এগুলি স্বতন্ত্র—সে সব ষ্টেশন সিগারেটের খালিবাক্সে, কাগজের টুকরোয় ও অন্যান্য আবর্জনায় ভর্তি থাকে, এবং দেওয়ালগুলিতে ঢাকা থাকে শুধু বিজ্ঞাপনের অশ্লীল পোস্টাব। সোভিয়েত মেট্রোতে "প্রথম শ্রেণী" "দ্বিতীয় শ্রেণী" নেই। মেট্রোতে ধূমপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

তাপমাত্রা যখন শূন্যের ৩০ ডিগ্রী নীচে, তখনও মেট্রো ষ্টেশন-গুলিতে ফুল বিক্রী হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল খুব সস্তা এবং পাওয়াও

যায় প্রচুর ; শীতের সময় দাম কিছু বেশি। আমাদের দেশের মত ফুলগুলো বেঁধে দেওয়া হয় না—আলাদা আলাদাভাবে ডাঁটি সমেত বিক্রী হয়। আমাদের দেশের মতই সোভিয়েত ইউনিয়নে ফুলকে শুভ লক্ষণ মনে করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ প্রেম সুরু হয় ফুল দিয়ে। কোনও যুবক কোনও মেয়ের প্রেমে পড়লে ফুল উপহার দিয়ে প্রকারান্তরে তার মনোভাব প্রকাশ করে। জন্মদিনের উপযুক্ত উপহার ফুল ; যত বছর বয়স ততগুলি ফুল জন্ম দিনে উপহার দেওয়া হয়। ফুল উপহার দেওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ রীতি—বাবা উপহার দেন মাকে, ছেলে মাকে, বন্ধুদের মধ্যে একজন অন্য জনকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ ফুল ভালবাসে ; কারু সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় একটি জিনিস তাদের হাতে থাকেই, সে হল ফুল। মেট্রো ষ্টেশনগুলিতে দাঁড়িয়ে যখন লোকদের বাড়ি ফিরতে দেখবেন, তখন তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতে ফুল। এ এক মনোরম দৃশ্য। ভারতীয় নারীদের মত সোভিয়েত মহিলারা মাথায় ফুল গোঁজে না ; ফুলদানির মধ্যে ফুল রেখে তারা বাড়ি সাজায়। এতে ঘরগুলির সৌন্দর্যই শুধু বাড়ে না—সুন্দর গন্ধেও বাড়িটা আমোদিত হয়।

আরামদায়ক ট্রেন-ভ্রমণ

মস্কোর পরিবহন—ব্যবস্থা ছাড়াও সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রেন-ভ্রমণ খুবই আরামদায়ক। ট্রেনের ভাড়াও খুব কম। মোটামুটি বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন চলে। এমন কি সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ট্রান্স-সাইবেরিয়া রেলপথেও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেভিয়েত ইউনিয়ন বিরাট দেশ। তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈদ্যুতিক ট্রাক্‌শনের মোট দৈর্ঘ যে কোনও দেশের চেয়ে বেশী।

যেহেতু শীতকালে বিমানে ভ্রমণ আবহাওয়ার ওপর অনেকখানি

নির্ভর করে, সে জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা ঐ ঋতুতে ট্রেনে ভ্রমণ করাই বেশি পছন্দ করে। ট্রেন ভ্রমণ ও বিমান ভ্রমণে ভাড়ার পার্থক্য মাত্র কয়েক রুব্‌ল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিমানের ভাড়া প্রকৃত পক্ষে ট্রেনের ভাড়ার চেয়ে কম।

বিশেষতঃ শীতকালে ট্রেন-ভ্রমণ খুবই আরামদায়ক। কামরাগুলি গরম রাখার ব্যবস্থা আছে এবং বিছানা দেওয়া হয়। যাত্রীদের জন্য রেস্তোরাঁ ও রেডিওর ব্যবস্থা আছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে আমি ট্রেনে ভ্রমণ করেছি, এবং জোর করে বলতে পারি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রেনে ভ্রমণের ব্যবস্থা সব চেয়ে ভাল।

সস্তাও বটে

যেহেতু বিমানের ভাড়া কম এবং বিমানে যাওয়াও যায় তাড়াতাড়ি, সেইজন্য গ্রীষ্মকালে লোক বিমান-ভ্রমণই বেশি পছন্দ করে। এই সময় বিমানের টিকিটের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। গ্রীষ্মকালে প্রায় ৮০ শতাংশ ভ্রমণকারী শুধু বিমানই ব্যবহার করে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সব লোকই ছুটির সময়টা বাসস্থানের বাইরে অন্যত্র কাটায়, অথবা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের মধ্যে ভ্রমণের খুবই প্রচলন্। ছুটির পর ফিরে এলে একে অপরকে যে প্রশ্নটি করে তা হল, 'ছুটি কোথায় কাটালেন?' যেহেতু মেয়ে পুরুষ উভয়ে কাজ করে, সে জন্য ছুটির সময়টা সমগ্র পরিবার কোনও স্বাস্থ্য-নিবাসে, স্যানাটোরিয়ামে অথবা সমুদ্র তীরবর্তী শিবিরে কাটায়। তারা যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, তারাই এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেয়।

টেলিফোন করে বিমানের বা ট্রেনের টিকিট ও রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা যায়।

অন্যান্য সুবিধা

দূর পাল্লার যাত্রীদের জন্য শোবার জায়গা দেওয়া হয়, ঘন ঘন

বিছানা বদলানো হয়। খাবার আনা হয় একেবারে আসনের পাশে। কামরা গুলিতে রেডিও বসানো। কখনও কখনও টেলিফোনেরও ব্যবস্থা করা হয়। খুব দূরের যাত্রীদের বিনা মূল্যে খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

দুর্ঘটনা কম

আমার দীর্ঘ পাঁচ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকার সময়ে আমি মাত্র দু' একবার দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। দুর্ঘটনার সুযোগ নেই। ড্রাইভাররা কঠোর ভাবে নিয়ম কানুন ও সতর্কতা পালন করে। মেয়ে ড্রাইভারও আছে। ইঞ্জিন-ড্রাইভারদের মাইনে বেশ বেশি।

যারা মদ্য পান করে ট্রেন বা অন্য কোনও যান চালায় তাদের কঠোর শাস্তি হয়, বিশেষ সন্ধানী-যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ দোষীদের ধরা হয়। সাধারণত, কাজ করার সময় বা তার আগে কেউ মদ্য পান করে না। কাজের সময় মদ খাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। কখনও কখনও এই ধরণের অপরাধীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়ে থাকে।

সহৃদয়তা

প্রতিটি সোভিয়েত মা আমার প্রতি প্রভূত সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, যা আমার পক্ষে এবং আমার মত অন্য যারা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সেখানে রয়েছে তাদের কাছে বিরাট সান্ত্বনা। সোভিয়েত যুবক-যুবতীরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যেন আমি তাদের বোন। এমন কি অপরিচিতেরাও আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। কখনও কখনও আমি অন্যমনস্ক ভাবে আমার সাধারণ পোশাকেই বেরিয়ে পড়তাম এবং হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে যাওয়ায় শীতে কাঁপতে আরম্ভ করতাম। এই অবস্থায় অনেক রুশী তাঁদের ওভারকোট দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। বিদেশীরা

প্রতি, দেশের অতিথির প্রতি তাঁদের এই স্বতস্ফূর্ত সহৃদয়তা স্মরণ করে রাখার মত।

বাসে চলার সময় অনেক রুশী আমাকে ডেকে কাছে বসিয়েছেন, এবং ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজকাপুর সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। যদিও আমি তাঁদের সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলেছি এবং আর কখনও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়ত আমার ছিল না, যদিও আমাদের সম্পর্ক মাত্র ক্ষণিকের পরিচয়ের, তবু তাঁদের ছেড়ে আসার সময় আমার অন্তরে ব্যথা অনুভব করেছি। আমাদের সম্পর্কে রুশদের মনোভাব এমনই সহৃদয় এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন!

বেশ কিছু সোভিয়েত নারী ও পুরুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সুরু হয়েছিল বস্তুত বাসে অথবা ট্রেনে ভ্রমণের সময়। সে সব বন্ধুরা এখনও আমার কাছে চিঠি লেখেন।

একবার আমি মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্র কাজখস্তানের রাজধানী আলমা-আতায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটি সুন্দর পার্ক আছে এবং তার মধ্যে চক্র রেলপথ আছে। এই রেলপথে কয়েকটি ষ্টেশনও আছে। উর্দি-পরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সেখানে ট্রেন চালাচ্ছিল। জানতে পারলাম তারা সবাই টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, গরমের ছুটিতে হাতে-কলমে কাজ শিখছে। ইঞ্জিন-ড্রাইভার, কন্‌ডাকটার, ট্রেন-পরীক্ষক এবং গার্ড এরা সবাই, বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে। আট বছরের শিক্ষা শেষে এরূপ যুবক যুবতীই যে সুদক্ষ রেল-কর্মচারী হবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? আমার সঙ্গে আলমা-আতার যে বাসিন্দাটি ছিলেন, তিনি আমাকে একটু ট্রেনে চাপতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি ইতস্তত করি, কারণ এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঠিকভাবে সব কাজ করতে পারবে বলে আমি কেমন যেন ভাবতে পারি নি। ততক্ষণে গার্ডের উর্দি পরা একটি বারো বছরের ছেলে আমার কাছে এসে রুশ ভাষায় বলল, 'আপনার দুর্ভাবনার

কারন নেই, আমি আপনাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছি।' তখন আমি ঐ ট্রেনে ভ্রমণ করি এবং নিরাপদেই করি। ছেলেটি এখনও মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লেখে।

একথা বলায় অতিরঞ্জন নেই যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবহন-ব্যবস্থা কেবল যাত্রীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উপায়ই নয়, পবন্তু এ এমন একটা জায়গা যেখানে সহৃদয় পারিবারিক আবহাওয়া রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অতি বিশাল দেশ। সুপরিচালিত পরিবহন-ব্যবস্থা দেশের দূব দূর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত না হলে অর্থনৈতিক প্রগতি অসম্ভব হত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবহন একটি সুসংগত ব্যবস্থা। সর্বাধিক পরিমাণে সামাজিক প্রয়োজন মেটানোই তার একমাত্র লক্ষ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তি মালিকানায় বাস, লরী, ট্রেন বা বিমান পরিবহন ব্যবস্থা নেই। এই জন্যই পরিবহন ব্যবস্থাকে সুরচিত পরিকল্পনা অনুসারে অখণ্ড পরিবহন-ব্যবস্থায় পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

কখনও কখনও বিমান পরিবহনে লোকসান হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাইবেরিয়া ও সুদূর প্রাচ্য এখন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। যাত্রীদের বিমানে সাইবেরিয়ায় যাওয়ার ভাড়া হেলিকপটারের ভাড়ার চেয়েও কম। ভাড়া হিসাবে যা পাওয়া যায়, তা থেকে পরিবহন ব্যবস্থার ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু এলাকার উন্নয়নের জন্য এই লোকসান স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এ কাজ করত না। সমাজের পক্ষে দরকারী কোনও পরিবহন ব্যবস্থার কোনও একটিতে যদি লোকসান হয়, তা হলে সরকার তা বহন করেন। স্বভাবতই জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন।

ভিতরে ও বাইরে

সুন্দর শহর ঃ যে সব ভারতীয় মস্কোয় গেছেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করতেন শহর এত সুন্দর ও পরিষ্কার রাখা কেমন করে সম্ভব? হ্যাঁ, ঠিকই, মস্কো সুন্দর শহর। যানবাহনের জন্য প্রশস্ত রাস্তা, এবং পথচারীদের জন্য পৃথক পথ। প্রায় সব রাস্তার দুপাশে দেখা সবুজ লন, গাছ-পালা এবং ফুলগাছের কেয়ারি। জায়গায় জায়গায় বেঞ্চ পাতা রয়েছে, রাস্তার ধারের পার্কের সেইসব বেঞ্চে বসে আপনি চিন্তা করতে পারেন। রাস্তার দুই পাশে আকাশচুম্বি অট্টালিকা দেখে আপনার মনে হবে যেন একটা উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে। বসন্ত কালে ও শরৎ কালে সহরটি সবুজ দেখায়। তখন ফুলের শোভায় আপনার চোখ জুড়োবে এবং মনও শান্ত হবে। কিন্তু শীতকালে মস্কো শ্বেত আবরণে সজ্জিত হয়, সহর ঢেকে যায় শুভ্র তুষারে।

বহুতল বাসভবনগুলির মাঝখানে অথবা তাদের চতুষ্কোণ অঙ্গনে রয়েছে ওক্, ফার ও বার্চের ছোটাখাটো বন। শীতকালে ফার ছাড়া অন্য সব গাছ পাতা ঝরে ন্যাড়া হয়ে যায়।

ব্যাঙের ছাতা কুড়োনো

গ্রীষ্মকালে এই ছোট বনগুলিতে লোক বেড়াতে যায়। সহরের সংলগ্ন ঘন নিবিড় বন আছে। এই বনে সময় সময় লোকে শিকার করতে যায়। অনেক পরিবার বনের মধ্যে গিয়ে ব্যাঙের ছাতা কুড়োয়। সোভিয়েত জনগণ ব্যাঙের ছাতা খুব ভালবাসেন এবং এ তাঁদের খুব উপাদেয় খাদ্য। এর ঝোল তাদের ভারি পছন্দ। গরমের সময় কুড়নো ব্যাঙের ছাতা শীতকালে খাওয়ার জন্য শুকিয়ে রাখা হয়।

এক একটা গোটা পরিবার তাদের পোষা পশুপক্ষী নিয়ে (সব

রকম পোষা পশুপক্ষী, যেমন কুকুর, বিড়াল, তোতাপাখি, কাঠবিড়ালি ও পাখী) এক এক দিন বনের মধ্যে চড়ুইভাতি করতে যায়। এতে তাদের খুব আনন্দ। এই বেড়ানোর দলে সব রকমের লোক দেখা যায়। তারা ফুল সংগ্রহ করে এবং তা বাড়িতে নিয়ে এসে ঘর সাজায়। ছুটির দিনে তারা দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বন-ভোজন করে।

পরীক্ষার সময় ছাত্রদেরও বনের মধ্যে দেখা যায়; সেখানে বই নিয়ে গিয়ে তারা পড়ে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে বনগুলি উৎসবের চেহারা নেয়। কিন্তু এমনকি শীতকালেও এইসব জায়গা জনশূন্য হয়ে যায় না, সেখানে কলকোলাহল থাকে।

বরফের কল

রাশিয়ার শীত বিশ্বখ্যাত। যখন ভারতে ছিলাম, তখন লোককে বলতে শুনেছি যে রাশিয়ায় তুষার পড়ে। কিন্তু তখন আমি জানতাম না এবং কল্পনাও করতে পারিনি 'তুষার' কাকে বলে— 'তা কি তৈরী বরফের মত ঠাণ্ডা এবং জমাট?' আমি বিস্ময় বোধ করতাম। সাধারণতঃ অক্টোবরের শেষাশেষি অথবা নভেম্বরের প্রথমে তুষার পড়ে। আমি মস্কোয় থাকার প্রথম বছর ক্লাস-ঘরে যখন পড়ানো হচ্ছিল তখন আমার বন্ধুরা বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ 'তুষার' 'তুষার' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। আমার সহপাঠীরাও ছিল মস্কোয় বিদেশী। কাজেই 'তুষার' পড়া প্রথম দেখে তারা ক্লাস-ঘরের মধ্যেই চীৎকার করে উঠেছিল। আমাদের শিক্ষক খুব বিজ্ঞ ও সুবিবেচক ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বাইরে গিয়ে তুষার নিয়ে খেলে আসতে অনুমতি দিলেন। আমার জীবনে সেই প্রথম আমি জানলাম তুষার এমন একটি বস্তু যা স্পর্শ করা যায় এবং হাতে নিয়ে তা খেলা করাও যায়।

সোভিয়েতের মানুষ এই শীতের অবহাওয়ার মধ্যেও জীবনকে

উপভোগ করে। স্কি করা অত্যন্ত জনপ্রিয়। সব বয়সের লোক এই খেলায় যোগ দেয়, এবং তাপমাত্রা যখন শূন্যের ২৫-৩০ ডিগ্রী নীচে নেমে যায়, তখনও তারা স্কি উপভোগ করে।

শীতকালে আমার হোষ্টেলের কাছাকাছি একটা বনে আমি যেতাম। আমার স্কেটিং অভ্যাস করার ও শেখার ইচ্ছা ছিল। আমার বন্ধু তানিয়া আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই খেলার উপযোগী পোশাক পরে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে আমরা সেখানে গেলাম। ভারি ওভারকোট ও রড্ নিয়ে স্কেটিং খেলার জায়গায় আমি হাঁটতেই পারছিলাম না; আর তানিয়ার অবস্থাটা ছিল জলের মধ্যে মাছের মত। এমনকি যাওয়ার সময় আমি কয়েকবার পড়ে যাই, এবং তানিয়ার সাহায্যে বন পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক জায়গায় বসে কি যেন করছিল। আমি কৌতূহলী হয়ে তাদের কাছে গেলাম। তারা 'তুষার মানব' তৈরী করছিল—গাছের একটা ছোট ডাল পুঁতে তাতে তুষার লাগিয়ে লাগিয়ে মাথা, দেহ ও হাত-পা বানিয়ে মানুষের রূপ দিচ্ছিল। এই মূর্তিকে তারা আখ্যা দেয় 'তুষার-পিতা'।

পরস্পরের উদ্দেশে তুষারের বল ছুঁড়ে মারা এমন একটি খেলা যাতে কেবল শিশুরাই নয়, বয়স্করাও যোগ দিয়ে থাকে। একবার মজা করার জন্য আমার একটি বন্ধুর গায়ে আমি তুষারের বল ছুঁড়ে মারতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার হাতের টিপ্ এমনই যে বলটা লাগল এক বয়স্কা ভদ্র মহিলার গায়ে এবং তার চশমা ভেঙ্গে গেল। ভয় পেয়ে গিয়ে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা মোটেই রাগ করেন নি দেখে আমি অবাক হলাম। তিনি বল্লেন, 'মন খারাপ করো না···ও ঠিক আছে।' তিনি বল্লেন ভারতীয়দের তিনি পছন্দ করেন, এবং তাদের সঙ্গে দেখা করতে ও কথা বলতে চান।

এইভাবে আমার স্কেটিং শেখার ইচ্ছাটা ইচ্ছাই রয়ে গেল, তবে একটি ভাল বন্ধু পেলাম। ভদ্রমহিলার নাম তামারা, আমি সপ্তাহান্তে তাঁর বাড়িতে যেতে আরম্ভ করলাম। আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম, কেনাকাটা করতে বেরোতাম।

ঝকঝকে পরিষ্কার সহর

ইতিপূর্বে বলেছি যে, সহরটি খুবই পরিষ্কার। কোথাও কাগজের টুকরো বা সিগারেটের টুকরো পড়ে থাকে না। রাস্তা পরিষ্কার রাখার পদ্ধতিটি আগ্রহোদ্দীপক। আমাদের দেশে আমরা সাধারণতঃ উঠানটি এবং ঠিক বাড়ির সামনের রাস্তায় অংশটুকু ঝাঁট দিই এবং সেখানে সাদা খড়িমাটি দিয়ে সুন্দর সুন্দর আল্পনা এঁকে রাখি। আমাদের দেশে প্রত্যেকে তার বাড়ির সামনের রাস্তার অংশটা পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে মিউনিসপালিটির কর্মচারীরা জল দিয়ে রাস্তা ধুয়ে নেন। মস্কোর পৌর প্রশাসনকে মস্কো নগর সোভিয়েত বলা হয়। গ্রীষ্মকালে বেশি রাত্রিতে তাঁদের কাজ আরম্ভ হয় এবং শেষ রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলে। এই পরিষ্কার করার কাজে যে মেসিন ব্যবহার করা হয় সে মেসিন প্রচুর জল ঢেলে ভাল করে ধুয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে। শীতকালে সকালে মেসিনের সাহায্যে তুষার সরিয়ে লরী করে তা সহরের উপকণ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে, যখন তুষার খুব গভীর হয় তখন নগর সোভিয়েতের কর্মচারীরা লরী-ভর্তি বালি নিয়ে আসেন এবং তুষারের ওপর তা ছাড়িয়ে দেন যাতে লোকে পা পিছলে পড়ে না যায়।

এইভাবে ভোরেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু লোকেরা সারাদিন ধরে রাস্তায় বাজে জিনিস কি ফেললো? এই ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকদের প্রশংসা করতে হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধূমপান করেন। এমনকি শীতকালেও প্যাকেটে করে

নানারকম আইসক্রীম্ বিক্রী হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকই নয়—বিদেশীরাও আইসক্রীম্ খুব ভালবাসে। এর কারণ এই নয় যে এটা সস্তা, পরন্তু আইসক্রীম খুব সুস্বাদু। আমি অন্য যে সব দেশে গেছি, সেখানে আইসক্রীমও খেয়েছি, এবং বলতে পারি যে, মস্কোর আইসক্রীমের মত সুস্বাদু আইসক্রীম আর কোনও দেশে খাই নি।

কাছেই সিগারেটের খালি বাক্স, সিগারেটের পোড়া টুকরো, আইসক্রীমের আচ্ছাদন বা বাক্স, ফলের টুকরো, বাস-টিকিট প্রভৃতি রাস্তায় প্রচুর আবর্জনা সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু তা চোখে পড়ে না। সেগুলি যায় কোথায়?

প্রত্যেক রাস্তার শেষ প্রান্তে অথবা এখানে সেখানে ডাষ্টবিন রাখা আছে। এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও বাজে জিনিসগুলি ডাষ্টবিন পর্যন্ত হাতে করে নিয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের যখন এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তখন বয়স্কদের কথা আর বলারই প্রয়োজন নেই। এই কারণেই কর্তৃপক্ষ সহরকে এত পরিষ্কার রাখতে পারেন।

বিশাল বিশাল অট্টালিকা

অনেকে মনে করেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট দেশ, সেখানে কারুর নিজের বাড়ি থাকতে পারে না।' কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলব, এ ধারণা ভুল; কারণ এমন অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, যাদের নিজেদের বাড়ি আছে।

মস্কোয় পৌঁছনোর পর আমার মনোযোগ সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় বহুতল বাড়িগুলির প্রতি। সর্বত্র সারি সারি উঁচু বাড়ি, ঠিক মাদ্রাজে মাউন্ট রোডে এল-আই-সির বাড়িটির মত। তা ছাড়া, হোষ্টেলে যাওয়ার পথে দেখেছি বিরাট বিরাট ক্রেন্ জিরাফের মত গলা বার করে রয়েছে। আমি বিমান বন্দর থেকে হোষ্টেলে পৌঁছলাম।

হোষ্টেলটি পাঁচ-তলা, প্রত্যেক তলায় ২০টি ঘর। আমার ঘরটি ছিল পাঁচতলায়।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। অনেক বহুতল বাড়ি! একটা বড় বন রয়েছে, তার সংলগ্ন খানিকটা খালি জায়গা। কয়েকদিন সেখানে খুব গোলমাল চলল। একটি ষোল-তলা বাড়ি সেখানে গড়ে উঠছিল। এটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি হোষ্টেল, প্রতি তলায় সবরকম সুবিধা-সম্বলিত ৩২টি করে ঘর।

যদিও গৃহ-সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা, তবু সোভিয়েত সরকার যে দৃঢ়তার সঙ্গে দ্রুত এই সমস্যার মোকাবিলা করছেন, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আমি একবার কাজাখস্তানের রাজধানী আলাম-সাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে লোকের বাসের জন্য একটি বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। সুপারভাইসিং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়। তিনি আমাকে যা বল্লেন, তা থেকে বলতে পারি, একমাত্র ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যেই ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার নূতন ফ্ল্যাট তৈরী হয়েছে, এবং মোট প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোক নূতন বাড়িগুলির বাসিন্দা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এটি হল সোভিয়েত জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি বাসযোগ্য ফ্ল্যাট তৈরী হওয়া কিভাবে সম্ভব হল? কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, ও হয়ে গেছে! কিন্তু তা ঠিক নয়। ঐ ইঞ্জিনিয়ার বল্লেন, 'বাসের জন্য বাড়ি তৈরীর কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে সবকিছুর—ফ্ল্যাটের সংখ্যা, বাড়ির অবস্থান ক্ষেত্র, কত লোক তাতে থাকবে, তাদের জন্য দোকানপাট ও অন্যান্য সেবামূলক ব্যবস্থা, স্কুল, সন্তরণ ক্ষেত্র, চুল কাটার সেলুন প্রভৃতির পরিকল্পনা আগে থেকে স্থির হয়।' বস্তুত সব ফ্ল্যাটেই সকল রকম সুবিধার ব্যবস্থা থাকে। সরকার অনেক ফ্ল্যাট তৈরী করছেন এবং মস্কোবাসীদের তা ভাড়া দিচ্ছেন। ভাড়া কখনও

পরিবারের আয়ের ৪-৫ শতাংশের বেশি হয় না। বাস করার ফ্ল্যাটগুলি সব এক রকম নয়। তাদের আকারে পার্থক্য আছে—এক শয়ন কক্ষ, দুই শয়ন কক্ষ ও তিন শয়ন কক্ষ-বিশিষ্ট ফ্ল্যাট আছে। প্রতি পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী ফ্ল্যাটের বণ্টন হয়, যেমন, যদি পরিবারের কোনও স্থায়ী রোগী, পঙ্গু বা বৃদ্ধ থাকে, তা হলে অতিরিক্ত কক্ষযুক্ত ফ্ল্যাটের বরাদ্দ হয়। কিন্তু ফ্ল্যাটে ঘরের সংখ্যা যতই হোক, তার ভাড়া নেওয়া হয় পরিবারের আয় অনুসারে। কোনও ব্যক্তির জমিদারির উপরও ভাড়া নির্ভর করে না। যেমন, কোনও ব্যক্তি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক অথবা শ্রমিক, এমন কি অদক্ষ শ্রমিক যাই হোন, ভাড়া একই—আয়ের ৪-৫ শতাংশ। বাড়ির আকার নির্দ্ধারিত হয় পরিবারের সদস্য-সংখ্যা অনুসারে এবং ভাড়া স্থির হয় পরিবারের আয় অনুযায়ী। সবাই এই ব্যবস্থা খুব সঙ্গত বলে মনে করবেন।

ধরুন, শুধু স্বামী-স্ত্রী নিয়ে একটি পরিবার। তাদের এক শয়ন কক্ষের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। তাদের মাসিক আয় যদি ২০০ রুবল হয়, তা হলে সে পরিবারের দেয় ভাড়া ৮-১০ রুবলের বেশি হবে না। তেমনি কোনও পরিবারে যদি বাপ-মা ছাড়া তিনটি সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা থাকেন, তা হলে সে পরিবারকে বেশি ঘরের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে এবং বাড়ীটিও বড় হবে। এই পরিবারের আয় যদি মাত্র ১৫০ রুবল হয়, তা হলে সে পরিবার এই বড় বাড়ির জন্য মাসে ভাড়া দেবে ৬ বা সাড়ে ৭ রুবল।

নিজের বাড়ি

মস্কোয় আমার সুপরিচিত রুশ বন্ধুদের অনেকের নিজেদের বাড়ি আছে। ধরুন, একজন সহরে কাজ করে; সেখানে তার সরকারের দেওয়া একটা ভাড়াটে বাড়ি থাকে এবং তার ভাড়া দেবে। কিন্তু সহরের হট্টগোল থেকে দূরে তার নিজের একটা ছোট বাড়িও থাকতে

পারে, যেখানে সেই ব্যক্তি সুখে সপ্তাহন্তে ছুটি কাটাতে পারে। এই সব বাড়ির চারপাশে একটু জমি থাকে, যেখানে বাড়ির মালিক ছোট বাগান করতে পারে। কেউ যদি এই ধরণের বাড়ি কিনতে চায়, তা হলে তার সঞ্চয় থেকে বাড়ির দামের একাংশ সরকারকে দেবে, এবং বাকীটা মাসিক কিস্তিতে শোধ করবে।

প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের নিজের জন্য বাড়ি কেনার অধিকার আছে। এ ধারণা ভুল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কারু নিজের বাড়ি থাকতে পারে না। তবে, বাড়ি কিনে বেশি দামে তা বিক্রী করে মুনাফা করা নিষেধ। তা ছাড়া, সরকার যখন প্রত্যেককে বাসের উপযোগী বাড়ি দেবার গ্যারান্টি দিচ্ছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে বাড়িব ভাড়া যখন এত কম, তখন সাধারণতঃ লোকে নিজের বাড়ির জন্য আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না। যদি কেউ তা কবেও তা হলে তার ব্যক্তিগত বিলাসিতা বা ব্যক্তিগত সুবিধা বলে মনে করে—কোনক্রমেই অনর্জিত আয়ের উৎস হিসাবে নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনও লোকের সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই। তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য খরচ নেই, শিক্ষার পর তাদের চাকরির নিশ্চয়তা রয়েছে, বিনা খরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা—চিকিৎসার জন্য এক কোপেকও ব্যয় করতে হয় না। ফলে সাধারণতঃ লোকে তাদের সঞ্চিত আয় দিয়ে টেলিভিশান, কাপড় কাচার মেসিন এবং অন্যান্য জিনিস কেনে। অল্প কিছু লোক মনে করতে পাবে যে, তাদের অবসর-সময় নিরিবিলিতে অতিবাহিত করার জন্য আলাদা বাড়ি তাদের প্রয়োজন। এরাই এদের আয় থেকে সঞ্চয় করে এবং বাড়ি কেনে। বেশি লাভের জন্য এই বাড়ি অন্য কারুর কাছে বেচা চলে না। কোনও লোক সে বাড়ি কিনবেও

চায়। কিন্তু এই সব লোককে বাড়ির পুরো দাম এক সঙ্গে দিতে হয় না। তারা বাড়ির দামের শতকরা ৪০ ভাগ আগাম জমা দেয়, এবং বাকীটা সরকার তাদের ধার দেন, যার দরুণ শতকরা মাত্র ০'৫ ভাগ সুদ দিতে হয়। এই ঋণ ১০ থেকে ১৫ বছরে পরিশোধ করা চলে।

কিভাবে ফ্ল্যাটগুলি তৈরী হয়

সরকারী হিসাব অনুসারে, সাধারণতঃ মস্কোয় একটা নয় তলা বাড়ি তৈরা করতে পঁয়তাল্লিশ দিন সময় লাগে। যদি শীত কাল হয়, তা হলে একটু বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। এরূপ একটি বাড়িতে অন্ততঃপক্ষে ২০-৩০ টা ফ্ল্যাট থাকে, অর্থাৎ ২০-৩০টি পরিবার তাতে বাস করতে পারে। বাড়ি তৈরীর কাজ এত তাড়াতাড়ি শেষ হয় শুনে স্বভাবতই বিস্মিত হতে হয়।

নির্মাণ ইঞ্জিনিয়াররা আগে থেকে পরিকল্পনা স্থির করে নেন বলে এটা সম্ভব হয়। বাড়ি তৈরীর জায়গায় অন্ততঃ ৩-৪টি উঁচু ক্রেন থাকে। একটা এক্স্‌কাভেটার মাটি কেটে যায়, অন্য একটা মেসিন দিয়ে কাটা-মাটি অনবরত লরীতে তোলা হয় এবং দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। কারখানায় তৈরী বাড়ির অংশগুলি বড বড় লরীতে করে ঐ জায়গায় আনা হয়; সেখানে তাদের শুধু জোড়া দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুরা যেমন একটির পর একটি খালি দেশলাই এর খোল সাজিয়ে খেলাঘর তৈরী করে, তেমনি মস্কোতে বাড়ির দেওয়াল ও ঘরগুলি একত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়। বাড়ির বাইরের দেওয়াল সাধারণতঃ তৈরী হয় কাচ দিয়ে, ফলে বাড়িতে প্রচুর সূর্যের আলো ঢুকতে পারে।

এই ধরণের বহু-তল বাড়ির একতলার দেওয়ালগুলি প্রায় সবই কাচের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই তলাতেই খাবার দাবার ষ্টোর, খবরের কাগজের ষ্টল্, বইয়ের দোকান এবং সাধারণ জিনিসপত্রের

ষ্টোর থাকে। দুধ, দই, রুটি প্রভৃতি সহ যে সব খাবার জিনিস এখানকার অধিবাসীদের প্রয়োজন, তা এই সব ষ্টোরে বিক্রী হয়। তা ছাড়া ভূগর্ভস্থ তলায় থাকে ধৌতালয় এবং সর্বসাধারণের স্নানাগার।

অন্যান্য সুবিধা

সমস্ত বাস করার ফ্ল্যাটেই জল, বিদ্যুৎ শক্তি ও রাঁধবার গ্যাসের ব্যবস্থা থাকে। একটা এলাকায় চতুষ্কোণ জায়গায় যদি পাঁচ ছয়টা বাড়ি, থাকে, তা হলে সেখানে সন্তরণক্ষেত্র, খেলার মাঠ, স্কুল, নার্সারী এবং কিণ্ডারগার্টেন্ কাছাকাছি থাকবেই।

জনসাধারণের কল্যাণ সাধন যে সরকারী ব্যবস্থার লক্ষ্য, একমাত্র তার পক্ষেই এটা করা সম্ভব।

সাধারণতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়িতে সর্ববিধ সুবিধা আছে। আমি আমার বন্ধু ভেরার বাড়ির উদাহরণ দেব, আমি প্রায়ই তার বাড়িতে যেতাম।

ভেরার বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। ভারতীয়দের চুলের মত তার চুল কালো, একহারা—সুঠাম দেহ। তাকে অনায়াসে সুন্দরী বলা যেতে পারে এবং সে সব সময় কর্মব্যস্ত। আমি কখনও তাকে অলসভাবে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখিনি। ভেরা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে। সে ইংরাজি ভাল জানে। ভারতীয়দের সে খুব পছন্দ করে।

তাদের বাড়িটা মাঝারি ধরণের। তাতে দুটি বড় ঘর, একটি বৈঠকখানা একটি ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। সামনের ঘরটিতে সোফা সেট্, একটি টেলিভিশান এবং তার কাছে একটি লতা-পাতা আঁকা আলোকদানি। দেওয়ালের গায়ে গ্লাস কেসে বইগুলি পরিচ্ছন্ন ভাবে গোছানো। সব জানালায় ফুলের টব। সমস্ত দরজা জানালায় পরিষ্কার সাদা পর্দা ভেরার সুরুচির পরিচায়ক। বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণে পরিবারের সৌন্দর্যবোধ লক্ষিত

হয়। পরের ঘরখানিতে টি রাখার ষ্ট্যাণ্ডের পাশে বড় একটি বিড়াল শুয়ে থাকত, এটি ভেরার পোষা। ভেরার মেয়ে নেই; সে বলত যে, এই বিড়ালই তার মেয়ের স্থান নিয়েছে।

অন্য ঘরখানিতে ঢুকলে প্রথমেই নজরে পড়বে মেন্দেলিয়েভের মৌল সম্পদের পর্যায় সারণি। টেবিলের ওপর একটা বড় ভূ-গোলক, কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বই এবং টেবিলের নীচে একটা ফুটবল। এটি ভেরার ছেলে সাশার ঘর। তখন সে নবম শ্রেণীতে পড়ছিল। রসায়ন শাস্ত্রের বই-এর প্রতি তার দারুণ ঝোঁক; সপ্তম শ্রেণীতে থাকার সময়ই সে মেন্দেলিয়েভের পর্যায় সারণি পুরোপুরি শিখেছিল। সে পেয়েছে রসায়ন শাস্ত্রের ডাক। সুন্দর ফ্রেমে-আঁটা একখানি 'সার্টিফিকেট' দেওয়ালে টাঙানো, এটি হল সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের স্কুলের ছেলে-মেয়েদের রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিযোগিতায় সাশার তৃতীয় স্থান অধিকার করার সার্টিফিকেট্। ভেরা বলল যে, পরের বছর প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য সে চেষ্টা করছে। যে সব ছাত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রসায়ন-শাস্ত্র নিয়েছে এবং বিশেষ স্কুলে পড়ছে, তাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। সাশা সাধারণ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র হয়েও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল, এবং তার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এবং স্কুলে যে সব সুযোগ দেওয়া হয় তা ঠিকমত ব্যবহার করে সে তৃতীয় স্থান অধিকার করতে পেরেছে।

ভেরা নিজে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিট্যুটে ইংরাজির শিক্ষয়িত্রী। তার আয় মাসে ২০০ রুবলের বেশি। তার স্বামী একজন 'গণ' শিল্পী। তিনি মঞ্চে অভিনয় করেন। তাঁর স্বভাব শান্ত এবং সর্বদা তিনি সাহিত্য অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকেন। সাহিত্য সভায় কবিতা আবৃত্তি করেন এবং সাহিত্যের আলোচনায় যোগ দিয়ে তিনি অবসর বিনোদন করেন। কখনও কখনও তিনি বেতারে কথিকা পাঠ করেন এবং মঞ্চে অভিনয় করেন। যে ব্যক্তিটি মঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায়

অভিনয় করেন এবং দুঃসাহসিক, তিনি বাড়িতে শান্তশিষ্ট চুপ-চাপ। অবসর সময়ে তাঁর সখ হল বনের মধ্যে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তার উপর সুন্দর অলংকরণ খোদাই করা। তিনিও মাসে ২০০ রুবলের কম উপায় করেন না। পরিবারের পক্ষে আয় মোটামুটি ভালই।

তাঁরা সারাদিন রান্না করার গ্যাস ও গরম জল পান। তাঁদের রেডিও ও টেলিভিশান আছে। শীতকালে ঘরগুলি গরম রাখার ব্যবস্থা আছে, কাপড় কাচার মেসিন প্রভৃতি আছে। সব রকম সুবিধা সমেত পরিবারটি মাসে ভাড়া দেয় ১৪ রুব্‌ল্‌।

বিনা দরাদরিতে ব্যবসা

সমস্ত দোকানে সুশৃংখলভাবে জিনিসপত্র বিক্রী হয়। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনও জিনিসের রেশনিং আছে কি না। সেখানে যে কোনও পছন্দ-সই জিনিস যে কোনও সময় কেনা যায় কিনা।

দোকান ও দামের কথা বলতে গিয়ে আমার মস্কো বাসের প্রথম মাসের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন আমি রুশ ভাষা জানতাম না। আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার-বাজারে গিয়েছিলাম এবং আকারে ইঙ্গিতে কিছু খাবার ও তরিতরকারি কিনতে চেষ্টা করছিলাম। দামের তালিকা সেখানে টাঙানো ছিল, কিন্তু আমি তা পড়তে পারি নি। আমি দোকানী মহিলাকে আলু দেখিয়ে দিয়ে দুই রুব্‌ল তাঁর হাতে দিলাম; দাম আমার জানা ছিল না। ভদ্রমহিলা খুশী হয়ে ২০ কিলো আলু প্যাক্‌ করে দিলেন।

তখন আমার অবস্থা খুবই শোচনীয়; ২০ কিলো আলু নিয়ে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। এটা আমার ঘরে নিয়ে যাই কেমন করে? যেহেতু আমি ২০ কিলো আলু কিনে ফেলেছি, সেজন্য আমি এমন

ভাব দেখাতে লাগলাম যে, সব আলুটাই আমার দরকার। সেখানে দুজন রুশ ছাত্র ছিল, তারা আলুগুলো আমার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল।

আলুর বোঝা সহ দুটি রুশ ছাত্রকে পিছনে নিয়ে যখন ঘরে ঢুকলাম, তখন আমার বন্ধু তানিয়া নিজেকে আর সামলাতে পারল না—হো হো করে হেসে উঠল।

মস্কোয় পাঁচ বছর থাকাকালে সোভিয়েত দোকানগুলি থেকে আমি কয়েক টন জিনিস কিনেছি। কাজেই, আমি মনে করি, এই বিষয়ে বলবার কিছু যোগ্যতা আমার আছে। সোভিয়েত দোকানগুলিতে লোকে তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসই শুধু কেনেন; কোনও দোকান এমন আবও কিছু কিনতে বাধ্য করে না যার প্রয়োজন নেই। তেমনি পেষ্ট কিনলে সাবান দিতে চাওয়ার, কাপড়-কাচা সাবান কিনলে বিনা মূল্যে বালতি দিতে চাওয়ার রীতিও সেখানে নেই।

সোভিয়েত দোকানগুলিতে সব সময় ভিড়, লোকে নিজের পালা আসার জন্য কিউতে দাঁড়ায়। 'প্রতিযোগিতামূলক' দাম বলে কিছু সেখানে নেই। এখানকার মত ক্রেতা ডাকার জন্য কোনও ছোট ছেলেকে দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়াও হয় না।

দোকানে জিনিস রয়েছে। দামের তালিকা টাঙানো এবং সবার কাছে প্রচুর অর্থ। কাজেই দোকানে ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। দোকানের ভিড় সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকের প্রাচুর্যের লক্ষণ—জিনিসের ঘাটতির সূচক নয়। চাল বা চিনির রেশন কার্ডের জন্য লোককে এখানে সেখানে ছুটোছুটি করতে হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন কোনও পণ্যের জন্যই বিধিনিষেধ নেই। বড় বড় সুপার-বাজার রয়েছে, যেমন মাদ্রাজে আছে; সেখানে একই বাড়িতে সব রকম ভোগ্যপণ্য এবং খাবার জিনিস পাওয়া যায়।

খাবার জিনিস সেখানে খুবই সস্তা; যেমন রুটির দাম ১৩

কোপেক্, এক লিটার দুধ ৩০ কোপেক্, এক কিলো পনীর—মান অনুযায়ী ২ থেকে ৩ রুবল।

বিশেষ দোকান

অন্যান্য দেশের মত সাধারণ দোকান ছাড়া, বিশেষ বিশেষ জিনিস বিক্রীর দোকান আছে। আমি একটা দোকানে গিয়েছিলাম; সেখানে ডাক টিকিট সংগ্রহকারীদের জন্য ডাক টিকিট বিক্রী হয়। তেমনি ফটোগ্রাফারদের জন্য, যাঁরা বাগান করতে ভালবাসেন তাঁদের জন্য বিশেষ দোকান আছে। যে কোনও সখের জিনিসের জন্যই আলাদা দোকান আছে।

একই রকম দর

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র জিনিসের দামের উল্লেখ থাকে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জিনিসের একই দাম। এক দোকান থেকে অন্য দোকানে, অথবা এক সহর থেকে অন্য সহরে দামের কোনও তারতম্য নেই। দোকানে কেউ কখনও ঠকে না। কোনও দোকান বাঁধা দামেব চেয়ে বেশি দামে জিনিস বিক্রী করে না।

একবার আমি ১০ রুবল্ দামের একটা ক্যামেরা কিনতে দোকানে গিয়েছিলাম। প্রায় ১০ জন ক্রেতা কিউতে দাঁড়িয়েছিলেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ দোকানে অবশিষ্ট ছিল মাত্র তিনটি ক্যামেরা। তাই দেখে আমি কিউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

দোকানদারটি আমাকে ডাকলেন, এবং যেহেতু আমি ভারতীয় মেয়ে, সে জন্য অন্যান্য ক্রেতাকে তাঁদের দাবি ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা সাগ্রহে রাজী হলেন এবং আমি ক্যামেরাটি পেলাম।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিশুর প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র খুবই সস্তা। শিশুর পোশাক, শিশুর খাদ্য প্রভৃতির দাম কম।

মস্কোয় অনেক 'কিয়স্ক' আছে। সেখানে খবরের কাগজ, আইসক্রীম্, গ্রামোফোন রেকর্ড, বই, কলম, ফুল প্রভৃতি বিক্রী হয়। গ্রামোফোন রেকর্ডের দাম এত কম যে, ২৫ কোপেক্ থেকে এক রুবল বা দুই রুবলের মধ্যে তার দাম।

সোভিয়েত দোকানগুলিতে যে শৃঙ্খলা ও সততা দেখা যায়, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খাদ্য সামগ্রীর দোকান প্রতিদিন সকালে আটটায় খোলা হয় এবং রাত্রি নটা পর্যন্ত তা খোলা থাকে। (কোনও কোনও দোকান রাত্রি ১১টা পর্যন্তও খোলা থাকে।)

প্রত্যেক দোকানে একখানা করে অভিযোগ বই-আছে। ক্রেতাবা এই বইতে যে সব অভিযোগ লেখেন, তা সঙ্গে সঙ্গে দেখা হয় এবং তার ব্যবস্থা করা হয়। সৎ ভাবে বাঁধা দরে নির্দিষ্ট মানের জিনিসেব বিক্রয় সোভিয়েত দোকানগুলির বৈশিষ্ট্য।

একটি উদাহরণ

ইতিপূর্বে বলেছি যে, আমি মস্কোয় পৌছলে কয়েকজন আমাকে এই বলে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, আমার নিরামিষ আহাবের অভ্যাস নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের শীতে টিঁকে থাকা সম্ভব হবে না। আমার কয়েকটি বন্ধু আমাকে তিরস্কার পর্যন্ত কবে বল্লেন, "তুমি কি মস্কোয় মরতে এসেছ ?" প্রথম কয়েক দিন আমি সত্যই বিব্রত বোধ করেছিলাম। আমি একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর নির্দেশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। ডাক্তারটি আমার দুর্দ্দশা দেখে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন, "না, ম্যাডাম, আপনি মরবেন না··· আপনি আরও হৃষ্ট-পুষ্ট ও স্বাস্থ্যবতী হয়ে আপনার দেশে ফিরবেন, কোনও ভাবনা নেই।" তবে তিনি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে বললেন, এবং তাঁর ব্যবস্থা

মত সব জিনিস নিয়মিত ভাবে খেতে বললেন। তাঁর নির্দেশ ছিল : প্রতিদিন আমার খাবারের মধ্যে থাকবে এক বোতল দুধ, এক বোতল দই, তিনটি আপেল, ২৫০ গ্রাম পনীর, ১০০ গ্রাম মধু, ১০০ গ্রাম মাখন। এই তালিকা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল, কারণ আমার নিয়মিত খাদ্যের অতিরিক্ত এত খাবার খেতে হবে!

সোভিয়েত ইউনিয়নে জিনিসপত্রের দাম আমি ভাল করে জানতাম না; তখন সদ্য ভারত থেকে গেছি—৯০ রুবল বৃত্তিতে আমার চলবে কি করে ভেবে চিন্তিত হলাম।

পরদিন যখন বাজারে গেলাম, তখন একেবারে অবাক হতে হল :

১ বোতল দুধ····· ১৫ কোপেক্
১ বোতল দই··· ··১৫ কোপেক্
১ কিলো আপেল··· ··৪০ কোপেক্
(শীতকালে এর দাম ১ রুবল)
১০০ গ্রাম পনীর······৩০ কোপেক্
১০০ গ্রাম মাখন······৩৬ কোপেক্
রুটি এক স্লাইস্······১ কোপেক

মোটের উপর, আমার মত নিরামিষাশীর একবেলা খাওয়ার খরচ ৭০-৭৫ কোপেকের বেশি পড়বে না। আমি যদি হোষ্টেলের রান্নাঘরে আমার খাবারটা রেঁধে নেই, তা হলে খরচ আরও কম পড়বে।

কবি ভারতী বলেছেন, "এ জগতে যারা বাস করে, তারা সবাই যেন খেতে পায়।" সোভিয়েতের মানুষ এমন করে তাঁদের সমাজ গড়েছেন, যেখানে কেউ অভুক্ত নেই। আমি বলতে পারি, অন্য কোনও পাশ্চাত্য দেশ এটা দাবি করতে পারে না।

সোভিয়েত সরকার দেশ থেকে কেবল দারিদ্র্য দূর করেন নি—জনসাধারণকে ক্রমেই আরও বেশি পরিমাণে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য দেওয়ার

চেষ্টায় নিয়ত মনঃসংযোগ করেছেন। প্রচুর অপুষ্টিজনিত ব্যাধির সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ হয়েছে, অপুষ্টি জিনিসটি কি কেউ জানে না। জিনিসের দর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে না—দরের ওপর মানুষেরই প্রাধান্য। মানুষ দর নিয়ন্ত্রণ করে, তার বিপরীতটা নয়। শারীরিক ও মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা সোভিয়েত ইউনিয়নে পাওয়া যায়, এবং তা সবারই সম্পত্তির মধ্যে।

চমৎকার খাদ্য

আরামদায়ক বাড়ি থাকাই যথেষ্ট নয়, বাড়ির মধ্যে অনুকূল আবহাওয়াও প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন একটি পরিবারও নেই, যাকে পরদিনের খাওয়ার যোগাড়ের চিন্তা করতে হয়। এমন কি গ্রামে যৌথ খামারের কৃষকদের বাড়িতেও সব রকম সুযোগ সুবিধা আছে। তাঁরা এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েরাও খুব স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য খায়।

আমি কতকগুলি প্রজাতন্ত্র পরিদর্শন করেছি। এই সফরের সময় আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি এবং যৌথ খামারের শ্রমিকদের বাড়িতে গেছি। উজবেকিস্তানে আমরা যে সহরে ছিলাম তার কাছেই একটা যৌথ খামার ছিল, আমরা সেখানে গেলাম। তখন গ্রীষ্মকাল, আমার তৃষ্ণা পেয়েছিল, আমার গাইডকে সে কথা জানাতেই শশার ক্ষেতে জল সিঞ্চনরত একজন যৌথ খামারী আমাকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বল্লেন যে, তাঁর বাড়ি খুবই কাছে, সেখানে আমি জল পান করতে পারব।

একজন ভারতীয়কে দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির দরজায় পৌঁছলে সমগ্র পরিবার—তাঁর স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তান যেভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তা আমি কখনও ভুলব

না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাওয়ার টেবিলটি নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীতে ভরে গেল। বুঝতে পারলাম এই পরিবারের আতিথেয়-তায় আমার অবস্থা কাহিল হবে। বল্লাম—"আমি তো শুধু জল চেয়েছি—আর কিছু নয়।"

ভদ্রমহিলা বল্লেন, "জল নিশ্চয়ই পাবেন", এবং তিনি আমাকে বড় এক গ্লাস ঠাণ্ডা ঘোল দিলেন। ভদ্রলোক বল্লেন, "তেষ্টা পেলে আমরা সব সময়ই ঘোল খাই।"

এর মধ্যে খাবার প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এই যৌথ চাষীর বাড়িতে আর গড়পড়তা সহরবাসীর বাড়িতে আমি কোনও পার্থক্য দেখলাম না। সেখানে একটি টেলিভিশান, বড়ছেলের জন্য আলাদা রেডিও, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি ছিল। চাষী ভদ্রলোকের ৮০ বছর বয়স্কা মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি গর্বের সঙ্গে বল্লেন, "জীবনে আমি অনেক কিছু দেখেছি। একমাত্র এখন আমাদের লোকেরা সুখী। স্কুল বলে যে কোনও জায়গা আছে, তা আমার জীবনের প্রথম দিকে আমি জানতাম না। এখন আমাদের লোকেরা সবাই শিক্ষিত। যুদ্ধের সময় বড় বিরক্ত বোধ করেছি; তখন খুব অনটন ছিল। এখন আমাদের জীবনে শান্তি এসেছে।

এটা বড়ই আনন্দের ব্যাপার যে, আমার জীবনে আমি আজ আমার বাড়িতে বিদেশী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে পারছি। টেলিভিশানে ভারতীয় মেয়েদের আমি দেখেছি। এখন একজন ভারতীয়কে সত্য সত্যই দেখার দুর্লভ সুযোগ হল, তাও আমার নিজের বাড়িতে।..."

এদিকে টেবিলটি ভরে গেছে। নানাবিধ খাবার সেখানে—মাংস, মুরগী, রুটি, টোমাটো-সুপ, বাঁধাকপির ঝোল, মাখন, ফল, তরমুজ, চকোলেট, ভাল দই, স্যালাড্, বিস্কুট ইত্যাদি। তারপর বৃদ্ধ মহিলাটি এক ডিস্ মাছ এনে বল্লেন যে, তিনি নিজে সেটা প্রস্তুত

করেছেন। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মনে হল, দুর্ভাগ্য-ক্রমে "আমি এখানে ধরা পড়েছি।" মনে হল আমি না খেলে তাঁরা আমাকে ছাড়বেন না। আমার মোটেই খিদে ছিল না, কারণ যৌথ খামারের যেখানেই যাচ্ছিলাম, সেখানেই খাচ্ছিলাম। তা ছাড়া, মাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা প্রাণভরে ফল এবং শশা অবাধে খেয়েছি। তবু ঐ পরিবারকে খুশী করার জন্য সাজানো খাবারগুলির কোন-কোনটি আমাকে খুঁটতে হল। একজন হঠাৎ-আসা অতিথিকে এমন সব চমৎকার খাদ্য দিয়ে যে যৌথ চাষী পরিবার আপ্যায়ন করতে পারে, তার সম্পদের কথা আমি ভাবছিলাম।

হোটেলের খাদ্য

খাবার জিনিস সোভিয়েত ইউনিয়নে খুব সস্তা। হোটেলে লাঞ্চ ও ডিনারও খুব সস্তা। হোটেলগুলিতে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত অবস্থার মধ্যে খাবার তৈরী হয়। এগুলি ব্যক্তিগত ব্যবসা নয় এবং প্রচুর মুনাফা এদের লক্ষ্যও নয়। আমাদের দেশে লোককে বলতে শোনা যায় যে, হোটেলে খেয়ে তাঁদের শরীর খারাপ হয়েছে। এর উল্টো কথা শোনা যায় মস্কোয়, সেখানে ভারতীয় ছাত্ররা বলেন যে, হোটেলের খাবারে তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

মস্কোয় যাওয়ার পূর্বে অনেকে আমাকে বলেছিলেন, আমার নিরামিষ আহারের অভ্যাস নিয়ে আমি মস্কোয় শরীর ভাল রাখতে পারব না। এমন ভয়ও কেউ কেউ দেখান যে, আমি সেখানে মরে যাব। কিন্তু এখন আমি প্রমাণ করেছি যে, এত ঠাণ্ডা দেশে নিরামিষ খাদ্য খেয়ে শুধু বেঁচে থাকাই যায় না—স্বাস্থ্যের উন্নতিও করা যায়।

আমার বন্ধু তানিয়া ও আমি প্রায়ই হোটেলে যেতাম। আলু

ভাজা, কেক্‌, রুটি, মাখন, পনীর, লেবু-চা (বিনা দুধে), ভেজিটেবল্‌ স্যালাড্‌—এই সবই সাধারণতঃ খেতাম। বিনা দুধে কফি ও চা যে এত সুস্বাদু হতে পারে, তা ভারতে থাকার সময় আমি কখনও জানতে পারিনি। কিন্তু এখন বিনা দুধের চা ও কফির প্রতি আমার আকর্ষণ। তানিয়া এক কাপ গরম "বর্‌স্‌" (রুশ মাংসের সুপ) দিয়ে আরম্ভ করত, তারপর শূকরের মাংস বা অন্য কোনরকম মাংস, এবং তা শেষ করে "স্যালাড্‌" সহ মাছ ও আলু খেত। ফাঁকে ফাঁকে সে রুটিতে কামড় দিত এবং ফলের রস খেত। এই সব খাওয়ার পরও সে দুধের তৈরী "স্মিথানা" না খেয়ে উঠত না।

আমাদের রন্ধন প্রয়াস

যদিও সবরকম ভাল খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য আমি হোটেলে পেতে পারতাম, তবুও দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্য গরম গরম খেতে আমার ইচ্ছা হত—এ খাদ্যে আমি এত অভ্যস্ত যে, দিনে অন্ততঃ একবার আমি আমার খাবার তৈরী করে খেতাম। আমাদের হোষ্টেলের বিদেশী ছাত্ররা সন্ধ্যাবেলায় তাদের খাবার তৈরী করত। সন্ধ্যা-বেলায় গোটা ছয়েকের সময় আমাদের হোষ্টেলের রান্নাঘরে যেন আন্তর্জাতিক রাঁধুনিদের মেলা বসত। হোষ্টেলের ১০-১৫টা ঘরের জন্য একখানা রান্নাঘর। ছাত্ররা সেখানে নিজেদের ইচ্ছামত খাবার তৈরী করে নিজের নিজের ঘরে নিয়ে যেত এবং সেখানে বসে তা খেত। তানিয়াকে যখনই আমার সঙ্গে খেতে বলতাম, তখনই সে এই বলে আপত্তি করত যে, ভারতীয় খাদ্যে বড় বেশি লঙ্কা দেওয়া হয়। একদিন আমি স্থির করলাম, বিশেষ করে তানিয়ার জন্য কম লঙ্কা দিয়ে "উপ্পুমা" তৈরী করব। আমি বিভাগীয় বিপণিতে গেলাম, সেখানে বড় বড় আলমারিতে সব রকম খাদ্যসামগ্রী সাজানো ছিল। তানিয়া আমার সঙ্গে গিয়েছিল। আমি গাজর, পেঁয়াজ, আলু, বেগুন, কপি এবং এক কিলো "রাভা" কিনলাম।

কয়েকটা লঙ্কা এবং তেলও কিনলাম। সেই কয়েকটা লঙ্কাতেই তানিয়ার আপত্তি। লঙ্কার প্রতি তার এমনি বিরাগ যে, সে তার চেহারা দেখতে পারত না। কিন্তু লঙ্কাই আমাদের পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ করেছিল এবং আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়।

মস্কোয় থাকার প্রথম দিকে আমি একদিন যখন আমার খাবার খাচ্ছিলাম, তখন তানিয়া এসেছিল। আমার কাছে এক বোতল গরম দক্ষিণ ভারতীয় আমের চাট্নি ছিল। সে জানতে চাইল ওটা কি বস্তু। আমি রুশ ভাষা ভাল বলতে পারতাম না, ফলে সে বুঝল যে, ওটা "জ্যাম"। সে বেশ খানিকটা তার মুখে পুরে দিল। তারপর তার যে কি কষ্ট, তা এখনও আমার মনে আছে—সে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। তখন থেকে ভারতীয় খাদ্যের নির্দেশিকা বোঝাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও সে তার কাছে আর ঘেঁষে নি। এই জন্য তার বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আমি সেদিন 'উপ্পুমা', 'ধোসা' ও 'ইড্‌লি' তৈরী করি। ধীরে ধীরে এ সব জিনিস তানিয়া পছন্দ করতে আরম্ভ করে।

এইভাবে, যখন দরকার তখনই আমরা আমাদের খাবার তৈরী করে নিতাম।

নানারকম হোটেল

সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা ধরনের হোটেল আছে। "স্তোলা-ভায়া" হোটেল খুব জনপ্রিয়। নানারকম খাবার সেখানে সাজানো থাকে এবং দর লেখা থাকে। প্রত্যেক লোক কিউতে দাঁড়ায় এবং বড় একখানা ট্রে নেয়, পছন্দসই খাবার ট্রে-তে তুলে নিয়ে সোজা খাজাঞ্চির কাছে যায়। খাজাঞ্চি হিসেব করে দামটা নিয়ে নেন। ক্রেতা তখন ট্রেখানা নিয়ে খালি টেবিলের কাছে যায় এবং সেখানে খাবারের ডিসগুলি রেখে ট্রেখানা ধুতে দেয়। তারপর আর এক জায়গা থেকে কাঁটা-চামচ বার করে নিয়ে টেবিলে এসে খেতে আরম্ভ করে।

"কাফে"-তে লোকে সময় কাটানোর জন্য যায়, অথবা এক কাপ কফি নিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কোনও বিষয় আলোচনা করার জন্য যায়। কফি, আইসক্রীম্ এবং মদ কাফে-তে বিক্রী হয়। এই ধরনের কাফেতে কয়েকটি নির্দিষ্ট বস্তু মাত্র পাওয়া যায়।

"বুফেতে" হাল্‌কা জলখাবার পাওয়া যায়। রুটি, কেক্ ও বিস্কুট এখানে বিক্রী হয়। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়, বসার কোনও ব্যবস্থা নেই—আমাদের দেশে রেল-ষ্টেশনের ষ্টলে যেমন ব্যবস্থা।

একটা বিশেষ ধরনের হোটেল আছে। সেখানে "প্লিনায়া" নামক একরকম খাবার বিক্রী হয়, যা দেখতে আমাদের "ধোসা"-র মত।

সর্বোপরি আছে রেস্তোরাঁ; আনন্দে অবসর বিনোদনের জন্য লোকে সেখানে যায়। মস্কোয় অনেক রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে নিজের জায়গায় বসে সব কিছুর অর্ডার দেওয়া চলে; মদও খাওয়া যায়। এই সব জায়গায় নাচের ও গান-বাজনার ব্যবস্থা থাকে। আমি অনেক রেস্তোরাঁয় গেছি। কোনও অভদ্র বা অশ্লীল ব্যাপার সেখানে নেই, মঞ্চের ওপর বিবস্ত্র হওয়ার কোন রেওয়াজ নেই। এই ব্যাপারে সোভিয়েতের মানুষকে অভিনন্দন জানানো উচিত।

পাশ্চাত্য দেশে আমার পক্ষে অনেক সময় পুরুষ ও মেয়ের পার্থক্য বোঝা কষ্টকর হত।...তাদের পোশাক এবং সাজ-সজ্জা অথবা সময় সময় সাজ-সজ্জার অভাব এমনি যে, আমরা তা সহজে হজম করতে পারিনে। আমরা জানি যে, নূতন এক "হিপি" সংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে এবং অনেক জাতিকে তা গ্রাস করছে।

এই ধরনের সংস্কৃতি রাশিয়ায় মাথা তোলার কোনও সম্ভাবনা নেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর স্থান নেই। তবে, সোভিয়েত যুবকরা নানা ধরনের পোশাক পরে এবং আধুনিক পোশাক পরতে তারা গর্ব বোধ করে। কিন্তু তারা আহম্মক নয়, যুক্তি-বুদ্ধিশূন্য

নয়। সোভিয়েত জীবনে অশ্লীলতার স্থান নেই। সেখানে তারা যুক্তিসম্মতভাবে পারস্পরিক রীতি-নীতি মেনে চলে।

এই জন্যই, সোভিয়েত রেস্তোরাঁগুলিতে তেমন নাচগান হয় না, যা পাশ্চাত্য দেশগুলির রেস্তোরাঁয় দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে নৈশ ক্লাব নেই।

কাজের প্রচুর সুযোগ

বহু পূর্বে সোভিয়েত সমাজ থেকে বেকারীর উচ্ছেদ হয়েছে। যেখানে যান, সেখানেই দেখবেন, বোর্ডে লেখা—"চাকরি খালি" "লোক চাই"। দোকানের জানালায়, হোটেলে এবং বাসে "লোক চাই" লেখা বোর্ড দেখা যায়। বেকারী এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে অতীতের ব্যাপার, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ হয়। আমি একটি উদাহরণ দেব, তা থেকে আপনারা সিদ্ধান্ত টানতে পারবেন।

তানিয়ার একটি বোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। বন্ধু তানিয়া আমাকে বলেছিল যে, পরবর্তী স্কুল-বৎসরে তার বোন ঐ কাজ ছেড়ে অন্য কোনও কাজে যাবেন। কেন তিনি ঐ কাজ ছাড়ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা রচনার দক্ষতা প্রকাশ পায়।

আগামী শিক্ষা-বৎসরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক উদ্বৃত্ত হবেন। তার স্বাভাবিক অর্থ এতগুলি শিক্ষকের কাজ 'থাকবে না'। সরকার জানতেন যে, এই নির্দিষ্ট বৎসরগুলিতে শিক্ষকরা উদ্বৃত্ত হবেন। ১৯৪১-৪৬ কালপর্বে সোভিয়েত জনগণ হিট্‌লারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মের হার অত্যন্ত কমে যায়। পরবর্তী কালে ষাটের দশকের প্রথমে বিবাহ কম হয়; এর ফলে ১৯৭০ সালে স্কুলগুলিতে

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যায়। এই জন্যই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা উদ্বৃত্ত হয়েছেন।

তা ছাড়া, '৯৭০ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়ানো বহু ছোট ছোট স্কুলকে একত্র করে এক একটা বড় স্কুল করা হয়েছে। যদিও এটা জনসাধারণের স্বার্থেই করা হয়, তবু এর ফলে বহু সংখ্যক শিক্ষক উদ্বৃত্ত হয়েছেন।

এই অবস্থার আর একটি বিশেষ কারণ সোভিয়েত শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার কাল চার বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। এও শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাসের কারণ।

কাজেই, শিক্ষা দফতরের হিসেবে ত্রিশ লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজারকে সরিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

বিকল্প কাজ

শিক্ষা দফতর যদি এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন যে, দেড় লক্ষ শিক্ষককে চাকরি ছাড়তে হবে, তা হলে তার ফল কি হবে?— এইসব লোক কি রাস্তায় দাঁড়াবেন, না অন্য কোনও কাজের জন্য কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির পেছন পেছন ঘুরবেন? না শিক্ষকরা ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হবেন? এই সবের কিছুই সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটেনি।

প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান করা সোভিয়েত সরকার তাঁদের কর্তব্য মনে করেন। সরকার ইতিমধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কি চমৎকার ভবিষ্যৎ চিন্তা! অন্যান্য বহু বিভাগের সঙ্গে ও মন্ত্রকের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে তাঁরা বিকল্প কর্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবাবলীও তৈরী করেন।

সর্বাগ্রে, যে সব শিক্ষক তাঁদের বৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তাদের কাজ দিতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ, ট্রেড ইউনিয়নের বিধি অনুসারে,

নূতন কাজে তাঁরা যে বেতন পাবেন তা তাঁদের আগের কাজের বেতনের চেয়ে কম হবে না। তৃতীয়তঃ, যে সব শিক্ষক কর্মচ্যুত হচ্ছেন তাদেব সেই সব এলাকাতেই বিকল্প কাজ দিতে হবে, যেখানে তাঁরা বাস করেন। চতুর্থতঃ যে বিকল্প কাজ দেওয়া হবে, তা শিক্ষাদান বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বা সংযুক্ত কাজ হবে। কারণ এই সব লোককে ১৯৭৬-৭৭ সালে আবার শিক্ষাদান বৃত্তিতে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কাজেই, কয়েক বৎসরের জন্য সাময়িকভাবে যাদের কাজ যাচ্ছে, তাদের বিকল্প কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় লাইব্রেরীতে, মিউজিয়ামে, কলামণ্ডপে এবং অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে। যদি কেউ একেবারে নূতন কাজ নিতে চান, তাও তিনি তাঁর ইচ্ছামত নিতে পারেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনও পরিকল্পনা 'কোনও রকমে' দায়সারাভাবে রচিত হয়ে যায় না, বা তদনুযায়ী কাজও হয় না। আসন্ন এই পরিবর্তন সাধিত হওয়ার তিন মাস আগে, শিক্ষকরা যে নতুন কাজ গ্রহণ করবেন সেই কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এবং এই সময়ে তাঁরা পূর্ণ বেতন পান।

কেবল তা-ই নয়। যারা এখন সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষকের বৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, তাঁরা যদি সরকারের দেওয়া কোনও কাজে নিযুক্ত থাকেন, তা হলে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চাকরির সিনিয়রিটি তাঁরা হারাবেন না, অথবা তাঁদের চাকরিতে ছেদ পড়বে না। যে সব শিক্ষক বিকল্প কাজ নিচ্ছেন, তাঁরা শিক্ষকদের প্রাপ্য ছুটি-ছাটা বা অন্যান্য সুযোগ, সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না। তাঁরা এইসব সুবিধা পেতে থাকবেন।

মেহনতী মানুষের জন্য সোভিয়েত সরকারের কত সহানুভূতি ও চিন্তা, এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। উদ্ভূত অবস্থার জন্য শিক্ষকরা দায়ী নন। সুতরাং তাঁদের বিকল্প চাকরি দেওয়া এবং পূর্বে তাঁরা

যে সব সুযোগ সুবিধা পেতেন, তা অপরিবর্তিত রাখাই স্বাভাবিক। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেই এভাবে কাজ করা সম্ভব—জাতির প্রতি ও জনগণের প্রতি এরূপ রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধ ভাসা-ভাসা নয়, গভীর।

এই জন্যই আমার বন্ধু তানিয়া তার ভগিনীর চাকরি যাওয়ায় উৎকণ্ঠিত হয়নি, বরং উৎসাহের সঙ্গেই জানিয়েছে যে, তিনি নূতন কাজ নিচ্ছেন।

চিকিৎসা

সুস্থ থাকলেও চিকিৎসকের কাছে যান

আমাদের দেশে আমি দেখেছি, অনেক লোক অসুস্থ হওয়ার প্রথম দু-তিন দিন ডাক্তারের কাছে যান না। আমাদের যে অসুখই করুক না কেন, তা আপনা থেকে সেরে যাওয়ার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করি, এই জন্যই আমরা তাকে দু-তিন দিন সময় দিই। তিন-চার দিন পরে যদি আমাদের অবস্থা আরও কাহিল হয়, তা হলেই আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের লোক মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা করা অথবা রোগ প্রতিরোধ করাই ভাল। বছরে একবার অথবা ক্ষেত্র বিশেষে দুই বছরে একবার নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আবশ্যিক। সমস্ত লোকের—শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলে, সুস্থ লোকের দেহে কোনও রোগের সূচনা হয়ে থাকলে তা সময়মত ধরা পড়ে এবং তার চিকিৎসা হয়।

এ কথা সবারই জানা যে, চিকিৎসার জন্য জনসাধারণের কোনও খরচ নেই। শিশুরা ছাড়া সোভিয়েত জনগণের সবাই কাজ করে, অথবা অবসরপ্রাপ্ত, না হয় ছাত্র। সোভিয়েত সমাজে কোনও নিষ্কর্মা লোক নেই। সব লোকই দেশের কোনও না কোনও

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত। সমস্ত শিল্প ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের, স্কুলের, ইন্‌ষ্টিটিউশনের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ নিজ হাসপাতাল ও পলিক্লিনিক আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৪০ হাজারের বেশি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা চার হাজার। বিনা ব্যয়ে সমস্ত ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বছর আমাদেরও বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়। সাধারণ রক্ত পরীক্ষা থেকে মস্তিষ্কের এক্স-রে পর্যন্ত এই পরীক্ষার অন্তর্গত।

আমাদের পলিক্লিনিক

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি পলিক্লিনিক আছে। এখানে সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ধরা প্রভৃতি সাধারণ অসুখের চিকিৎসা হয়। এখানেও ১৫টি শয্যা আছে। কারু অসুখ যদি এত বেশি হয় যে তার চিকিৎসা এখানে হতে পারে না, তা হলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিদেশী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হয়। কান, নাক, গলা এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। কোনও ত্রুটি বা অসুখ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে বিশেষ চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত চিকিৎসা হয়ে যাওয়ার পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।

আমি প্রায়ই নূতন ছাত্রদের সঙ্গে পলিক্লিনিকে যেতাম। পলিক্লিনিকের নার্স রাইসা ভ্যাসিলেভনা ও তামারা আইওসি পোভ্‌নার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল।

তারা ইন্‌জেকশান দিতেন এবং ডাক্তার উপস্থিত না থাকলে রোগীদের পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থাও দিতেন। তাঁরা তাঁদের

অভিজ্ঞতা থেকে প্রায় ডাক্তার হয়ে উঠেছিলেন। পলিক্লিনিকে যাদের চিকিৎসা হয়, তারা সুস্থ হওয়ার পরেও প্রায়ই পলিক্লিনিকে যায়। কোনও কোনও সুস্থ মেয়ে পলিক্লিনিকে গিয়ে অভিযোগ করে যে তারা মোটা হয়ে যাচ্ছে, তারা ক্ষীনাঙ্গী হতে চায়। তামারার কাছে শুনেছি যে, কোনও কোনও মেয়ে ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে বলেও নালিশ করে। নার্স তাদের ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন। যে সব মেয়ে গলার স্বর ঠিক রাখতে চায়, তাদের তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা দেন।

ওষুধ খুবই সস্তা ; তাই ছাত্ররা অনেক সময় পলিক্লিনিক থেকে ওষুধ নিয়ে অন্য দেশে তাদের অসুস্থ আত্মীয়স্বজনদের পাঠায়।

রাইসা বলতেন যে, অন্যান্য দেশেব অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি খুব সৌভাগ্যবতী। কথাটা খুবই সত্য। অন্যান্য দেশে ডাক্তারকে রোগীর জন্য ওষুধ পথ্যেব ব্যবস্থা দেওয়ার আগে তাব আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সে সমস্যা নেই। খুব দামী ওষুধও হাসপাতালে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যদি ওষুধ কিনতেই হয়, তা হলে তার দাম এক রুবলের বেশি নয়। এক বাক্স ভিটামিন এ বা বি, কিংবা বি২ বা বি৬ বা সির (২৫০টি বড়ি) দাম মাত্র ৪৫ কোপেক্। তেমনি ইন্‌জেকশানের দামও কম।

সুগৃহিণী রাইসা

রাইসার বয়স ৩৩ বৎসর, তাঁর দুটি মেয়ে। তাঁর আশা, একটি মেয়েকে ডাক্তার করবেন এবং অন্যটিকে তাঁর স্বামীর মত ইঞ্জিনিয়ার করবেন। রাইসা নিজে ডাক্তার হতেই চেয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য তা হতে পারেন নি। এই জন্য তিনি নার্সদের ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হন। ডিপ্লোমা পাওয়ার পর কিছুদিন তিনি একটি শ্রমশিল্পের সঙ্গে যুক্ত পলিক্লিনিকে কাজ করেছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের

শরীরচর্চা বিভাগের সহকারী শিক্ষিকারূপে তিনি কয়েক বছর কাজ করেন। তারপর তিনি আমাদের পলিক্লিনিকে আসেন।

রাইসার মা তাঁর সঙ্গে বাস করেন এবং তার সন্তানদের দেখাশুনা করেন। রাইসা ২৪ ঘণ্টা ছুটি পান। ফলে তাঁকে মাসে মাত্র ১০ দিন কাজ করতে হয়। তিনি মাসে ১১০ রুবল আয় করেন, তাঁর ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর আয় ১৮০ রুবল।

তিনি প্রায়ই সিনেমায় যান, কারণ তাঁর ছুটির দিন অনেক। তিনি বলেন যে, সেপটেম্বর-অক্টোবর মাস ভারি মজার। একমাত্র ঐ সময় নূতন ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়; তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি করে অসুখ বোঝাতে দেখে তিনি খুব আমোদ পান।

রাইসা ডাক্তার হতে না পারলেও সমাজের কল্যাণকর কাজ করতে পারায় খুসী ও সন্তুষ্ট।

ভ্রাম্যমান ক্লিনিক

যদি কেউ হঠাৎ অসুস্থ বা আহত হন, তা হলে টেলিফোনে নিকটতম হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তার, একজন নার্স এবং একজন পরিচারক নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ঘটনা স্থলে ছুটে যায়। এর জন্য কোনও খরচ নেই। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি গ্রামেও যায়। কখনও কখনও গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান গাড়িতেই অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকে।

হাসপাতাল

হাসপাতালের ওষুধ ও চিকিৎসাই শুধু বিনা পয়সায় নয়, সেখানে খাবারও দেওয়া হয় বিনামূল্যে। আমি হাসপাতালে বন্ধুদের দেখতে গেছি, এবং আমার অবিরাম মাথার যন্ত্রণার জন্য আমি হাসপাতালে থেকেছিও। আমাকে হাসপাতালে খুব সম্মান দেখানো হত এবং যত্ন করা হত।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী বদকিনের নামাঙ্কিত একটি বিরাট হাসপাতাল আছে মস্কোয়। প্রতিদিন শত শত লোক সেখানে চিকিৎসার জন্য যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলাম যে, রোগীদের শতকরা অন্তত ৬০ জনই বৃদ্ধ। অবশিষ্টদের অধিকাংশ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে—ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে। আমাদের দেশে অতি বৃদ্ধরা সাধারণতঃ চিকিৎসার জন্য যান না; এর একটি কারণ চিকিৎসার অত্যধিক ব্যয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে অতি বৃদ্ধ দিদিমারাও হাসপাতালে ভর্তি হন এবং চিকিৎসিত হন।

আমি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে ছিলাম। হাসপাতালে ভর্তি হলে নিজের পোশাক ছেড়ে একমাত্র হাসপাতালের উর্দি পরতে হয়, এবং একমাত্র হাসপাতালের খাবার খেতে হয়। রোগীর কি খাদ্য হবে, তা ডাক্তার ঠিক করে দেন। ১৫ নং পথ্য হল সাধারণ খাদ্য, ১০ নং পথ্য হচ্ছে বিশেষ খাদ্য। সাধারণতঃ রোগীদের সকাল নয়টায় দেওয়া হয় চা, রুটি, মাখন, পনীর, 'রাভা' বা ভাত। বেলা দুটোর সময় ফলের রস, রুটি, স্যালাড্, সুপ্ ও মাংস দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ছটায় চা, রুটি, কাটলেট্ এবং রাত্রিতে পনীর ও দই।

কোনও রোগী যদি মাথা ধরার কথা বলে, তা হলে ডাক্তার অমনি তাকে পরীক্ষা করে দেখেন; এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষা, হৃৎপিণ্ডের অবস্থা প্রভৃতি পরীক্ষা পুরোপুরি চলে। আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া এবং তার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয়। ইলেক্‌ট্রো এন্‌কেফালোগ্রাম, ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাম, রিও এন্‌কেফালোগ্রাম, এক্স-রে প্রভৃতি হাসপাতালে অতি সাধারণ ব্যাপার। ইন্‌জেকশান এবং অন্যান্য ওষুধ ছাড়া মালিশ, জল-চিকিৎসা, এমন কি প্রাকৃতিক চিকিৎসার সুপারিশও করা হয়। চক্ষু বিশেষজ্ঞ, কান-নাক-গলার বিশেষজ্ঞ এবং মহিলা রোগী হলে ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ রোগীদের পরীক্ষা করেন।

চিকিৎসার ব্যাপারে ধনী দরিদ্রের প্রশ্নই নেই। ডাক্তাররা রোগীদের প্রতি অত্যন্ত সহৃদয়। অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁরা ব্যাগ্র নন। তাঁরা তাদের বৃত্তিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং একমাত্র এই ধরণের লোকই চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করে থাকেন। ডাক্তারদের বেতন মাত্র ১০০ রুবল বা ১২০ রুবল থেকে সুরু হয়। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাইভেট প্রাকটিস নেই, সে জন্য ডাক্তাররা অতিরিক্ত আয়ের কোন আশা করেন না। ডাক্তাররা সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকেন।

কোনও রোগী যদি তিন মাস চিকিৎসার পরেও সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, তা হলে দুই মাস বিরামের পর আবার তার চিকিৎসা আরম্ভ হয়। ডাক্তার রোগীকে কোন স্যানাটোরিয়ামে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে এরূপ স্যানাটোরিয়াম রয়েছে অসংখ্য। রোগী যে কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তারাই স্বাস্থ্য-নিবাসে রোগীর থাকার ব্যয় বহন করে।

রোগী যদি পাঁচ বৎসরের অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি হন, তা হলে হাসপাতালে থাকার সময় পূর্ণ বেতন পাবেন। অবসর-প্রাপ্ত শ্রমিক চিকিৎসা চলার সময়েও তাঁর পেন্‌সন পান।

হাসপাতালে থাকার সময় নিজের পরিবার সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কারণ নেই। পরিবারের সদস্যদের কোনও আর্থিক ক্ষতি হয় না। হাসপাতালগুলিতে রেডিও, টেলিভিশান এবং অন্যান্য অনেক রকম সুবিধা আছে।

পুঁজিবাদী দেশের ধনীরা চিকিৎসার যে সব সুবিধা পেয়ে থাকে, সাধারণ সোভিয়েত নাগরিক বিনা ব্যয়ে সেই সব সুবিধা পান।

মানসিক স্বাস্থ্য

দৈহিক স্বাস্থ্যের পরই মানসিক স্বাস্থ্যের প্রশ্ন আসে। সোভিয়েত সমাজ লোককে অলস থাকতে দেয় না। বিজ্ঞানের এবং মানুষের

শক্তির উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত লোকই নাস্তিক।

আমাদের দেশে অনেকে মন্তব্য করেন, 'কমুনিষ্টদের ধর্মে বিশ্বাস নেই, তারা ভগবান মানে না। কোনও লোক ধর্মবিশ্বাসী হলে সরকার তাকে ধর্মাচরণ করতে দেয় না। ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা নেই।' কিন্তু আমি জানি যে, এই সব মন্তব্য সত্য নয়।

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ কম্যুনিজমের ভিত্তি। এ কথা সত্য যে, ধর্মে বা ভগবানে কমিউনিষ্টদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সব লোক কমিউনিষ্ট নয়। সোভিয়েত সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যাপারে চার্চ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, করে না। কিন্তু নাস্তিক ও ধর্মবিশ্বাসী সকলেই রাষ্ট্রের কাছে সমান ব্যবহার পায়। ধর্মবিশ্বাসীরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের দরুন কোনও অধিকার বা সুযোগ সুবিধার থেকে বঞ্চিত হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক ধর্ম আছে, শত শত ভাষার প্রচলন সেখানে। সোভিয়েত ভূমিতে অনেক জাতির বাস। কিন্তু তারা সবাই একই পরিবারের মত বাস করে। সব লোকই রুশ ভাষা জানে। কাজেই এক জাতি অন্য জাতিকে বিদেশী মনে করে না, কারণ ভাষা, অথবা ধর্ম ও পদমর্যাদার কারণে কোনও জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে না।

ধর্মবিশ্বাসী ও নাস্তিক

প্রাগ-বিপ্লব যুগে রাশিয়ার জনসাধারণের ওপর ধর্মের প্রভুত্ব ছিল, এবং তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। বিপ্লবের নেতারা জানতেন যে, শক্তি প্রয়োগ করে অথবা বাধ্যবাধকতার দ্বারা জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস বদলানো যাবে না (সংস্কৃতি বিপ্লবের' নামে চীনে যেমনটি ঘটেছে)। তাঁরা জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে মনোযোগী

হন ; তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের প্রসারে কুসংস্কার আপনা থেকে দূর হয়ে যাবে।

ধর্মবিশ্বাসী এবং নাস্তিক—উভয়ের পক্ষেই অন্যকে অপমান করা এবং অন্যের নিন্দা করা সোভিয়েত আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু উভয়েরই নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রচার করার স্বাধীনতা আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখনও ধর্ম-মনোভাবাপন্ন বহু লোক আছে। সেখানে খ্রীষ্টানদের চার্চ এবং মুসলমানদের মসজিদ রয়েছে। প্রাচীন চার্চ ও মসজিদগুলি, ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত। কোনও কোনও চার্চে বিয়েও হয়ে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকার সময় আমার চার্চ ও মসজিদ দেখার ইচ্ছা ছিল। আমি মস্কোয় একটি চার্চ পরিদর্শন করি। সেখানে যাদের দেখলাম, তাদের প্রায় সবাই বয়স্ক ও বৃদ্ধ। যেদিন আমি সেখানে যাই, সেদিন সেখানে বিশেষ ধর্মীয় বক্তৃতা হচ্ছিল। বক্তৃতায় প্রাচীন স্লাভ্ ভাষার অনেক শব্দ থাকায় আমার পক্ষে তা বোঝা কষ্টকর হয়। লোক যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন একটি মধ্যবয়স্কা মহিলার সঙ্গে আমি কথা বললাম, এবং তাঁর ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বল্লেন, 'আমার ভগবানে বিশ্বাস আছে কি না, তা আমি নিজেই জানি নে। তবে আমার স্বামী যুদ্ধে মারা যাওয়ার পর থেকে উপাসনালয়ে গিয়ে আমি খুব সান্ত্বনা পাই।'

আমি মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তানে গিয়েছিলাম ; সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। সেখানে মসজিদে যাঁদের দেখলাম, তাদের প্রায় সবাই বয়স্ক ও বৃদ্ধ। একটি বৃদ্ধ আমাকে বল্লেন, 'আমার ছেলে কমুউনিষ্ট পার্টির সভ্য। সে মসজিদে যায় না। কিন্তু আমাকে মসজিদে যেতে বাধাও দেয় না। যুবকরা অবশ্য তাদের ইচ্ছামতই চলবে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনও

লোক যখন অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর অর্থাৎ ভগবানের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন সে পাপ করতে ভয় পায়।...'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'যদি তাই হয়, তা হলে আপনি কি মনে করেন যে, আপনার ছেলে পাপ করতে ইতস্ততঃ করবে না।'

তিনি বল্লেন, 'না, না ; আমার ছেলে খুব ভাল। জনগণের প্রতি তার বিশ্বাস রয়েছে। জনগণের কল্যাণ সাধন তার জীবনের মন্ত্র। তার ভগবানে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক, চূড়ান্ত বিচারে আমি তাকে খুব ধার্মিক বলেই মনে করি।'

ধর্মের অথবা আনুসঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের কোনও প্রভাব যুবকদের জীবনে নেই। বিশেষতঃ বিবাহের ব্যাপারে, একমাত্র ভালবাসা ছাড়া ধর্ম, জাতি, ভাষা—কোনও কিছুই তারা বিবেচনা করে না।

সোভিয়েত নারীর মধুর জীবন

কবি ভারতী সেই দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেদিন আমাদের দেশের নারী ও পুরুষ পরস্পরের সমান হয়ে বাস করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি বছর ৮ই মার্চ 'নারী দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। এই দিন সারা দেশে সাধারণ ছুটি। সোভিয়েত সমাজে নারী জাতি যে উচ্চ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তার নিদর্শন হিসেবে এবং জাতীয় অর্থব্যবস্থায় তাদের মহৎ ভূমিকার স্বীকৃতিরূপে এই দিনটি পালিত। ৮ই মার্চ পুরুষরা মেয়েদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এবং উপহারাদি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী যে বিশেষ ভাবে সম্মানিত, তার প্রকাশ এই দিনটি।

ছোট ছোট ছেলেরা তাদের হাতের তৈরী কোনও জিনিস মায়েদের উপহার দেয়, স্বামীরা উপহার দেন স্ত্রীদের, প্রেমিকরা প্রেমিকাদের।

সোভিয়েত সমাজে নারী কিরূপ উচ্চ সম্মান পায়, তার প্রকাশ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও রয়েছে। বাল্যকাল থেকেই ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার। অবৈতনিক শিক্ষা উভয়েরই, এবং উভয়েই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেক মেয়ে তার ভালবাসার পাত্র যে কোনও ছেলেকে বিয়ে করতে পারে। কি অর্থনীতি ক্ষেত্রে কি সামাজিক ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের অধীন হয়ে থাকতে হয় না।

একবার ভলগোগ্রাদের ৭০ বৎসর বয়স্কা একটি বৃদ্ধার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, বিপ্লবের পূর্বে মেয়েরা বস্তুতঃ দাসী ছিল। তখন তাঁর বয়স ১৪ বৎসর। কোনও স্কুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। বিপ্লবের সময় ১৪ বছরের অশিক্ষিতা মেয়েটি নির্মাণ কার্যে দিন মজুরী করতেন। বিপ্লবের ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করলেন এবং ত্রিশ বছর বয়সে একটি ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হলেন। তিনি বল্লেন, যে কোনও ক্ষেত্রে দক্ষতায় মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সুযোগ পেলে মেযেরা যে কোনও কাজ করতে পারে। তবে মেয়েদের বিশেষ শারীরিক প্রকৃতির জন্য--সন্তানের জননীরূপে সমাজে তাদের বিশেষ ভূমিকার জন্য খনিব বিপজ্জনক কাজে অথবা ভূনিম্নেব অন্য কোনও প্রকল্পের কাজে তাদের নিযুক্ত করা হয় না। এটাও নারী জাতির প্রতি সমাজের বিশেষ সম্মান প্রদানের নিদর্শন।

একজন মেয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আমি একবার প্রশ্ন করে-ছিলাম, 'কাজটা আপনার শক্ত মনে হয় না?' তিনি পাল্টা জবাব দিলেন যে, 'কোনও কাজই শক্ত বা সহজ নয়। কোনও কাজ যদি আপনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন এবং যে কাজে আপনার আগ্রহ থাকে, তা হলে তা সহজ হয়ে যায়। ...যেমন আমার ক্ষেত্রে বলা যায়, অল্প বয়স থেকেই আমার গাড়ি চালানোর ইচ্ছা ছিল।

লোককে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়ায় আমার আনন্দ। আমার করতলের মতই সমগ্র মস্কো শহরের সঙ্গে আমি পরিচিত। …আমি মাইনেও ভাল পাই।…'

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত ট্যাক্সি রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং ড্রাইভা-ররাও সরকারী কর্মচারী। প্রত্যেকে ৮ ঘণ্টা করে দৈনিক কাজ করেন। ডিউটির সময় শেষ হলে তাঁরা ডিপোতে গাড়ি রাখেন এবং দিনের হিসাব নিকাশ মিটিয়ে বাড়ি যান।

ইভানোভনা নামে আর একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার ৬ বছর এই কাজ করছেন। তাঁর স্বামী সেল্‌স্‌ম্যান। তিনি বলেন, 'আমাদের জীবন শান্তির ও সুখের। আমার স্বামী তাঁর কাজ উঁচুদরের মনে করেন এবং আমি আমার কাজ আরও ভাল মনে করি।'

সেলুন থেকে মহাকাশযানে উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পর্যন্ত বহু বৃত্তিতে মেয়েদের নিযুক্ত দেখা যাবে। তারা শ্রমকে মর্যাদা দেয়, এবং শ্রমে উঁচু নীচু প্রশ্ন নেই।

নারীর যেমন নিজের বৃত্তি বেছে নেওয়ার অধিকার আছে, তেমনি জীবনের সঙ্গীকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও তার রয়েছে। কলেজে পড়ার সময় অথবা কাজ করার সময় তারা বহু পুরুষের সংস্পর্শে আসে। তারা পরস্পর বন্ধুর মত মেলামেশা করে এবং কয়েক বছর সযত্নে বিবেচনা করে নিজের সিদ্ধান্ত স্থির করে। যদি পছন্দ হয়, তা হলে বিয়ে করে। আমার বন্ধু নাতাসা শুনে একবার অবাক হয়েছিল যে আমাদের দেশে অধিকাংশ বিবাহ মা-বাবা স্থির করে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করি 'এখানে যদি একমাত্র ভালবেসেই বিয়ে হয়, তা হলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে কেন?'

সে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, সময় সময় মেয়েরা বড় তাড়াহুড়া করে। গভীরভাবে চিন্তা না করেই তারা বিয়ে করে ফেলে। কয়েক বছর পরে তাদের স্বামী স্ত্রী উভয়েই দেখে তাদের মিল হচ্ছে না। যদি সন্তান থাকে, তাহলে তাদের স্বার্থে কখনও কখনও তারা পার্থক্যকে

মানিয়ে নিয়ে একত্র বাস করে। কিন্তু বিবাহিত জীবন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব মনে হলে তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করে।'

প্রেম ও বিবাহ

আমরা জানি, ভারতে লোকে সন্তান হিসাবে মেয়ের চেয়ে ছেলে বেশি পছন্দ করে, তার কারণ অবশ্য অনেক। আমি শুনেছি যে, বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়াতেও এই অবস্থা ছিল।

কিন্তু সে অবস্থা এখন আর নেই। ছেলে হোক আর মেয়েই হোক—কোনও শিশুই সোভিয়েত পরিবারে আর বোঝা নয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে মেয়েরা হয় উচ্চ শিক্ষা নেয় অথবা নিজেদের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী কোনও বৃত্তি গ্রহণ করে। শুধু ছেলেদের জন্য বা শুধু মেয়েদের জন্য কোনও পৃথক পাঠক্রম নেই। তারা তাদের পছন্দমত যে কোনও বৃত্তিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন নির্মাণ কার্যে শত শত তানিয়া, যৌথ খামারে ও মেসিন তৈরীর কাজে হাজার হাজার নকাতা, বিজ্ঞান ইনষ্টিটুটে মহাকাশ গবেষণার কেন্দ্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু ভালেন্তিনাকে দেখা যাবে।

সমান ধিকার

মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল নেই। তারা ছেলেদের সঙ্গে একত্রে সব রকম শিক্ষা গ্রহণ করে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোষ্টেলও আলাদা নয়।

নারী ও পুরুষের জন্য একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা এবং একই রকম কর্মের সুযোগ। কোনও ছেলের সঙ্গে যখন কোন মেয়ের প্রণয় হয় এবং তাকে সে বিয়ে করতে চায়, তখন মেয়েটি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং মা-বাবার সঙ্গে তার পরিচয় করে

দেয়। ছেলেও তাই করে। যেহেতু মা-বাবার অভিজ্ঞতা বেশি, সে জন্য সময় সময় তাঁদের কাছে কতক কতক ব্যাপার ধরা পড়ে যা সুলক্ষণ নয়। এই সব ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের সন্তানদের সব কথা খুলে বলেন, এবং যাতে তারা তাড়াতাড়ি কোনও সিদ্ধান্ত না নেয় সে জন্য সতর্ক করে দেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রেমিক প্রেমিকার। কোনও কোনও যুবক যুবতী তাদের পিতা মাতার পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, আবার কেউ কেউ তা নাও করতে পারে।

আমার অন্যতম বন্ধু তানিয়া নার্সের কাজ করার সময় ভ্লাদিমিরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ভ্লাদিমির বেশ দীর্ঘকায় এবং সুপুরুষ। তাদের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়। তানিয়া তাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করে এবং বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে তাকে পরিচয় করে দেয়। যুবকটিকে মা-বাবার খুব ভাল লাগেনি। তবে, তাঁরা তাঁদের মেয়ের মনে আঘাত দিতে চান নি। তাঁরা তানিয়াকে বল্লেন যে, ভ্লাদিমিরকে বিয়ে করবে সিদ্ধান্ত নেবার আগে তার সম্বন্ধে তানিয়াকে আরও জানতে হবে।

পরে তানিয়া বুঝতে পারে যে, ভ্লাদিমির অহংভাবাপন্ন এবং জীবনকে সে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে নি। তার স্বার্থপরতা ও অসংযত অভ্যাস তানিয়ার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই সে তাকে বিবাহ করতে অসম্মত হয়।

এখন তানিয়া একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের সুখী ঘরণী এবং একটি পুত্রের জননী।

সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্য্যন্ত সোভিয়েত মেয়েরা বিয়ে করতে রাজি হয় না। এইটিই সাধারণ নিয়ম, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়। তবে, কখনও কখনও মেয়েরা ভুল করে। ভুল ছেলেদেরও হয়। এই জন্যই তাদের অপ্রীতিকর বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে যেতে হয়।

রূপ, অর্থ অথবা সামাজিক মর্যাদা যুবক-যুবতীর প্রেমকে প্রভাবিত করে না। সোভিয়েত মেয়েরা আশা করে যে, তাদের স্বামী সৎ হবে, পরিশ্রমী হবে এবং অকপট হবে। পঞ্চাশ বছর বয়স্কা নাতালিয়া আমাদের হোষ্টেল পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মৌমাছির মত সর্বদা ব্যস্ত। তাঁর পারিবারিক জীবন থেকে সাধারণ সোভিয়েত পরিবারের মান সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

নাতালিয়া একজন সৈনিকের প্রতি আকৃষ্ট হন, সৈনিকটি তখন একটি পা হারিয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী। নাতালিয়ার বয়স সে সময় ১৮ বছর ; সৈনিকটির বিনয় এবং তার গভীর দেশপ্রেম তাকে আকৃষ্ট করে, যদিও তানিয়া জানতেন যে অবশিষ্ট জীবন তাকে খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে। তবু নাতালিয়া তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন।

নাতালিয়া বলেন, 'আমার বত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন সুখের। আমার ছেলের বয়স এখন ১৯ বছর। আমার স্বামী তাঁর মাসিক ভাতা পান। আমার যৌবন থেকেই আমি কোনও না কোনও কাজ করি ; অলস জীবনকে আমি ঘৃণা করি।'

আমি বুঝেছিলাম নাতালিয়ার প্রেম এত নিঃস্বার্থ ও পবিত্র যে তিনি একটি খোঁড়া সৈনিককে বিয়ে করে এতগুলি বছর শান্তির জীবন কাটিয়েছেন।

বিয়ে ঠিক করে দেওয়ার জন্য কোনও ঘটক নেই, বিয়েতে কোনও যৌতুকের ব্যাপারও নেই। জীবনে বিবাহ একটি সুখের ঘটনা, একটা কষ্টকর পর্যায় নয়।

কোনও ক্ষেত্রে বিবাহের পর স্বামী অথবা স্ত্রী যদি নিজেকে সুখী মনে না করে, তা হলে যে কোনও পক্ষের বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। সমাজ তাদের ঘৃণা করে না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর কোনও পক্ষ যদি দ্বিতীয় বার অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে তা করতে পারে ; এর জন্য তাদের গায়ে কলঙ্কিত দাগ

লাগে না।

কবি ভাবতী বলেছেন, 'নারী পুরুষ উভয়েরই বিশ্বস্ততা থাকা চাই।' সোভিয়েত সমাজে তা রয়েছে। সেখানে নারীকে কেবল অধিকারই দেওয়া হয় নি, শ্রদ্ধা সম্মানও দেওয়া হয়েছে।

নারী সংগঠন

আমরা একবার ওদেসায় গিয়েছিলাম। ওদেসা হল ইউক্রেণিয়া প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণে একটি সামুদ্রিক বন্দর। আমরা ছিলাম সহরের নারী সংগঠনের অতিথি। আমাদের প্রতিনিধি মণ্ডলে নানা দেশের লোক ছিলেন। ভারতের প্রতিনিধিরূপে এই দলে যোগ দেওয়ায় আমি গর্ব অনুভব করেছিলাম।

ওদেসা উত্তম পর্যটন কেন্দ্র। থিয়েটার, মিউজিয়াম, স্মৃতিস্তম্ভ, স্বাস্থ্য-নিবাস, অপেরা প্রভৃতি সেখানে প্রচুর। বিশ্ববিখ্যাত ওদেসা থিয়েটারও সেখানে। বিখ্যাত 'ফিলাতভ অপথাল্‌মিক সেণ্টারও' এখানে অবস্থিত। শিশুদের স্যানাটোরিয়ামটি একটি আনন্দময় জগত।

নারী-সংগঠনের অতিথি হওয়াতে আমরা নারী কমিটি ও তার কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও শ্রমিকরা ওদেসা নারী কমিটির সদস্যা। গত দেশপ্রেমের যুদ্ধে যাঁরা বীরত্বের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তারাও এই সংগঠনে রয়েছেন।

নারী সংগঠনের প্রয়োজন কি? শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে নারীর অধিকারকে সোভিয়েত সরকার সুনিশ্চিত করেছেন, নারী সমান ও স্বাধীন। তা হলে এই ধরণের সংগঠনের উদ্দেশ্য কি?

সামাজিক কর্তব্যভার

ওদেসা নারী কমিটির সভানেত্রীর উত্তর এই: "নারীর শিক্ষা পাওয়া এবং কাজের সুযোগ পাওয়াই যথেষ্ট নয়। মেয়েরা যাতে

সামাজিক দায়িত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে, তার জন্য মেয়েদের কি কি সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রর দেওয়া আবশ্যক তা একমাত্র তারাই বলতে পারে। সেবামূলক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা, শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ঐরূপ অন্যান্য বিষয়ে নাবী সংগঠন কমিটি সরকারকে মূল্যবান পরামর্শ দেয় ও সুপারিশ করে। তরুণী মেয়েরা নূতন কাজ নেওয়ার সময় যে সব সমস্যায় পড়ে, আমাদেব কমিটি এমনকি তাও সমাধান করে। আমরা মেয়েদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক কর্তব্য পালনে সহায়তা করি।"

যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ এবং বীরত্ব-ব্যঞ্জক কার্যেব জন্য বহু সংখ্যক পদকপ্রাপ্ত শ্রীমতী ও এফ কীস ওদেসা নাবী কমিটিব সচিব। এই কমিটি উন্নয়নশীল দেশগুলির শিশুদের বৈষয়িক সাহায্য দিচ্ছে।

নাবী কমিটিব একটি তরুণী শিক্ষিকা তাঁব স্কুলেব ছেলে-মেয়েদের বলেছিলেন ভিয়েতনামের শিশুরা কিরূপ কঠিন অসুবিধায় রয়েছে এবং তারা কিরূপ কষ্টভোগ করছে। তখন থেকে সেই স্কুলের শিশুরা প্রতিদিন এক কোপেক করে সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এক বছর পরে এইভাবে সঞ্চিত অর্থ ভিয়েতনামী শিশুদের কাছে পাঠাবার জন্য তারা তা নারী কমিটির হাতে দেয়। শ্রীমতী কীস বলেন যে, শিশুদের এই দান গ্রহণ করার সময় তিনি এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

নাবিকদের কল্যাণে

ওদেসা একটি সামুদ্রিক বন্দর। বিগত বছরগুলিতে এ বন্দর থেকে বহু জাহাজ যাত্রা করেছে এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তের বহু জাহাজ এখানে নোঙর ফেলেছে। অতএব, এটা স্বাভাবিক যে এখানে বহু সংখ্যক নাবিকের বাস। নাবিকরা একবার বিদেশে গেলে একটানা কয়েক মাসের মধ্যে নাও ফিরতে পারে। তাদের

পরিবারকে নারী কমিটি তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে।

নাবিকদের পরিবারের জন্য পিকনিকের এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়; বিশেষ বিশেষ ফিল্ম দেখানো হয় এবং সন্ধ্যে ক্লাস চালানো হয়। যে: সব নাবিক সমুদ্র যাত্রা করে তাদের সঙ্গে ওদেসায় তাদের পরিবারের যোগসূত্ররূপেও কাজ করে এই কমিটি। নাবিকরা কমিটির কাছে সংবাদ পাঠায় এবং কমিটি সে সব সংবাদ তাদের পরিবারকে পৌঁছে দেয়।

নারী কমিটি বিদেশে অবস্থিত নাবিকদের পক্ষ থেকে তাদের পরিবারের যেকোন সদস্যের জন্মদিনে উপহার পাঠায় ও শুভেচ্ছা জানায়।

বিবাহ

একবার ছুটিতে কাজাকস্তানে গিয়েছিলাম। ঐ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী আলমাআতায় আমি একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে অতিথি হওয়ার সুযোগ পাই। সেই বিবাহটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিবাহ অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

আগেই বলা হয়েছে যে, বিবাহে যৌতুকের কোনও প্রশ্ন নেই, অন্য কোনও শর্তেরও প্রশ্ন নেই।

আলমাআতায় বিবাহের হলটি হল একটি বিরাট চক্রাকার অট্টালিকা। মধ্যস্থলের প্রেক্ষালয়টি অতি সুন্দর; ইতিপূর্বে এখানে শত শত হৃদয়ের মিলন হয়েছে। অট্টালিকার প্রবেশ দ্বারের উপরে পতাকা হস্তে একজন শ্রমিক ও তার পত্নীর মূর্তি। গৃহের চারি দিকে ফুলের বাগান, সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একখানি মোটরগাড়ি এল; তা থেকে ফুলের তোড়া হাতে চারজন নামলেন। এর পরই এল আর একখানা গাড়ি। ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বর-কনে সে: গাড়ি থেকে নামলেন। কনের পরণে সাদা লম্বা পোশাক। সবসুদ্ধ আঠারো জন লোক এলেন,

তাদের নিয়েই বর ও কন্যা যাত্রীর দল। বিবাহের চক্রাকৃতি হলে চারিটি প্রবেশদ্বার। তার চার দিকে চারটি কক্ষ। সরকারী রেজিষ্ট্রেশনের ঘরটি তিন তলায়। বর ও কনে পৃথক পৃথকভাবে দুটি বিপরীত কক্ষে প্রবেশ করলেন।

তাঁরা দুজনই স্থানীয় টিকার কারখানায় কাজ করেন। তিন বছর ধরে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত। সান্ধ্য কলেজে তাঁরা এক সঙ্গে পড়তেনও। দীর্ঘ দিন পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার পর তাঁরা বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের পিতা-মাতাও এই বিবাহে সম্মতি দেন।

দুই পক্ষের পিতা-মাতা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনার কি থাকতে পারে? বিবাহের একটা সুবিধামত দিন সম্বন্ধে এবং কোথায় বিবাহ-ভোজ হবে সে সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করেন। দিন স্থির হওয়ার পর রেজিষ্ট্রেশন অফিসে চিঠি পাঠানো হয়। তারপর বিবাহের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সরবরাহের জন্য তাঁরা একটা দোকানে অর্ডার দেন। অবশ্যই তাঁরা বন্ধু ও আত্মীয়দের খবর দেন এবং নির্বাচিত দিনে অফিসে উপস্থিত হন।

বিবাহের আনুষ্ঠানিক দিকটি এই রকমঃ বর ও কনে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে পৃথকভাবে দুটি বিপরীত কক্ষে দাঁড়াল। বিশেষ পোশাক পরা এক মহিলা ঘণ্টা বাজালেন এবং বর ও কনেকে নাম ধরে ডাকলেন। তারা বিপরীত কক্ষ থেকে বেরিয়ে একত্রে বিবাহ-রেজিষ্ট্রারের কাছে গেল। তাদের যাওয়ার পথটি সুন্দর কার্পেটে মোড়া। রেজিষ্ট্রার তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানতে চাইলেন তারা স্বামী স্ত্রী হতে ইচ্ছুক কিনা। কনেকে জিজ্ঞাসা করলেন সে তার পরিবারের নাম পাল্টে স্বামীর পরিবারের নাম নিতে চান কিনা। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর একটি সুন্দর বাটিতে আংটি আনা হল। বর ও কনে আংটি পরল এবং তা বিনিময়

করল। তাদের নাম রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করা হল এবং তার পর তারা সকলের সমক্ষে পরস্পরকে চুম্বন করল।

কনের মা আমার কাছেই বসে ছিলেন; তিনি চোখ মুছলেন। এ তাঁর আনন্দাশ্রু। তিনি বল্লেন যে, তাঁর সন্তানের সুখী জীবন ও সুখী ভবিষ্যতের জন্য তিনি আনন্দিত।

বিবাহের ব্যয় কে বহন করবেন? তাঁর কাছে শুনলাম যে, নব-দম্পতি নিজেরাই তাদের আপন আপন বিবাহ পরিচ্ছদ তৈরী করিয়ে নিয়েছে। মা তাঁর উপহার হিসেবে মেয়েকে ৩০০ রুবল দিয়েছিলেন।

রেজিষ্ট্রেশনের পর আমরা সবাই অন্য একটি হলে গেলাম, সেখানে আরও লোক জমা হয়েছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা নব-দম্পতিকে অভিনন্দন জানালেন এবং তাঁদের উপহার দিলেন। তারপর মদের পার্টি এবং ভোজ। হৃদয়ের মিলনকেই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, আর সবই গৌণ। অবশ্য কখনও কখনও ব্যর্থতাও আসে; তখন তারা সোজাসুজি মত পার্থক্যের মুখোমুখি হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ করে।

গহনার বাতিক আছে কি?

আমাদের জীবনে গহনার কি ভূমিকা তা সকলেই জানেন। বিবাহের ব্যাপারে গহনার সর্বপ্রধান স্থানের কথাও সর্বজনবিদিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়েদেরও কি গহনার বাতিক আছে?

সোভিয়েত ইউনিয়নে নানারকম গহনা। সোনাও সেখানে যথেষ্ট। দোকানে গিয়ে তা কেনাও যায়। কিন্তু কোনও পরিবার তা কিনতে যাওয়ার জন্য খুব উদ্যোগী নয় বলে মনে হয়। আর সোনার গহনা মর্যাদার প্রতীকও নয়।

নব-বিবাহিত দম্পতি বিয়ের পর সোনার গহনা ও হীরে জহরত কিনতে যায় না। তাঁরা সরকারের কাছ থেকে একটা বাড়ি পায়।

তারা ঘরকন্নার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে চেষ্টা করে। আমার বন্ধু নাতাসার যখন বিয়ে হয়, তখন তার একমাত্র গহনা ছিল বিয়ের আংটি। ঘরকন্না আরম্ভ করে প্রথমেই সে কিনল একটি রেফ্রিজারেটার, তারপর সোফা-সেট, বড় আলমারি, রান্নার বাসনপত্র ইত্যাদি। অন্য সব দম্পতির পক্ষেও একথাই সত্য।

মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সোভিয়েত সমাজে পাওয়া যায়—শিক্ষা, চাকরি, বাসগৃহ, চিকিৎসা। যেহেতু এ সব সকলে সমানভাবে পায়, সেজন্য সোভিয়েত নারী-পুরুষের মনে অপরের প্রতি "উঁচু বা নীচু" মনোভাব গড়ে ওঠে নি।

প্রত্যেকেই অন্যের সঙ্গে সমকক্ষের মত ব্যবহার করে। মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করতে হবে। ধন, বৃত্তি বা পদমর্যাদা থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধার উদ্ভব হয় না। যেহেতু শিক্ষায় চিন্তায় প্রসার ঘটে সেজন্য মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময় তাদের চাকরি সম্বন্ধে, পড়াশুনো সম্বন্ধে, অথবা জীবন সম্বন্ধেই শুধু কথা বলে। ফ্যাসান বা গহনার প্রসঙ্গ তেমন গুরুত্ব পায় না।

তা যাই হোক, সোভিয়েত নারী গহনা পরে থাকে। বালা, হার, দুল, ব্রোচ্ প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং মেয়েরা তা কেনে। কথা হল, এ সব কেনাটা বাতিকে দাঁড়ায় না। এইগুলি তাদের ক্রয় তালিকার সর্বশেষ দফা। টেলিভিশন, রেডিও, কাপড় কাচার মেসিন, সেলাই কল, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার প্রভৃতিরই অগ্রাধিকার। আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল সব পরিবারই বই কিনতে ভালবাসে, এবং প্রত্যেক বাড়িতে একটা ছোট গ্রন্থাগার আছেই।

এই হল সোভিয়েত জনসাধারণের মনোভাব। এর কারণ হল সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির কল্যাণে সোভিয়েত জনগণের শিক্ষার ও সংস্কৃতির মান।

এই জন্যই, সোভিয়েত জনগণের ভালবাসা ও বন্ধুত্বের একমাত্র ভিত্তি মানবিক বিবেচনা।

আমার অনেক সোভিয়েত বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করতেন, ভারতে সব মেয়ের সোনার গহনা পরা একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার কিনা।

সমাজতান্ত্রিক তরুণ-তরুণীদের পক্ষে পুঁজিবাদী সমাজের নিয়ম বুঝতে না পারায় বিস্ময়ের কিছু নেই।

নূতন সমাজ

বহু সংখ্যক জাতি নিয়ে ২৫ কোটি অধিবাসীর এই বিশাল দেশ। ধর্মাবলম্বী বহু লোক থাকলেও সকলের জাতীয় মর্যাদা সমান, কোনও ধর্ম বা অধিজাতি অন্যের ওপর প্রভুত্ব করে না। জাতি, ধর্ম বা জাতিগত উৎপত্তি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে বাধা নয়। বহু জাতির, বহু ধর্মের লোকের একাত্ম-বোধের স্থায়ী উদাহরণ এই দেশ, অর্থাৎ, এখানে সকলেই মনে করে যে তারা মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত।

যেহেতু সমগ্র জনসমষ্টি রুশ ভাষা জানে, সে জন্য বিভিন্ন প্রজা-তন্ত্রের মানুষ পরস্পরকে আরও ভালভাবে জানতে পারে, ভাষা তাদের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধন রচনা করে।

একটি তাজিক মেয়ে ও একটি রুশী ছেলে অবাধে পরস্পারেব কাছে নিজেদেব প্রকাশ করতে পারে ; তাদের মধ্যে যখন ভালবাসা হয়, তখন স্বভাবতঃ তারা বিয়ে করে।

দুই অধিজাতির ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে সচরাচর ঘটে থাকে এবং তারা জীবনে সুখী হয়। তাসখন্দে আমি একটা বাড়িতে গিয়ে-ছিলাম। বাড়ির কর্তা বল্লেন যে, তিনি উজবেক, তার স্ত্রী রুশী, পাঁচ বছর হল তাঁদের বিয়ে হয়েছে। একটি ছেলে তাঁদের, নাম আলিওসা, 'এই ক্ষুদে বেটা রুশী না উজবেক, তা জিজ্ঞাসা করবেন না। সর্বত্র যে নূতন সোভিয়েত নাগরিকের দ্রুত উদ্ভব হচ্ছে, সে তাদেরই একজন।' এই বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছেলেটি কি ? আদমশুমারীর সময় সে কি

বলে গণ্য হবে? আইনের বিধান এই যে ছেলেটি যখন বড় হবে, তখন সে তার অধিজাতিত্ব বেছে নিতে পারবে। আমার বন্ধু লেনা রুশী, তাঁর স্বামী ইউক্রেনিয়া। এই পরিবারের আতিথেয়তা চমৎকার। এর ফলে স্বামী ও স্ত্রী তাদের নিজ নিজ জাতির খাবার তৈরী করে। আমাকেও ভারতীয় খাবার তৈরী করতে দেওয়া হত এবং তারপর সকলে মিলে আমরা সেই 'বহু জাতির' খাদ্য গ্রহণ করতাম।

স্বামী গৃহস্থালির কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করে। বাজার করা, রাঁধতে সাহায্য করা, ধোয়া মোছা করা প্রভৃতি স্বামীর কাজ। তারা এটা মর্যাদাহানিকর মনে করে না।

মিশ্র বিবাহ খুব সচরাচর ঘটছে। ইহুদী ছেলেরা রুশী মেয়ে বিয়ে করেছে, ইহুদী মেয়েদের সঙ্গে রুশী ছেলেদের বিয়ে হয়েছে। আমি যত দূর দেখেছি, পশ্চিমী পত্রিকাগুলির প্রচারের কোনও ভিত্তি নেই যে ইহুদীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ইহুদী লেক্‌চারার ছিলেন; তাঁদের উচ্চ শ্রদ্ধা দেখানো হত।

মিশ্র-বিবাহকে কেউ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। একবার আমি এক বৃদ্ধার কাছে মিশ্র-বিবাহ সম্বন্ধে তার অভিমত জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে তিনি বলেন যে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। ভবিষ্যৎ এখন যুবকদের, তাদের জীবন সুখের হোক, এইটি সকলের কাম্য। প্রাক বিপ্লব যুগে তাঁর মা কিভাবে নানা বিধি-নিষেধের নিগড়ে পড়েছিলেন তিনি তার উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, "যুবক যুবতীদের সুখে থাকাটাই দরকার।"

হ্যাঁ, ইতিহাসের দিক থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে—চল্লিশ বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ের মধ্যে—এই সব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

একটি বিরাট পরিবার

একজন প্রৌঢ়াব কথা আমাব বেশ স্মবণ আছে। তিনি যথেষ্ট গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "কাজাখস্তান একটি স্বতন্ত্র জাতি, সাইবেবিযা অনেক দূব, মস্কোব দূবত্ব বহু, বহু মাইল—এসব ধারনা এখন চলে গেছে। বিভিন্ন জাতি এখন নিকটতব হযেছে এবং আমবা সকলে একটি পবিবাবেব মত বাস কবি। ঠিক এই জন্যই আমি আপনাকে বলছি, আমবা অজেয।" তিনি কেন এবং কি অবস্থায এই কথা বলেছিলেন, তা এখন আমাব স্মবণ নেই। কিন্তু কথাটি সত্য।

নিবক্ষবতা দূব হযে গেছে; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ-পদতা চলে গেছে। জাবেব আমলেব তমসাচ্ছন্ন দিনগুলি আব নেই। নিঃসন্দেহে প্রভূত ত্যাগ স্বীকাব কবে জনগণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন কবেছেন, ইতিহাসেব যুদ্ধেব জঘন্যতম হত্যালীলাব পবও তাবা টিঁকে আছেন।

শৈশব থেকেই শিশুদেব অন্য শিশুকে তাদেব মত শিশু মনে কবতে শেখানো হয়—বর্ণ বা অধিজাতিগত পার্থক্যেব কথা তাদেব মনে স্থান পায় না। একটি কিশোর পাইওনিয়াব শিবিব দেখতে যাওয়াব কথা মনে পড়ে, সেখানে প্রতি ঘবে বিভিন্ন জাতি ও অধিজাতিব ১৫টি কবে ছেলেমেয়ে; তাবা এই মনোভাব নিয়ে বড় হয় যে, সব মানুষ সমান।

সমস্ত অধিজাতিব উন্নতি সাধন করা হচ্ছে এবং পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলির প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। অঞ্চলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও সঙ্কীর্ণতার কোনও স্থান নেই।

শিশুদের সম্পর্কে সর্বাধিক যত্ন নেওয়া হয়। বলা যেতে পারে, শিশুর যত্ন আরম্ভ হয় শিশু জন্মগ্রহণ করার আগে থেকেই। মায়েরা গর্ভবতী হওয়ার পর থেকেই তাদের সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেওয়া হতে থাকে। গর্ভবতী হওয়ার দ্বিতীয় মাস থেকে মেয়েরা নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে যান।

শ্রমজীবী মেয়েরা সর্বসমেত ১১২ দিন ছুটি পান; প্রসবের আগে ৫৬ দিন এবং প্রসবের পরে ৫৬ দিন। সন্তানসম্ভবা নারীরা প্রথম মাস থেকেই খাদ্য ও ব্যায়াম সম্পর্কে ডাক্তারের উপদেশ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর কতক্ষণ ঘুমনো উচিত, কতখানি হাঁটা উচিত, এমন কি শীতকালে কি পোশাক পরা উচিত, ডাক্তার তারও ব্যবস্থাপত্র দেন।

সন্তানসম্ভবা নাবীদের প্রয়োজনীয় উপদেশের জন্য অনেক বই আছে, এবং বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়। অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদরা উত্তমরূপে পরামর্শ দেন।

সন্তানের জন্মের আগেই শিশুকে কিভাবে খাওয়াতে হবে, কিভাবে তাকে স্নান করাতে হবে, কিভাবে পোশাক পরাতে হবে, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা ও নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে মেয়েরা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভালভাবে প্রস্তুত হন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রসূতি সদনেই সব প্রসব হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জন্মের হার বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু একই সময়ে, একটি পরিবারে কয়টি সন্তান হবে, তা স্থির করার ভার সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। পরিবার পরিকল্পনার উপকরণও পাওয়া যায়, এবং গর্ভপাত বৈধ।

সাধারণতঃ বড় বড় শহরের বড় পরিবারে সন্তান-সংখ্যা ৩টি;

৪টি বা তার বেশি সন্তান আমি খুব কম পরিবারেই দেখেছি। তবে যাদের সন্তান ৩টির বেশি, রাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পায়। তাদের বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়, এবং ছুটির সময় ছেলে-মেয়েদের বিনা খরচে অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

শিশুর যত্ন

সোভিয়েত মায়েরা সাধারণতঃ পেরামবুলেটারে করে শিশুদের বাইরে নিয়ে যান। সহজভাবে প্রসব না হলে মাকে ৭০ দিন সবেতন ছুটি দেওয়া হয়। কোনও মেয়ে যদি বিবাহিত না হয়েও সন্তানসম্ভবা হয়, তা হলে সোভিয়েত সমাজ তাকে ঘৃণা করে না। এই সব অবিবাহিতা মায়ের সঙ্গে অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। শিশুকে মানুষ করার জন্য রাষ্ট্র তাদের বিশেষ ভাতা দেয়। অবিবাহিতা মায়েবা বিবাহিতা মায়েদের মতই সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। মায়েদেব সঙ্গে মায়েব মতই ব্যবহার করা হয়, তা তারা বিবাহিতাই হোক, আর অবিবাহিতাই হোক।

শিশুদের স্বর্গ

যদিও মেয়েরা কাজ করতে যায়, তবুও সন্তান তাদের পক্ষে মোটেই সমস্যা নয়।

শিশুর জন্মের পর বিশেষজ্ঞরা তাদের তত্ত্বাবধান করেন। কয়েক দিন প্রসূতি সদনে থাকার পর মা ও শিশু বাড়ি যায়। কিন্তু ডাক্তার তাদের অনুসরণ করেন; কয়েক দিন পরপরই তিনি তাদের দেখতে যান।

বিশেষ দোকানগুলিতে শিশুর খাদ্য বিক্রী হয়। চিকিৎসকদের কঠোর তত্ত্বাবাধানে তা তৈরী হয় এবং খুব কম দামে বিক্রী হয়। শিশুর বয়স, ওজন ও গঠন অনুসারে ডাক্তার নির্দিষ্ট ধরণের শিশু খাদ্যের ব্যবস্থা দেন। এই বিষয়ে মা-বাপ ডাক্তারের উপদেশ

পুরোপুরি পালন করেন।

৫৬ দিন সবেতন ছুটির পরও কোনও মা যদি আরও বাড়িতে থাকতে চান, তা হলে এক বছর পর্যন্ত তিনি তা পারেন, কিন্তু বিনা বেতনে ; তবে চাকরি তাঁর থাকে। প্রায় সব মা-ই ২ মাস পরে কাজে ফিরে যান।

"য়াজলি" নামে শিশু-রক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপর শিশুর ভার দেওয়া হয়। সকালে কাজে যাওয়ার সময় মায়েরা নিকটবর্ত্তী "য়াজলিতে" শিশুদের রেখে যান। "য়াজলিতে" অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্স নিযুক্ত থাকেন ; সেখানে খুব ভালভাবেই শিশুদের দেখা-শোনা করা হয়। কাজ থেকে ফেরার সময় মায়েরা শিশুদের বাড়ি নিয়ে যান। শিশু যদি বুকের দুধ না খায়, তা হলে এক সপ্তাহও তাকে "য়াজলিতে" রাখা যায়। নারী শ্রমিকরা শিশুকে খাওয়ানোর জন্য চার ঘণ্টা অন্তর ছুটি পান। এ উদ্দেশ্যে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কাছেই তাদের "য়াজলি" থাকে।

অসুস্থ শিশুদের "য়াজলিতে" নেওয়া হয় না। চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তবে শিশুদের "য়াজলিতে" নেওয়া হয়ে থাকে। অসুস্থ শিশুদের শিশু হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রী আছে। গর্ভবতী ছাত্রীরা প্রসবের সময় পর্য্যন্ত ক্লাস করে। প্রসবের পর মায়েরা প্রায়ই "য়াজলিতে" শিশুদের রেখে আবার পড়াশুনোয় মন দেয়। এমনকি "য়াজলিতে" ব্যবহৃত খেলনা ও অন্যান্য জিনিসও স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত হয়ে থাকে।

সারা দেশে বহু সংখ্যক "য়াজলি" আছে। প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি ক্রমাগত আরও বাড়ানো হচ্ছে। গত যুদ্ধের সময় বহু শিশু পিতৃমাতৃহীন হয়েছিল। তারা সবাই শুধু য়াজলিতে মানুষ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একটিও মলিন-বেশ, দুর্বল, অবহেলিত শিশু দেখা যায় না।

কেবল কারখানাগুলিতেই নয়—যৌথ খামারেরও নিজ নিজ "য়াজলি" আছে ; ট্রেড্র ইউনিয়নের উপর এইগুলি পরিকল্পনার ও তত্ত্বাবধানের ভার।

কাজাখস্তানে আমি একটি যৌথ খামারে গিয়েছিলাম। সেখানকার ক্ষেতে বহু মেয়ে কাজ করে। খামারের একটি "য়াজলি" আছে ; যৌথ খামারেব মায়েরা সেখানে শিশুদের রেখে কাজে যান।

এক বছব থেকে তিন বছর বয়সের শিশুদের নার্সারিতে রাখা হয়। তিন বছব বয়স থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা কিণ্ডার-গার্টেনে থাকে, তারপব তারা স্কুলে যায়।

কিণ্ডাবগার্টেনই শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর দায়িত্ব নেয়। শিশুদেব সব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা উত্তম, এবং এইগুলিতে চিকিৎসকদেব কঠোর তত্ত্বাবধান রয়েছে। সন্তান-সংখ্যা নিয়ে কোনও পরিবারের ভাবনা নেই, কারণ রাষ্ট্র শিশুকে মানুষ করার দায়িত্বের ভাগ নেয়।

এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই যে, অনেক মা-বাবা শিশুকে বাড়িতে রেখে মানুষ করার চেয়ে শিশু-নিবাসে রাখা ভাল মনে করেন।

আমার বন্ধু তানিয়ার কথা ইতিপূর্বে বলেছি। তার প্রথম ছেলে স্মাশার বয়স ৪ বছর। সে বলল, "আমি সত্যিই ওকে বাড়িতে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে ও দুবার আঘাত পেল এবং ডজন খানেক প্লেট ভাঙ্গল। ও যাতে ঠিকভাবে চলে সেজন্য আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হয়রান হয়ে গেলাম। তাই, আমাদের দু জনের প্রতি করুণা-পরবশ হয়ে আমার স্বামী ওকে কাল নিয়ে গেছেন, এবং একটা নার্সারিতে রেখে এসেছেন। এখন ও খুব খুশী, সেখানে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছে।"

কিণ্ডারগার্টেনে প্রথমেই বয়স্কদের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধাবান হতে, দেশকে ভালবাসতে ও সৎ হতে শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যকে

সাহায্য করতে তাদের শেখানো হয়।

প্রতি বছর কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরাই শুধু কিণ্ডারগার্টেনে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শিশুই খেলনা, পেরামবুলেটার, শীতবস্ত্র, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য, শিশুদের বই প্রভৃতি পেয়ে থাকে। শিশুদের পিতামাতা থাকুক আর নাই থাকুক, তাদের পিতামাতা যাই হোক এবং যে কাজই করুক, তাদের পদমর্যাদা যাই হোক, শিশুরা সবাই সমান ব্যবহার ও সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

আমাদের দেশের শিশুদের মত সোভিয়েত শিশুরা পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে যায় না—তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয় সাত বছর বয়সে। যেহেতু শিশুরা গোড়ার কয়েকটি বছর কোনও শিশু-নিকেতনে অতিবাহিত করে, সেজন্য তাদের স্কুলে যাওয়াটা কোনও অসাধারণ ব্যাপার নয়।

প্রতি বছর ১লা সেপটেম্বর সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে 'পরবের দিন' বলে মনে হয়। এই দিনটিতে বহু ভবিষ্যৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, রাজনীতিক ও কবির পাঠ গ্রহণ আরম্ভ হয়। নূতন পোশাক পরে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাচ্চারা সেদিন প্রাথমিক স্কুলে যায়।

যে কোনও রকমের শিশু-ভবনে শিশুদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য নামমাত্র খরচ দিতে হয়। পিতা-মাতার আয় যদি কম হয়, তা হলে এই খরচ আরও কমে যায়। কিছু সংখ্যক শিশুকে সেখানে বিনা খরচে মানুষ করা হয়।

স্কুলগুলিতে শিশুদের বিনামূল্যে দুপুর বেলার খাবার দেওয়া হয়। এখানেও স্বাস্থ্যবিষয়ক তত্ত্বাবধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা হয়।

যেহেতু রাষ্ট্র, সরকার এবং পিতামাতারা মনে করেন যে দেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের উপর নির্ভর করছে, সে জন্য সমগ্র সমাজ তাদের

প্রতি সর্বতোভাবে যত্ন নিয়ে থাকে ; এই প্রচেষ্টার যৌক্তিকতা ফলের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

স্কুলের পাঠক্রম ছাড়া ছেলে মেয়েদের জন্য পাঠক্রম বহির্ভূত তৎপরতার কি বিপুল সুযোগ রয়েছে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। একাধিক বিজ্ঞান-সঙ্ঘ, সখের (হবি) ক্লাব, লাইব্রেরী ও রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছে ; এই সবের সুযোগ সুবিধা নিতে কোনও খরচ নেই। আমি যতদূর দেখেছি প্রত্যেক শিশুর একটা না একটা সুস্থ সখ গড়ে ওঠে। টিকিট সংগ্রহ করা, বাগান করা, ফটো তোলা, পত্র-বন্ধুত্ব স্থাপন, কবিতা রচনা, কোনও প্রাণী পোষা প্রভৃতি তাদের সখ।

তা ছাড়া, রেডিওতে ও টেলিভিশানে তাদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম থাকে, এবং তারা তা উপভোগ করে। শিশুদের বহু বিশেষ পত্রিকা ও বই আছে। কোনও শিশুই অলস নয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রও ভালভাবেই জানেন যে, 'অলস মস্তিষ্কই শয়তানের বাসা'। তাই এখানে শয়তান মাথা তুলতে পারে না।

পাইওনিয়ার

কারঘানায় একটি কারখানা পরিদর্শনের কথা আগেই বলেছি ; রেশম বস্ত্রের উৎপাদনে বিশ্বে কারঘানার স্থান দ্বিতীয়। দশ হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করেন, তাদের মধ্যে সাত হাজার নারী। ১৯৩০ সালে এই কারখানা স্থাপিত হওয়ার সময় এখানে কেবল হাতে চালানো তাঁত ছিল ; এখন সব কাজ যন্ত্রায়িত হয়েছে।

আমরা কারখানা সংলগ্ন কিশোর পাইওনিয়ার ক্যাম্পে কয়েক দিন কাটিয়েছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে ছোটদের জন্য পাইওনিয়ার শিবিরের আয়োজন করাই রীতি। এই কারখানার পাইওনিয়ার শিবির সহর থেকে ৬৭ কিলোমিটার দূরে। শিবিরে যাওয়ার পথটি ছবির মত। চারিদিকে সবুজ, দূরে পর্বতের চূড়োগুলি বরফে ঢাকা, তাপমাত্রা প্রায় ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্, পর্বতের চূড়ায় বরফ গলে

গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, পর্বতের পাদদেশে শিবিরের অবস্থিতি।

শিবিরে ৩৮০টি ছেলেমেয়ে ছিল। প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু ধ্বনি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। প্রতি বছর শিবিরটি ৩ মাসের জন্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, ৩৮০টি ছেলে-মেয়ের এক একটি দল এখানে ২৬ দিন থাকে। এই ভাবে তিন বারে ১১৪০টি ছেলে মেয়ে তাদের ছুটি এখানে কাটায়। শিবিরের সংলগ্ন একটি ছোট হাসপাতাল আছে। শিশুদের মা-বাপ তাদের সঙ্গে শিবিরে যান না। শিবির চালাবার ও পরিদর্শকদের দেখাশুনো করার ভার নেয় কম্‌সোমন্ (যুব কমিউনিষ্ট লীগ)।

যাতায়াতের খরচ এবং খাওয়া-থাকার খরচ নিয়ে প্রতি শিশুর ২৬ দিন শিবিরে কাটাবার মোট খরচ ৬৪ রুবল্। কিন্তু সমস্ত ব্যয় পিতামাতাকে বহন করতে হয় না। তাঁরা একটা সামান্য অংশ মাত্র দেন, বাকীটা দেয় তাঁরা যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, সেই প্রতিষ্ঠান। যে সব পরিবারে সন্তান-সংখ্যা তিনটির বেশি, তাদের কিছুই দিতে হয় না। শিশুদের এই শিবিরে পাঠিয়ে মা-বাপ নানা জায়গায় ছুটি কাটাতে যান।

শিবিরের নেতা ভাসিলি মিচিকভ আমাদের বলেন যে অনেক মাস পূর্বে চিন্তা করে শিবিরের পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছিল। শিবিরে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয় না। বস্তুতঃ, মাত্র ৯ জন লোক শিবিরের ৩৮০টি শিশুকে দেখা শোনা করেন। এই সব শিবিরে শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সমষ্টিগত মনোভাব ও সাহায্য করার প্রকৃতি গড়ে তোলে।

শিবিরে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। সব জাতির শিশু সেখানে ছিল। আমাদের শিবির পরিদর্শন এবং সেখানে কয়েক দিন অবস্থান উপলক্ষে, আমরা শিবিরে পৌঁছবার দিন সন্ধ্যাবেলা একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান হয়। শিশুরা

গান গায় ও নাচে। সোয়া নামে একটি ছোট মেয়ে আমাকে একটি ক্ষুদ্র উপহার দিয়ে বলল যে, সে ভাবতীয় সঙ্গীত ভালবাসে, ভারতে গিয়ে ভাবতীয় নাচ শেখা তার ইচ্ছা।

অতএব, শিশুরা আলস্যে তাদের ছুটি কাটায় না, সুস্থ পরিবেশে শিবিরে তারা সময়টা অতিবাহিত করে। তাদের জন্য বিশেষ ফিল্ম দেখানোব ব্যবস্থা হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের জন্য বহু বিশেষ ধবণের ফিল্ম তৈবী হয় ; এই সব ফিল্ম শিশুদের ন্যায়ের পক্ষ নিতে এবং অন্যায়কে বাতিল করতে সাহায্য করে।

এই সব শিশুকে দেখালে মনে হবে যে, তাদের হাতে ভবিষৎ নিরাপদ।

পারিবারিক জীবন সহজ হয়েছে

যেহেতু দেশেব মেযেবা প্রায় সবাই কাজ কবে, সে জন্য সবকার এমন সব সুযোগ সুবিধা কবে দেওয়াব প্রয়োজনীয়তা বোধ কবেন, যাতে তাদেব পাবিবারিক জীবন সহজ হয়। সন্তান যে মায়েদেব পক্ষে কোনও সমস্যা নয়, তা ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে।

মেয়েরা যখন তাদেব কাজেব পব বাড়ি আসে, তখন তাদের গৃহস্থালির কাজ করতে হয়। মশলা পেষা, তবকারি কোটা, ধোয়া মোছা করা প্রভৃতি বিবক্তিকর কাজ তাদের থাকে। সোভিয়েত মেয়েরা এখন সব কাজেব জন্য মেসিন ব্যবহাব করছে, যাব ফলে তাদের প্রতিদিনের সাংসারিক কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। অবশ্য, অনেক পশ্চিমী দেশেও এই সব সুবিধা আছে ; কিন্তু পার্থক্য এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সব ছোট ছোট মেসিন এত সস্তা যে তা প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গতির মধ্যে।

কাপড় কাচা আর একটি অতিবিক্ত বোঝা। এ বোঝাটা আরও

বেশি, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের মত ঠাণ্ডা দেশে প্রত্যেককে শরীর গরম রাখার জন্য প্রচুর কাপড়-চোপড় ব্যবহার করতে হয়। অধিকাংশ পরিবারেরই নিজস্ব কাপড় কাচার মেসিন আছে। যাদের নেই, তারা 'নিজে কর' চিহ্নিত দোকানগুলিতে কাপড়-চোপড় কেচে নেয়। আমাদের মত হোষ্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে যেতে হয়।

ছুটির দিনে ময়লা কাপড়ের বাণ্ডিল নিয়ে আমরা সেখানে যাই; সেখানে কাপড় গুনে নেওয়া হয় না, নেওয়া হয় ওজন করে। এক কিলো ময়লা কাপড ধোয়ার ও ইস্ত্রি করার খরচ মাত্র কয়েক কোপেক্। আমরা একটা মেসিনের মধ্যে কাপড়গুলি দিই, ১০ মিনিটের মধ্যে তা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর নিঙ্ড়াবার জন্য তা আর একটা মেসিনের মধ্যে দিতে হয়। ধোয়া হয়ে গেলে, শুকনোর জন্য একখানা গরম তক্তার ওপর কাপড়গুলো বিছিয়ে দেওয়া হয়; শুকতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে। কাছেই গরম রোলার থাকে, তার মধ্যে কাপড়গুলো ঢুকিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজ করার জন্য ঝি-চাকরানি নেই। প্রায় সব পরিবারই তাদের কাজ নিজেরা করে নেয়। দোকানে জিনিসপত্র কিনে যদি তা এত ভারি মনে হয় যে, বাড়ি পর্যন্ত তা বয়ে নিতে পারবেন না, তা হলেও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। দোকান আপনার জিনিসের অর্ডার নিয়ে নেবে এবং আপনার বাড়িতে জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেবে। অতিথিদের জন্য বিশেষ খাদ্যের অথবা ডিনারের অর্ডারও দেওয়া যায়।

কতকগুলি ষ্টোর আছে যেখানে রাঁধা জিনিস অথবা অর্দ্ধেক-রাঁধা জিনিস বিক্রী হয়। এই সব দোকানে ইনষ্ট্যাণ্ট সুপ, কাটলেট্ স্যালাড, মাংস প্রভৃতি পাওয়া যায়। সেগুলি হয় উনুনে দিয়ে গরম করে অথবা জলে গলিয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় খাবার তৈরী করতে

হয়। অনেক মহিলা এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করে রান্না করার সময় বাঁচান।

অপরাধ? না—

আমি ভারতে ফিরে আসার পর আমার একটি পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। কয়েক বছর ধরে তিনি আমেরিকায় কাজ করছেন। সেখান থেকে ছুটিতে ভারতে আসেন। তিনি একজন অধ্যাপক এবং বছরে প্রায় ২০ হাজার ডলার উপায় করেন। আমেরিকায় জীবনযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে—তিনি বলেন যে সেখানে সব রকম সুবিধাই তাঁর আছে এবং তিনি খুব আরামের জীবনই যাপন করছেন; কিন্তু সেখানে সব সময় ধন-প্রাণ হানির ভয় নিয়ে বাস করতে হয়। তিনি বলেন, "বাসগৃহের দরজা খোলার আগে আপনাকে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, ইতিমধ্যে দরজা খোলা হয় নি······সন্ধ্যার পর বাইরে বেরুলে আপনি ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন।" তারপর তিনি ধর্ষণের, খুনের এবং ডাকাতির কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করলেন। সামাজিক মূল্যবোধ কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে এবং একমাত্র অর্থ লোকের বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করছে তা তিনি বলেন। 'মার্ফিয়া' এবং আফিম প্রভৃতিনেশা অতি দ্রুত আমেরিকার জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ থেকে যে বন্দুক ও বুলেটের আবির্ভাব তাই আমেরিকায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এর কারণ কী?

অধ্যাপকটি বলেন, "যে কৃষ্ণকায়রা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির জন্য এত করেছে, সে সমাজ তাদের প্রতি আবর্জনার মত ব্যবহার করছে। তাদের নৈরাশ্য বোধ, 'গণতান্ত্রিক' শাসন গণতন্ত্রকে ভাঁওতায় পরিণত করেছে; দ্রুত ধনী হওয়ার মনোভাব সমগ্র

সমাজে পরিব্যাপ্ত ; অধঃপতিত সমাজ পদ্ধতি, ইত্যাদি এর কারণ।"

অধ্যাপকটি সোভিয়েত ইউনিয়নে যান নি। এই জন্য তিনি সেখানকার জীবনযাত্রার বিষয় জানতে চাইলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যা বললেন, তাতে আমার মনে হল যে, পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে পর্যন্ত অবস্থা তত খারাপ নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনের সঙ্গে যদি এই জীবনের তুলনা করা যায় তা হলে বলতে হবে, সেখানকার জীবনযাত্রা 'স্বর্গীয়'। আমি অনেক সময় বেশি রাত্রিতে বন্ধুদের বাড়ি থেকে একলা হোষ্টেলে ফিরেছি। মস্কোয় থাকার সময় আমার কখনও মনে হয়নি যে, মেয়েদেব রাত্রিতে একলা বেরনো উচিত নয়। একবার একটি ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের হোটেল থেকে আমি রাত্রি ১১টার সময় বিদায় নিলাম। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীএম, বি শ্রীনিবাসনের সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল। তিনি আমার সঙ্গে হোষ্টেল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য উঠে দাঁডালেন। আমি তাঁকে বললাম যে, তার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার এত সাহস দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। পরে তিনি বললেন যে, আমার নির্ভীকতার প্রশংসা না করে তিনি প্রশংসা করবেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের, যে সমাজ নারীকে এই সাহস যুগিয়েছে।

আমার মস্কো বাসের প্রথম বছরের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি একজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত্রি ১১টা বেজে যায়। ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন, সেখানে আমাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি ফিরে যান। আমার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা, এবং একটু ভয়ও পেয়েছিলাম। আমি ট্রেনে উঠে গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে হোষ্টেলে যাওয়ার সময় আমি এদিক ওদিক চেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকি। এক ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন ;

তিনি একজন বাস ড্রাইভার, কাজের পর বাড়ি যাচ্ছিলেন। আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তিনি আমাকে ডাকলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন এত ভয় পাচ্ছি কি কারণে? তিনি হোটেল পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন এবং বললেন যে রাত্রিতে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

ব্যাপারটা এমন নয় যে, পুলিস অথবা মিলিশিয়া অপরাধী ধরার জন্য বা সোভিয়েত সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ ও তৎপর রয়েছে। দেশে বেকারী নেই, শোষণ নেই, কোনও ব্যক্তি অভুক্ত নয়। সুতরাং অপরাধ আচরণের মূল কারণগুলি সেখানে নেই। তা ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক সমাজে আপনার নূতন ধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে, যারা অসহায় মানুষকে শোষণ করতে চায় না।

নিউইয়র্ক ও মস্কোর জীবনযাত্রায় এত পার্থক্য শুধু এই দুই সহরের অবস্থাতেই নয়—যে কোনও পুঁজিবাদী দেশের অবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক দেশের অবস্থাতে এই পার্থক্য। অধঃপতিত জীবনের কারণ সম্বন্ধে আমরা হয়ত বলতে পারি, মাদকদ্রব্যের ব্যবহারে, জীবনের ব্যর্থতায়, অথবা সামাজিক অবিচারের ফলে এটা ঘটেছে ; কিন্তু কোনও যুক্তি কি এরূপ জীবনের কৈফিয়ৎ হতে পারে? স্পষ্টতই দুই ধরনের সমাজ রয়েছে ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজ সমানাধিকার, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যটির ভিত্তি একের দ্বারা অন্যের শোষণ।

একজন চলচ্চিত্রাভিনেত্রী

লাতভিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী রিগায় তৈরী একটি ফিল্মে আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভারতীয় প্রতিনিধির ভূমিকা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত হই। এই ফিল্মের নায়িকা হলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী সাইরাম ইজায়েভা। আমি রিগায় কখনও যাইনি ; তাই এই আমন্ত্রণ আমি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করি

আমি দশ দিন রিগায় থাকার সময় ইজায়েভাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি কার্যতঃ অন্যান্য সোভিয়েত নারীর মতই থাকতেন, আর চলচ্চিত্র-অভিনেত্রীর জীবন পৃথক কিছু নয়। বিলাসবহুল মোটর গাড়ি তাঁর নেই, জমকালো বাড়িতেও তিনি থাকেন না। তিনি বলেন, 'অভিনয় করতে আমি ভালবাসি। অভিনয় একটি শিল্প। বিক্রী করার মত পণ্য এ নয়।'

আমি প্রশ্ন করি, 'আপনি অভিনেত্রী হলেন কিভাবে?'

প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার হতেই চেয়েছিলেন। তাঁর বড় বোন ছিলেন মঞ্চের অভিনেত্রী। ছোট বেলায় ইজায়েভা যে সব নাটক দেখতেন, তার চরিত্রগুলি তিনি নকল করতেন।

ইজায়েভার মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে তাঁর বোন তাঁকে থিয়েটারের স্কুলে যোগ দেওয়ার তাগিদ দেন।

মঞ্চের বা ফিল্মের জন্য হোক, এবং যে কোন কাজই হোক, প্রত্যেককে স্কুলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হয়, এবং তারপর সে তার বৃত্তি গ্রহণ করে। নিজের যোগ্যতাবলে সোজাসুজি কেউ অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান্ বা পরিচালক হতে পারে না। যোগ্যদের খোঁজ করে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে তাদের পাঠানো হয়। অভিনয় বিদ্যাসহ ফিল্ম তৈরীর প্রত্যেকটি দিক ইনস্টিটিউটে শেখানো হয়। কোনও ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে হলে একটা প্রবেশিকা পরীক্ষাও দিতে হয়। প্রশিক্ষণের কাল পাঁচ বছর, ডিপ্লোমা পেয়ে পুরোপুরি যোগ্যতা-সম্পন্ন হলে তবেই পেশাদার অভিনেতা হওয়া যায়।

ইজায়েভা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর ভগ্নীর নির্বাচন নির্ভুল হয়েছিল। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর তিনি 'লেনিনা বা থাস্কি' নামক এক থিয়েটারে স্থায়ী শিল্পীরূপে যোগ দেন।

ইনস্টিটিউটে থাকার সময় পরিচালকদের প্রশিক্ষণ বিভাগের ছাত্র সাইরামের সঙ্গে তাঁর ভালবাসা হয়েছিল, এবং অল্পদিন পরেই

তাঁদের বিয়ে হয়। ঈজায়েভার স্থায়ী যে সব নাটক পরিচালনা করেন, তিনি তাতে অভিনয় করেন। মাত্র গত দু'বছর তিনি ফিল্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন; এই সঙ্গে মঞ্চের কাজও চালিয়ে যেতে তিনি অসুবিধা বোধ করছেন।

কতকটা দ্বিধার সঙ্গে তাঁর আয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। অন্যান্য বৃত্তির মেয়ে-পুরুষের মত অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও মাসিক বেতন পেয়ে থাকেন। মাসের মধ্যে কোনও শুটিং বা অভিনয় হোক বা না হোক, তাঁরা তাদের বেতন পেয়ে যান। এ ছাড়া, ফিল্মের সফলতা অনুসারে তাঁরা তাদের অভিনয়ের জন্য বোনাস পান। সাধারণতঃ একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মাসিক বেতন সুরু হয় প্রায় ১০০-১৫০ রুবল থেকে। তাঁরা অন্যান্য মেয়ে পুরুষের মতই থাকেন—তাদের জীবনযাত্রায় কোনই কৃত্রিমতা নেই। ইজায়েভা বলেন, 'লক্ষ লক্ষ রুবল উপার্জন করার জন্য আমরা ব্যগ্র নই, কত লক্ষ লোক আমাদের অভিনয় দেখবে এবং আমাদের অভিনয়ের প্রশংসা করবে, আমাদের শুধু সেই চিন্তা।' অভিনয়ের ব্যাপারে ইজায়েভার এমন আন্তরিকতা ছিল যে, একটা ফিল্মে তাকে ঘোড়ায় চড়তে হবে বলে তিনি চার মাস ধরে ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলেন, কোনও বিকল্প ব্যবস্থায় তিনি রাজী হন নি।

আমরা যখন ষ্টুডিওতে গেলাম, তখন ইজায়েভাও আমাদের সঙ্গে একই বাসে গেলেন। বিনয়, নম্রতা, শোভন ব্যবহার এবং সবার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার ক্ষমতা এই অভিনেত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সুগৃহিণীও ছিলেন।

আমি রিগায় পৌঁছনোর দিন শুটিং আরম্ভ হল। ফিল্মটির নাম 'চিনারা'; এটি উজবেক্ ফিল্ম। তার কাহিনী এই রকম: একটি বৃদ্ধের ছেলে-মেয়েরা কিভাবে জীবন কাটায়, তা দেখার জন্য তিনি কোনও ছেলে বা মেয়ের কাছে কিছু দিন করে কাটান। তাঁর সর্বসমেত ৬টি সন্তান। একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন অধ্যাপক

এবং আর একজন ডাক্তার। তাঁর ডাক্তার মেয়েটি চিকিৎসা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে পুরস্কার পান। এই সেমিনারে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে আমাকে অভিনয় করতে হল।

একজন ডাক্তার নিজেকে লাতিন আমেরিকাবাসী বলে পরিচয় দিয়ে আলোচনায় যোগ দেন। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর সংগৃহীত কতকগুলি তথ্য তিনি উপস্থিত করেন, এবং দাবি করেন যে শত শত মৃতদেহ পরীক্ষা করে তিনি এই সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সোভিয়েত চিকিৎসক ডাঃ মিসেস্ উমিদার ভূমিকায় ছিলেন ইজায়েভা। তিনি উদ্ঘাটন করেন যে, ঐ ব্যক্তি একজন নাৎসী ডাক্তার; সে বন্দিশিবিরের অভ্যন্তরে বন্দীদের হত্যা করে তাদের উপর পরীক্ষা চালিয়েছিল। রুশী ডাক্তারটি নিজে এই রকম এক শিবিরে তাঁকে দেখেছেন। তিনি সেমিনারে অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হন এবং বেরিয়ে চলে যান।

ফিল্মের পরিচালক জেড্. এস. সাবিতুর, বয়স ৬০ বছর। তিনি যুবকের মত ছুটোছুটি করে কখনও চেয়ার সাজাচ্ছিলেন, কখনও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ঠিক করছিলেন। তিনিও মাসিক বেতনের কর্মচারী। ফিল্মটি যদি সফল হয়, তা হলে তাঁর খ্যাতি হবে এবং তিনি বোনাস পাবেন। কর্মচারীরা সবাই আন্তরিকতাপূর্ণ, এবং পরস্পরের প্রতি তাদের কমরেডের মত ব্যবহার। কেউ কাউকে ভয় করেন না।

এমন কি "মেক্-আপেও" বেশি সময় নেওয়া হয় না। ইজায়েভা বৃদ্ধ মহিলার মেক-আপ করেছিলেন। নায়িকা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সংলাপ বলেছিলেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

দিনের কাজ শেষ হওয়ার পর আমি ইজায়েভাকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর চোখের জল প্রকৃত না গ্লিসিরিণ। অভিনেত্রীর উত্তরে প্রকাশ পায় তিনি কত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি বললেন, "না, গ্লিসিরিণ নয়। ঠিক মেজাজটি পাবার জন্য আমি আগে লাইব্রেরীতে গিয়েছি

এবং নাৎসীরা সোভিয়েত বন্দীদের প্রতি যে অত্যাচার করে তার প্রচুর বিবরণ পড়েছি। সেই সব বিবরণ স্মরণ করে নাৎসীদের প্রতি প্রকৃত বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে ঐ লাইনগুলি বলেছিলাম।"

সত্যি, সময় অতিবাহিত হলেও কোনও কোনও ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে যায় না।

একাতেরিণা লাজারেভা

মস্কোবাসীরা ভোরে জাগে। আবহাওয়া চমৎকার। কাজের জায়গায় যাওয়ার জন্য সবাই তাড়াতাড়ি রাস্তায় চলে। প্রত্যেকের হাতে এক একখানি সংবাদপত্র। সবাই ব্যস্ত।

জনসাধারণ সুখের ও শান্তির জীবন যাপন করে। প্রত্যেকের কাজ আছে এবং জীবন ধারণের উপযোগী পারিশ্রমিকের নিশ্চয়তা আছে। কারুর অন্নাভাব নেই, কেউ উপবাসী নয়। সাংস্কৃতিক তৎপরতায় অবসর বিনোদনের অসংখ্য সুযোগ আছে, প্রতিযোগিতাও আছে, কিন্তু সুস্থ প্রতিযোগিতা, নীচ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। অধিকাংশ লোকই নাস্তিক ; কিন্তু তারা এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে যে, প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা মানব চরিত্রের মহত্তম বৃত্তি। যারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসী বলে জাহির করে অথচ আর্থিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানব-জাতিকে যুদ্ধে নিমজ্জিত করতে সচেষ্ট হয় তাদের চেয়ে এই সব লোক অনেক অনেক ভাল বলে মনে হয়। সোভিয়েত জনগণ জীবনকে ভালবাসে, মানব-জাতিকে ভালবাসে।

সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে একতেরিণা লাজারেভার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। আমি তাঁর বর্ণনা দিতে চাইছি, কারণ তিনি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন। তিনি আমাদের কলেজের ভাইস্ ডীন ছিলেন।

মাঝারি রকমের লম্বা, একটু মোটা-সোটা, পাকা চুল, চোখে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ঈষৎ ক্লান্ত কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক চাউনি, মুখে সদা হাসি—এই হলেন একাতেরিণা। কোনও ছাত্র বা ছাত্রীর নাম তিনি জানুন আর না-ই জানুন, বারান্দায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই তাকে তিনি সম্বোধন করেন "প্রিয়" বলে, এবং সহানুভূতির সঙ্গে দু-একটি কথা বলেন। কাউকে ক্লান্ত ও বিমর্ষ দেখলেই তিনি মায়ের মত প্রশ্ন করেন তার অসুবিধা কি, সে বাড়ি থেকে নিয়মিত চিঠি পাচ্ছে কিনা।

একাতেরিণা ভাইস্ ডীন হওয়া ছাড়াও ৮ বছর যাবৎ আমাদের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উপ-প্রধান রয়েছেন। সাতাশ বছর বয়সে একজন ইতিহাসের অধ্যাপককে তিনি ভালবাসেন এবং তাঁকে বিয়ে করেন। জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য তিনি ডক্টরেট্ পান। তিনি যখন প্যানেলের সমক্ষে তাঁর থিসিস্ ব্যাখ্যা করছিলেন তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

যুদ্ধের সময় তিনি কলেজে ছিলেন। তিনি পড়া বন্ধ রেখে গ্রামে চলে যান, এবং যে শিশুদের মা বাবা যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের ভার নেন।

তাঁর দুটি সন্তান। প্রথম শিশুটির বয়স যখন দুই বছর এবং দ্বিতীয়টির দুই মাস, তখন তাঁর স্বামী মারা যান। জগৎ তাঁর কাছে অন্ধকার বোধ হয়েছিল, তবু তাঁর দুটি শিশু সন্তানের জন্য তিনি বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি বলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার জন্য যখন আহূত হয়েছিলাম তখন বিশ্ব সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত হয়েছিল। এখানে আমি বহু দেশের ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করছি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, মিষ্ট কথায় সকলকেই জয় করা যায়।"

বহু দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তিনি পরিচিত। তিনি "কম্‌সোমলে" ছিলেন এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

তিনি কবিতা ভালবাসেন। পুশকিন্, লেরমন্তভ্ ও মায়াকভ্স্কির কবিতা গভীর আবেগে আবৃত্তি করেন।

তিনি সর্বদা ছাত্রদের উপদেশ দেন "হাসবে, ভাল করে হাসবে। একমাত্র হাসি মুখই জীবনের সম্পদ।" তাঁর বড় মেয়ে ভাষা-বিজ্ঞান বিভাগে আমার সহপাঠিনী ছিল। তাঁর ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ারিং-ছাত্র। স্বামীর মৃত্যুর পর মায়ের কর্তব্য পালন করতে পারার জন্য তিনি সুখী। কিন্তু সব সময়ে তিনি স্মরণ রাখেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা না থাকলে তিনি যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না।

সোভিয়েত ব্যক্তির এই একটি নিদর্শন। তিনি সহৃদয় ও স্নেহশীলা।

ছাত্রের জীবন

ছাত্র সমস্যা বলে কিছু নেই

ছাত্রদের ধর্মঘট এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা বহু অসমাজতান্ত্রিক দেশে নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপ-মা অতি কষ্টে তাদের ছেলে মেয়েকে ভর্তি করেন এবং পরের মাসেই কোনও না কোনও ধর্মঘটের বা অন্য কারণে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা কি? সেখানে ছাত্রদের কি কোনও সমস্যা নেই? সমস্যার সমাধান সেখানে কিভাবে হয়?

সেখানে নিম্নতম পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। ছাত্রদের কলেজে ভর্তি করা হয় একমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ছাত্রের প্রবণতার ভিত্তিতে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সমস্যা আছে।

সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদের সংগঠন আছে। এমন কি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সংগঠনও আছে, যেমন রসায়ন বিদ্যার ছাত্র

সঙ্ঘ, পদার্থ বিদ্যার ছাত্র সঙ্ঘ ইত্যাদি। তারা নিজ নিজ পত্রিকাও প্রকাশ করে। তা ছাড়া, 'কমসোমল' (যুব কমিউনিস্ট লীগ) আছে। ছাত্রদের কমসোমলের সদস্য হওয়া আবশ্যিক নয়—ঐচ্ছিক। তবে কমসোমল ছাত্রদের মধ্যে মৈত্রী, ত্যাগের মনোভাব ও একতা সঞ্চারে সর্বপ্রয়াস নিয়োজিত করে।

শিক্ষা অবৈতনিক, ছাত্ররা বৃত্তি পায়, তাদের লাইব্রেরী, হোষ্টেল প্রভৃতির নানারকম সুবিধা দেওয়া হয়। কাজেই, কোনও সমস্যার যদি উদ্ভব হয়, তা হলে সে সমস্যার প্রকৃতি অর্থনৈতিক নয়।

ছাত্রদের অন্য কোনরকম সমস্যার উদ্ভব ঘটলে ছাত্র সংগঠনের নেতারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার অভিযোগগুলির প্রতিকার হয়ে যায়।

শৃঙ্খলাহীনতা

ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাব অভাবের প্রতিকার করার চেয়ে তা নিবারণ করার উপর জোর দেওয়া হয়। কদাচিৎ কখনও স্কুলে ও কলেজে স্কুল-পালানো ছাত্র দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি তা জানতে পারা মাত্র দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্য ছাত্রটিকে তাড়িয়ে দেয় না—তাকে শোধরানোর দায়িত্ব নেয়।

প্রথমত সমস্ত শিক্ষকের মত নেওয়া হয়। ছাত্রটির অতীত ব্যবহার, পড়াশুনা প্রভৃতি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখা হয় এবং ছাত্রটির মূল্যায়ন করা হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী আছে। এই মণ্ডলী ছাত্রদের দ্বারা নির্ধারিত এবং তার সদস্যরাও ছাত্র। মণ্ডলীটি ছাত্রদের মুখপাত্ররূপে কাজ করে এবং ছাত্র সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু-বন্ধনরূপেও কাজ করে থাকে। স্কুল-পালানো ছেলেটির বিষয় ছাত্র উপদেষ্টা মণ্ডলকে জানানো হয়। মণ্ডলী ছাত্রটির সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায় এবং গোলমালটা কোথায় তা জানতে চেষ্টা করে। কমসোমলের শাখাকেও ছাত্রটির ব্যবহার

সম্পর্কে জানানো হয়। কোন ছাত্রের কোন প্রকৃত সমস্যা দেখা দিলে কমসোমল তা সমাধান করতে চেষ্টা করে। ছাত্রটিকে স্কুলে আনা হয় এবং শিক্ষকরা ও ছাত্র নেতারা সমষ্টিগত ভাবে তাকে উপদেশ দেয়। কমসোমল ছাত্রটিকে সংশোধনের ভার নেয়। ক্রমাগত অনুপস্থিতির শাস্তিরূপে ছাত্রটির বৃত্তি কয়েক মাস বন্ধ রাখার জন্য কলেজ সুপারিশ করতে পারে। কোনও ছাত্র যদি অত্যন্ত একগুঁয়ে হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল আচবণ করতেই থাকে; তা হলে ছাত্র উপদেষ্টা মণ্ডলীর ও কমসোমলের অনুমোদন নিয়ে তাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিপথগামীকে শাস্তি না দিয়ে শিক্ষকরা এবং সমগ্র স্কুল ববং তাকে সংশোধন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা কবে।

ছাত্রবা শান্তিপূর্ণ জীবনই যাপন করে এবং তাদেব জন্য সুস্থ অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা কবতে বাষ্ট্র সাধ্যমত চেষ্টা কবে থাকে। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর সুস্থ শরীর ও মন গড়ে তোলা রাষ্ট্রেব মূলমন্ত্র।

ছাত্রবা প্রায়ই সিনেমায় যায়। সোভিয়েত ফিল্ম যুব মনকে কলুষিত করে না। বস্তুত ছেলে মেয়েদেব মনকে কলুষিত কবাব মত কোনও প্রভাবই নেই। নানাবিধ তৎপরতায় অবসর সময় কাটাবার জন্য ছেলে মেয়েদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। কোনও ছেলে যদি চিত্রাঙ্কনে আগ্রহী হয়, তা হলে সে বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত অঙ্কন ক্লাসে যোগ দিতে পারে। কোনও না কোনও খেলা বা নাচ বা সঙ্গীতের প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ থাকে, এবং এই সব ক্ষেত্রে ছাত্রদের সহজাত নৈপুণ্য বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে; এই সব সুযোগ অবৈতনিক। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের মত সোভিয়েত ইউনিয়নের স্কুল-কলেজে এত ছুটি নেই। ১লা জানুয়ারী, ৮ই মার্চ (আন্তর্জাতিক নারী দিবস), মে দিবস, ৭ই নভেম্বর (বিপ্লবের বার্ষিকী) এবং ৫ই ডিসেম্বর (সংবিধান দিবস) জাতীয় ছুটির দিন। রবিবারে সাপ্তাহিক ছুটি। এ ছাড়া ছাত্রদের

আছে ১৫ দিন শীতের ছুটি এবং জুলাই ও আগস্ট মাসে ২ মাস গ্রীষ্মের ছুটি। ছুটির সময়ে ছাত্ররা স্কুলের দ্বারা আয়োজিত ভ্রমণে যায়, অথবা বিশেষ পাইওনিয়ার শিবিরে যোগ দেয়।

কর্মীদলের অভাব থাকার জন্য ছাত্ররা গ্রীষ্মের ছুটিতে ক্ষেতে অথবা অন্য কোনও প্রকল্পে কাজ করতে যায়। কমসোমলগুলি এই কাজের ব্যবস্থা করে। এটাও আবশ্যক নয়—ঐচ্ছিক। ছাত্ররা নির্মাণ কার্যের জায়গায় অথবা রেল লাইন পাতার জায়গায় গিয়ে কাজ করতে পারে, অথবা যৌথ খামারে আলু অথবা তুলো তুলতে পারে। যারা এই সব কাজ করতে যায়, তাদের বিনা খরচে খাওয়ানো হয়, এবং মজুরিও দেওয়া হয়। যে সব ছাত্রের শরীর দুর্বল, ছুটির সময়ে তাদের কোনও স্বাস্থ্য-নিবাসে অথবা স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো হয়।

মস্কোয় তামিল

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিত্রতা প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মস্কোতে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র আছেন। অনেকে পড়া শেষ করে ভারতে ফিরে এসেছেন এবং কাজ করছেন। সোভিয়েত জনগণ ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচিত।

ভারতীয় জনগণও এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশী জানেন। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক ৫০০ বছরের। আফানাসি নিকিতন্ নামে একজন আর্মেনিয়াবাসী ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। অন্য অনেক রুশীও এসেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই এসেছিলেন মিত্ররূপে, ভূখণ্ড গ্রাসের অভিসন্ধি নিয়ে নয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আমাদের মিত্রতা অনুভূত হচ্ছে। এখন অনেক ভারতীয় ছাত্র রুশভাষা বলতে

পারেন এবং রুশ সাহিত্য অধ্যয়ন করতে পারেন। সোভিয়েত ছাত্ররাও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য পড়ে থাকেন। বহু ভারতীয় বই রুশ ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

মস্কোর রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের তামিল শেখাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয় এবং আমি সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব বৈদেশিক ভাষা শেখানো হয়, তামিলও যে তাদের অন্যতম তা জেনে অনেকে খুসী হবেন।

অনেক ছাত্র স্বেচ্ছায় তামিল শিখতে আসেন। আলেক্জাণ্ডার ডুবিয়ানস্কি এখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল সম্বন্ধে গবেষণা করছেন; সঙ্গম কাল নিয়ে তাঁর গবেষণা। তামিল ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান, এবং ইংরেজি রেফারেন্স বইও ব্যবহার করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি এই কাজে নিযুক্ত। তাঁর অন্যতম সহপাঠিনী কুমারী আল্লা বোকেভ্চেভা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন তামিল শিক্ষিকা। সে বছর তামিলের ক্লাসে ৭ জন ছাত্র ছিলেন, তাঁরা ৬ বছর এই ভাষা পড়েন।

মস্কোর রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক ইন্স্টিটিউটেও তামিল ভাষার ক্লাস চালানো হয়। তামিল সম্পর্কে বহুসংখ্যক গবেষণা-পুস্তক রুশি ভাষায় প্রকাশিত হলেও, তাঁরা মনে করেন যে তামিল ভাষার ভাল পাঠ্য পুস্তক নেই।

মস্কোয় তামিল ভাষার ছাত্ররা ডাঃ আন্দ্রেনভ্ ও রুদিনের বই পড়েন। রুদিন ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ এবং নিজের চেষ্টায় তামিল শিখেছিলেন। তিনি তামিলনাড়ুতেও গিয়েছিলেন এবং কথ্য ভাষায় পারদর্শী হবার জন্য সেখানে ছিলেন। তামিল শিক্ষার্থী সব সোভিয়েত ছাত্রই রুদিনের লাইব্রেরীতে গিয়ে থাকেন। তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করছিলেন। শান্ত সৌম্য এঁর মুখে সদা হাসি; রুদিনের সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, তাঁরা তাঁকে কখনও ভুলতে পারবেন না। কিন্তু

হায়! রুদিন আর আমাদের মধ্যে নেই। একজন চমৎকার পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা শুধু নিষ্ঠুর প্রকৃতিকেই অভিসম্পাত দিতে পারি।

প্রধানতঃ রুদিন, মাকারেঙ্কা, পিওতিকরস্কি এবং সবোলেভের জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নে তামিল ভাষার প্রসার হয়েছে। তাঁদের প্রচেষ্টা এবং পথিকৃৎ-সুলভ কাজের জন্যেই তামিল ভাষার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

কুমারী আল্লা বলেন যে, অনেকগুলি ত্রুটি তাঁরা দূর করতে চান। যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তক নেই, নির্ভুল উচ্চারণ শেখার সুযোগ নেই, তামিল ও রুশ ভাষার পদবিন্যাসেব পার্থক্য বোঝানোর ব্যাখ্যা পুস্তকের অভাব। —এইসব অসুবিধা দূর করতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি জয় কাণ্ঠনের ও জগচিরপেয়নের বই পড়তে ভালবাসেন। সব সময় তাঁর হাতে একখানা তামিল বই দেখা যায়।

ভারতা, তিরুকুরল, সিলাপ্পাদিকরম, নালাদিয়ার, থেভরাম প্রমুখেব কবিতা কতক কতক রুশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। পুদুমাইপিঠন, জয়কাণ্ঠন, জানকীরামন, অখিলন্, লক্ষ্মী প্রমুখ আধুনিক লেখকদের রচনাও রুশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়

আমি মস্কোর মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছি। আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার ৮৭টি দেশের ৪ হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী এখানে পড়ে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় ও তার সঙ্গে যুক্ত হোষ্টেলকে একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলাই সঙ্গত। কোনও বিদেশী রাষ্ট্রে গেলে সেখানকার অধিবাসীর প্রথা, অভ্যাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বহু দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

আমাদের হোষ্টেলে প্রত্যেক ছাত্রের বিশেষ প্রতিভার সৃজনশীল বিকাশের সকল রকম সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া হয়। যারা চিত্রাঙ্কনে আগ্রহী, তাদের সবাইকে সন্ধ্যায় পঞ্চম ব্লকে দেখা যাবে। বিভিন্ন দেশের যে সব ছাত্র-ছাত্রী এইভাবে অবসর বিনোদন করতে চায়, তাবা সেখানে সমবেত হয় এবং সেখানে ক্লাস নেওয়া হয়। শিক্ষণ কাল শেষ হলে পরীক্ষা হয় এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এর জন্য অতিরিক্ত মাইনে দিতে হয় না। নাচের ও গীতিনাট্যের ক্লাস চলে ষষ্ঠ ব্লকে। ঐ ব্লকের হল থেকে পিয়ানোর বাজনা সান্ধ্য বাতাসে ভেসে আসে। শরীর চর্চায় ও খেলাধূলায় যাদের আগ্রহ তাদের সন্ধ্যাবেলা হোষ্টেলে দেখা যাবে না। তারা হয় খেলার মাঠে অথবা ষ্টেডিয়ামে যায়। যাদের কোনও বিশেষ সখ নেই, তারা কমন রুমে জড়ো হয়ে টেলিভিশানের প্রোগ্রাম দেখে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ছিল ; সব দেশের ছাত্র সে ক্লাবের সদস্য। ভিতালি আলেক্‌জান্‌দ্রোভিচ্‌ নামে একজন রুশী ক্লাবের চেয়ারম্যান্‌। এই ক্লাব নাটক প্রয়োজনা করে এবং তা মঞ্চস্থ করে। ভারতীয় ছাত্রবা রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। প্রত্যেক দেশের ছাত্রবা ক্লাবের উদ্যোগে নাটক মঞ্চস্থ করে। ক্লাব ছাত্রদের উৎসাহ দেয় এবং প্রতিযোগিতাও পরিচালনা করে।

যেহেতু এই হোষ্টেলে ৮৭টি দেশের ছাত্র-ছাত্রী আছে, সে জন্য প্রত্যেক দেশের জাতীয় দিবসগুলি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উৎসবের দিনগুলি পালিত হয়। ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনতা দিবস, গান্ধী জন্মবার্ষিকী এবং হোলি উৎসব পালন করে। এইসব অনুষ্ঠান ঐ দেশগুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রকাশ করে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে জানবার সুযোগ উপস্থিত করে। উদাহরণস্বরূপ ৮৭টি দেশের ছাত্র-ছাত্রীই ভারতের ধ্রুপদী ভারত নাট্যম সম্বন্ধে এবং ভারতের জাতীয় পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে। আমি যত দিন ভারতে ছিলাম, তত দিন আফ্রিকার ঢাক-নৃত্য বা লাতিন

আমেরিকার সঙ্গীত অথবা জাপানী নৃত্যশিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না।

একরকম রোজই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও না কোনও অনুষ্ঠানসূচী থাকে। বিভিন্ন জাতির অনুষ্ঠানসূচী বাদে কখনও কখনও প্রতিভাধর ছাত্রবা একত্র হয়ে রুশ ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রত্যেক নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বে কয়েক সপ্তাহ ধরে ভাল করে মহলা দেওয়া হয়।

নাট্যকে দলকে বিনা ব্যয়ে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে ও বিদেশে যাওয়ার সুযোগ, সুবিধা করে দেওয়া হয়। প্রতি বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দল অন্য অনেকগুলি সহরে গিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখায়।

যেহেতু ছাত্রদের মানসিক উন্নতি সাধনের অসংখ্য সুযোগ দেওয়া হয়, সে জন্য তাদের মনের প্রসার ঘটে, অলস চিন্তার সময় তাদের নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা সুসমঞ্জসরূপে বিকশিত নারী-পুরুষরূপে গড়ে ওঠে।

আমাদের ক্লাস

মস্কোর বসন্তকাল বড় সুন্দর। সবই তখন উজ্জ্বল। সূর্যের কিরণ, ফুল ও পাখীর গান তখন প্রত্যেককে উদ্যমী করে। কিন্তু এই সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেল অত্যন্ত শান্ত ও স্থির।

এই সময়েই বাৎসরিক পরীক্ষা। প্রত্যেক ছাত্র তখন গভীরভাবে পাঠে নিমগ্ন। ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট ছোট দলে শুধু পাঠ্য বিষয় আলোচনা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুইটি টার্ম। প্রথম টার্ম ১লা সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয় এবং জানুয়ারী পর্যন্ত চলে; দ্বিতীয় টার্ম ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত। প্রত্যেক টার্মের শেষেই পরীক্ষা।

সাধারণতঃ একটা লেকচার-ক্লাস শেষ হলেই অধ্যাপক সেই

বিষয়ে রেফারেন্স বইগুলির কথা বলেন এবং লাইব্রেরী থেকে ঐ সব বই এনে পড়তে বলেন। প্রচুর পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয়।

প্রতি সপ্তাহে পঠিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে অধীত বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীরা আলোচনা করে। এইসব আলোচনা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ছাত্র-ছাত্রাদের এমন ভাবে এক একটি দলে ভাগ করা হয় যে প্রতি দলে প্রায় ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকে। আমার দলে সোভিয়েত ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়া ছয়টি বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। দলের মধ্যে ভাল ছাত্র-ছাত্রীবা পেছিয়ে পডা ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করে এবং তারা অন্য দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

পরীক্ষার আগে সংক্ষিপ্ত ছুটির কয়টি দিন ছাত্র-ছাত্রারা লাইব্রেরীতে ও পাঠাগারে অধিকাংশ সময় কাটায়। গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অনেকগুলি করে কপি থাকে; কোনও নির্দিষ্ট বইএর অভাব কখনও আমরা বোধ করি নি।

পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোনও সময় শিক্ষকের কাছে যেতে পারে। শিক্ষকরাও সাগ্রহে তাদের সাহায্য করেন। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রাদেব মধ্যে সম্পর্ক শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মানেরই নয়, পরন্তু এক ধরনের কমরেডসুলভও।

সোভিয়েত শিক্ষা পদ্ধতিতে দুই রকম পরীক্ষা হয়। প্রথম ধরনের পরীক্ষায় কোনও নম্বর দেওয়া হয় না, ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু বলে দেওয়া হয় যে তারা পাস করেছে কি না।

কোনও ছাত্র যদি পরীক্ষার জন্য ঠিকমত প্রস্তুত না হয়ে থাকে, তা হলে তার পরীক্ষা স্থগিত রাখার জন্য সে অনুরোধ জানাতে পারে। সমস্ত পরীক্ষাই মৌখিক এবং নম্বর ও পয়েন্টে ভাগ করা: ৫ হল চমৎকার, ৪ খুব ভাল, ৩ পয়েণ্ট সন্তোষজনক, ২ অথবা ১ পেলে ফেল। কোনও ছাত্র পাস করতে না পারলে কয়েক দিন

পরে সে আবার পরীক্ষা দিতে পারে।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পৃথকভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার হলে ঢুকলেই দেখা যাবে, প্রশ্নপত্রগুলি টেবিলের ওপর উল্টো করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে আলাদা আলাদা প্রশ্ন থাকতে পারে। পরীক্ষার্থী যে কোনও একখানা প্রশ্নপত্র নিয়ে ঘরের এক কোণে বসা পরীক্ষকদের কাছে সোজা চলে যান। পরীক্ষার্থী যখন উত্তর বলেন, তখন পরীক্ষকরা অনুপূরক প্রশ্নও করতে পারেন। এর দ্বারা পরীক্ষকরা ছাত্র ছাত্রীদের প্রকৃত দক্ষতা বুঝতে পারেন।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদেব নম্বব দিয়ে দেওয়া হয় এবং ফল জানিয়ে দেওয়া হয়। যদি কোনও ছাত্র বা ছাত্রী ফেল কবে, তা হলে তাকে কঠিনভাবে পড়াশোনা করতে হয় এবং এক সপ্তাহ বা দশ দিন পরেই আবার পরীক্ষা দিতে হয়। যেহেতু ছুটিব আগেই পরীক্ষার ফল জানা যায়, সে জন্য ছুটিটা বেশ আনন্দে কাটানো চলে।

কলেজে প্রেম ?

সাধাবণতঃ আমাদেব দেশে বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রী কদাচিৎ দেখা যায। পডাশুনা শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওযা পর্যন্ত বিবাহ সাধাবণত স্থগিত রাখা হয়ে থাকে। কাজেই, আমাদের ধারণা ছাত্রদের অবিবাহিত থাকাটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

আমি প্রথম যখন হোষ্টেলে আমার ঘরে যাচ্ছিলাম, তখন বারান্দায় অনেকগুলি পেরামবুলেটার লক্ষ্য করি, তার মধ্যে কৃষ্ণকায় নিগ্রো শিশু এবং শ্বেতকায় লাতিন আমেরিকান শিশু দেখতে পাই। আমি কতকটা আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, হোষ্টেলের ঐ অংশটা কি একটা নার্সারি!

কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপারটা আমি বুঝলাম। ছাত্ররা যখন

প্রেমে পড়ে, তখন সময় সময় তারা আর প্রতীক্ষা করতে চায় না; বিয়ে করে, কারণ বিয়ে করার জন্য তাদের পড়াশুনোয় ব্যাঘাত হয় না।

বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীকে আলাদা ঘর দেওয়া হয়। আমার ক্লাসের সেরিওবা ও লেনা যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে তখন তারা বিয়ে করল। দু জন একই ক্লাসে পড়ে এবং লেনা বলে যে, বিবাহিত জীবন তার পড়াশুনার পক্ষে সহায়কই হয়েছে। এই দম্পতি যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে, তখন লেনার একটি সন্তান হয়; তাকে ইয়াজলিতে রেখে সে পড়াশুনো চালিয়ে যায়।

সোভিয়েত ছাত্র-ছাত্রীকে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তা বিদেশী ছাত্রদেরও দেওয়া হয়ে থাকে।

মনোরম ছুটির দিন

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী তাদের পড়ার জায়গা থেকে দূরে কোথাও ছুটি উপভোগ করে। বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে প্রতি বছর তাদের নিজ নিজ দেশে যাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একবার ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ দেশ থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার এবং পড়া শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ার ভ্রমণ-ব্যয় বহন করে। কাজেই, বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে প্রতি বছর নিজের খরচে গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্য নিজ নিজ দেশে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

মস্কোয় যে সব ছাত্র-ছাত্রী পড়ে, তারা প্রতি ছুটিতে অন্য প্রজাতন্ত্রে যায়। আমি নিজে গেছি কিয়েভে, লেলিনগ্রাদে, ওদেখায়, রিগায়, তালিনে, তাসখন্দে, আলমাআতায় এবং অন্যান্য জায়গায়।

এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিনিধিমণ্ডল ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিমণ্ডলের বিনিময় একটা বাঁধা

ধরা ব্যাপার। কিছু সংখ্যক ছাত্র কমসোমনের দ্বারা সংগঠিত নানা নির্মাণ কার্যে ইচ্ছা করে যোগ দিয়েছিল।

আমার তাসখন্দ পরিদর্শন

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি ছাত্র প্রতিনিধিমণ্ডলের সঙ্গে তাসখন্দ পরিদর্শনেব জন্য আমি ১৯৭২ সালে গ্রীষ্মকালে কমসোমনের আমন্ত্রণ পাই।

উজবেক বাজধানী তাসখন্দ এবং আবও কতকগুলি সহর ও গ্রাম আমবা পবিদর্শন কবি। আমি শুধু ভাবতীয় বলেই উজবেকীবা আমাব প্রতি যে অতিথেয়তা প্রদর্শন কবেন, সে আমাব এক অবিস্মবণীয অভিজ্ঞতা। উজবেকিস্তানে সর্বত্র হিন্দী গান জনপ্রিয। এমন কিছু লোকেব সঙ্গে আমাব দেখা হয যাঁবা একই ভাবতীয ফিল্ম দশ বাব দেখেছেন।

কিছু সংখ্যক মহিলা তাঁদেব কপালে কুম-কুম পরেছেন দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ভারতীয় সংস্কৃতিব প্রতি তাঁদের এত আকর্ষণ! যেখানেই যান, লোকে বৈজয়ন্তীমালা ও রাজকাপুরের স্বাস্থ্য, ববীন্দ্রনাথেব গল্প ও ইন্দিবা গান্ধী সম্বন্ধে জানতে চায। কয়েকজন আমার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলেন।

তাসখন্দ ভাবতীয়দের স্বদেশেব কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতি, এমন কি লোকেব আচাব-ব্যবহাব পর্য্যন্ত ভাবতীয়দের মত।

পঞ্চান্ন বছর আগে উজবেকরা নিরক্ষর ছিল, বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাদের কোনও জ্ঞান ছিল না, 'পর্দা' তাদের শ্বাস রুদ্ধ করে রেখেছিল। শুনেছি তখনকার দিনে একজন মহিলা সমাজ সেবার জন্য সাহস করে বাইরে বেরিয়ে ছিলেন, তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়। এখন উজবেকীনারী সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমানাধিকার ও সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা উপভোগ করছেন।

বহু ভারতীয়ের হয়ত জানা নেই যে, বেশ কিছু সংখ্যক উজবেকি বালিকার নামকরণ হয়েছে ইন্দিরার নামানুসারে। আমাদের সীমান্ত থেকে বহু দূরের মানুষের আমাদের, ভারতীয়দের প্রতি এই স্নেহ ও ভালবাসা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সুবোৎনিক

বছরে একবার অথবা কখনও কখনও সোভিয়েত জনগণ বিনা বেতনে শনিবার কাজ করেন। এ কাজ স্বেচ্ছায় করা হয়। স্বেচ্ছায় প্রণোদিত কাজের অর্থ এই নয়, এই কাজের জন্য কিছু দেওয়া হয় না বা এর সঙ্গে অর্থের কোনও সম্পর্ক নেই। এই শ্রমের আর্থিক মূল্য হিসাব করা হয় এবং সরকার তা নিয়ে নেন। এই অর্থ কোনও উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত থাকে। সুবোৎনিক দিনগুলিতে লোকে সাফাইয়ের কাজ, ঝাড়ুদারের কাজ প্রভৃতি যে কোনও কাজ করে থাকে।

আমাদের ক্লাস

পাঁচ বছব এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় এখানকার বহু শিক্ষক অধ্যাপক ও লেক্‌চারারের সঙ্গে মেলা মেশা করেছি। এঁরা সকলেই আমাদের শুধু শিক্ষক ছিলেন না—তার চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন। অজান্তেই আমরা তাঁদের পিতা-মাতার মত শ্রদ্ধা করতে ও ভালবাসতে আরম্ভ করি।

আমি আমাদের ক্লাসের নেতা ছিলাম। সকাল ৯ টায় ক্লাস সুরু হয়, ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর নেতাকে বিভাগীয় প্রধানের ঘরে যেতে হয় এবং হাজিরা নিয়ে ক্লাসে যেতে হত। আমাদের ক্লাস-ঘর ছিল ছয় তলায়। আমার ক্লাসে আমরা ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী—৭ জন বিদেশী এবং ৭ জন সোভিয়েত ইউনিয়নের। এদের মধ্যে আমরা বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু রুশ ভাষার ক্লাসে থাকতাম

এবং সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীরা তাদের বৈদেশিক ভাষার ক্লাসে যেত। আমার সহপাঠিদের মধ্যে একটি জাপানী ছেলে, দুইটি আরব, চতুর্থটি আফ্রিকান; অবশিষ্ট তিনজন মেয়ে—একজন দক্ষিণ আমেরিকান, একজন ইন্দোনেশিয়ান ও আমি। আমরা নিজেদের মধ্যে শুধু রুশ ভাষায় কথা বলতাম।

আমাদের রুশ ভাষার শিক্ষয়িত্রী লিনা ইয়াকভলেনা ক্লাসঘরে ঢুকলেই আমরা উঠে দাঁড়াতাম, এবং তাঁকে সম্ভাষণ জানাতাম। তিনি চারিদিকে চেয়ে দেখতেন সবাই উপস্থিত কি না। শীতকালে একদিন ঐভাবে দেখে নিয়ে তিনি আমাকে বল্লেন, 'আচ্ছা কমলা, আমি কতবার তোমাকে বলেছি? তুমি আবার সোয়েটাব না পরে ক্লাসে এসেছ, যখন বাইরে তাপমাত্রা শূন্যের ১৭ ডিগ্রী নীচে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সোয়েটার পরে এস।' আমাকে তিন তলায় আমার ঘরে গিয়ে সোয়েটার পরে আসতে হল। ছাত্র ছাত্রীদের যথেষ্ট শীতবস্ত্র আছে কিনা, তার প্রতি লিনা ইয়াকভলেনার সতর্ক দৃষ্টি থাকত।

তাঁর রুশ ভাষার ক্লাস খুবই আকর্ষণীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে কে বাড়ির কাজ করে নি। আরব ছেলেটি হয়ত দাঁড়িয়ে বলে সে বাড়িব কাজ কবেনি, কারণ আগের দিন সে সিনেমায় গিয়েছিল। শিক্ষয়িত্রী অমনি তাকে ফিল্মের গল্পটা বলতে বল্লেন। রুশ ভাষায় তার ভুলগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দেন। ইতিমধ্যে লাতিন আমেরিকান্ মেয়ে ইস্মানিয়া হয়ত অভিযোগ করে যে কোনও একটা থিয়েটারের টিকিট যোগাড় করতে পারে নি। শিক্ষয়িত্রী তাঁর ডায়েরীতে লিখে নেন, কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী ঐ থিয়েটারে যেতে চায়। পরের ক্লাসে তিনি টিকিট সঙ্গে নিয়ে আসেন। ক্লাস চলার সময় হয়ত ইন্দোনেশিয়ার মেয়ে উবিক অন্ততঃ বার ছয়েক হাঁচলো। শিক্ষয়িত্রী অমনি তার দিকে মনোযোগ দিলেন, তাকে কতকগুলি ওষুধের ব্যবস্থা দিলেন, উপদেশ দিলেন,

'শুতে যাওয়ার আগে দুধের সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে খেও···গরম চায়ের সঙ্গে ম্যালেনা ফল খেও। আইসক্রীম খেও না।'

ভাষার ক্লাসে কোনও একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাই ছিল বাড়ির কাজ; যেমন একবার প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'তোমার দেশের আতিথেয়তা'। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ দেশে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখল। প্রবন্ধ পড়া ধরার সময় ভাষার ভুল যেমন সংশোধন করা হল, তেমনি প্রত্যেক দেশের প্রথা ও রীতি সম্বন্ধে আলোচনাও চললো।

আমাদের এক একটি ক্লাস দেড় ঘণ্টার। প্রথম অর্ধেক শেষ হওয়ার পর পাঁচ মিনিট বিরতি। প্রথমার্ধে বাড়ির কাজ সংশোধন করা হয় এবং ভাষার কথোপকথনের দিকটিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ার্ধে নূতন পাঠ আরম্ভ করা হয়। নূতন পাঠে যে সব ক্রিয়া পরিবহন বিষয়ে আমাদের শিখতে হবে, তা কথাবার্তার মাধ্যমে শিখিয়ে দেওয়া হয়।

আমাদের শিক্ষয়িত্রী কথোপকথনের সাহায্যে শিক্ষা দানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

যদিও একদিন তাঁকে না দেখলে তাঁর অভাব আমরা বিশেষ-ভাবে বোধ করতাম, তবু পাঠ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কড়া ছিলেন।

অধিকাংশ লেক্‌চারার ও অধ্যাপক এই ধরণের। এই প্রসঙ্গে মিঃ আলেকজাণ্ডার নিকিচিচ্‌ কোসিনের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁকে আমরা 'অন্যমনস্ক অধ্যাপক' জানতাম। তিনি কখনও কাউকে কড়া কথা বলতেন না। কোনও ছাত্র যে কোনও সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারত, এবং সমস্যার সমাধান তিনি করে দেবেন সে বিষয়ে সে নিশ্চিত থাকত।

তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগে থেকে সময় নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল না, দেখা করার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা

করতেও হত না। করিডরের মধ্যেও তাঁকে ধরা যেত, এবং তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে সমস্যার কথা বলা যেতে পারত। তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন এবং উপদেশ দিতেন; তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত ও সন্তোষ বোধ করা যেত। সবাই বলত যে, তিনি লোকের উদ্দীপনা সন্ধান করেন, এবং সে কথা সত্য।

এইসব ছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা ও অসুবিধা সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা স্বতন্ত্র কমিটি ছিল। এখানে নামের উল্লেখ থাকুক সবাই তাঁরা আর না-ই থাকুক আমাদের সঙ্গে কমরেডের মতই ব্যবহার করেন।

মহামতি লেনিন

সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শক্তিগুলির অন্যতম। এই দেশ এবং বিপ্লব লেনিন নামের সমার্থক। বিশ্বের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক এই মহাপুরুষটির কথা বিদেশীরা পড়েছে, জেনেছে এবং শুনেছে।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে লেনিন মারা গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এখনও জীবিত। তিনি বেঁচে আছেন বলাটা বাক্যালঙ্কার মাত্র নয়—সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে কখনও আপনার মনে হবে না যে মহামতি লেনিন মৃত। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত—সুদূর সাইবেরিয়ায় হোক আর অতি ক্ষুদ্র গ্রামই হোক, লেনিনের মূর্তি আপনি দেখতে পাবেন এবং তিনি যে আদর্শ বিচ্ছুরিত করেছিলেন তা আপনি অনুভব করতে পারেন।

যে কোনও সহরের কথা ধরুন, সেখানে লেনিনের নামে রাস্তা, দোকান, স্কুল, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, থিয়েটার এবং পার্ক আছে। লেনিনের নামে কোনও প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা সহজ নয়; সে মহান নাম অনুসারে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানেরই নামকরণ হতে পারে।

সেরা শ্রমিক, অভিনেতা, রাজনীতিক, ডাক্তার অথবা

ইঞ্জিনিয়ারকে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য লেনিন পুরস্কার দেওয়া হয়। ইনষ্টিটিউটগুলির সমস্ত ছাত্র সরকারী বৃত্তি পেয়ে থাকে; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যার স্বভাব-চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে শিক্ষনীয় বিষয়ে সবার চেয়ে ভাল, একমাত্র সে-ই বিশেষ লেনিন বৃত্তি পায়। উদাহরণ স্বরূপ আমার সহপাঠী কমসোমলের সম্পাদক শ্লেল শেভেকা সাধারণ ৪৫ রুবল স্টাইপেণ্ডর পরিবর্তে ১০০ রুবল লেনিন বৃত্তি পেত। সোভিয়েত ইউনিয়নে কারুর নাম লেনিনের নামে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া সন্মানের ব্যাপার।

লেনিনের অসংখ্য মূর্ত্তির মধ্যে এবং তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে শুধু লেনিন বেঁচে নেই। তিনি যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন এবং যা প্রচার করে গেছেন তার প্রসারের জন্য ঐকান্তিক-ভাবে চেষ্টা হচ্ছে।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ভাবাদর্শ সংক্রান্ত বহুগুলি সোভিয়েত বইয়ের দোকানে অত্যন্ত সস্তা। মেট্রোর যে কোনও দোকানে অথবা বড় বড় বাজারে বহু ভাষায় এই সব বই পাওয়া যায়।

উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক ছাত্র ছাত্রী কম্‌সোমলের সদস্য। তারা তাদের জীবনে লেনিনের নির্দেশ পালন করে চলে। নিয়মিত পরীক্ষাগুলি ছাড়াও তারা বিশেষ লেনিন পরীক্ষা দেয়। এ পরীক্ষা কি?

এই পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য ও খেলাধূলায় যে ছাত্রদের মধ্যে সেরা—সংক্ষেপে মানুষ হিসেবে যে যে সেরা তাকে নির্বাচিত করে লেনিন পুরস্কার দেওয়া হয়; সেই মহান নামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সে নিজেকে গর্বিত বোধ করে।

শ্রমিকদের ও সমস্ত মেহনতী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে লেনিনের নীতিসমূহ প্রযুক্ত হয়। রেডিওর ও অন্যান্য গণ-প্রচারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। মস্কো রেডিওয় আমি প্রায়ই "লক্ষ লক্ষ

মানুষের লেনিন বিশ্ববিদ্যালয়” কথাটা শুনতাম। আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কোথায়? ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম ঠিক এই ধরণের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নেই—জনগণের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের, আন্তর্জাতিকতাব ও মৈত্রীর মনোভাব সঞ্চারিত করার প্রোগ্রামের নামই হল লেনিনের বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়েব নোটিশ বোর্ডে “লেনিন-পাঠ” শীর্ষক প্রোগ্রাম দেখে নতুন ছাত্রদের বিস্ময় বোধ হয়। এটি কি ব্যাপাব? লেনিনেব নীতি দিয়ে কি লোকেব মগজ ধোলাই কবা হয়? না, ব্যাপারটা তা নয়। এই ধবণেব একটা ক্লাসে যোগ দিয়ে আমি জানতে পাবলাম যে সেই নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টাটিতে শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্রবা মিলিত হযে ত্রুটি সংশোধনেব জন্য আলোচনা কবেন। এটি বোধ হয় লেনিনেব আদর্শেব সর্বোৎকৃষ্ট বাস্তব প্রয়োগ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আগত সমস্ত বিদেশীব কাছে লাল চক ও লেনিন স্মৃতিসৌধ সুপবিচিত। স্মৃতিসৌধে লেনিনেব দেহ অটুট অবস্থায় বাখা আছে, এবং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবাবে বেলা ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত জনসাধাবণেব জন্য তা খোলা থাকে; রবিবারে খোলা থাকে ১০টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। আপন আপন জাতীয় পবিচ্ছদে সজ্জিত বিদেশীবা ও বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রেব লোকেবা সেই মহাপুরুষেব বক্ষিত দেহ একবাব চোখেব দেখা দেখাব জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুলেব তোড়া হাতে নিয়ে কিউতে দাঁড়িয়ে থাকে। এই মহাপুরুষটি নিপীড়িত ও শোষিতদের স্বার্থে বিশ্বের ভবিতব্য বদলে দিয়েছেন।

শ্রমিক

ভারতী বলেছেন যে, শ্রমিকরাই ব্রহ্মা, কারণ তারাই সৃষ্টি করে। এই স্রষ্টারা সোভিয়েত ইউনিয়নে খুব সুখের জীবন যাপন করেন।

আলেক্সেই দিমিত্রোভিচের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল;

ইনি কারখানার সবচেয়ে বড় সূতাকলগুলির মধ্যে একটিতে কাজ করেন। ১৯২৮ সালে এই সূতাকল স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই তিনি সেখানে কাজ করছেন। অবসর গ্রহণের পর একঘেয়ে জীবন তাঁর ভাল লাগে না; তিনি আবার সূতাকলে কাজ আরম্ভ করেন এবং বেতন ও বোনাস পান।

কারখানার সব কাজেই যন্ত্রায়িত এবং লোককে শুধু এই যন্ত্র চালাতে হয়। এখানে পার্ক, শিশুদের প্রতিষ্ঠান, থিয়েটার, ষ্টেডিয়াম, বিশ্রাম-ঘর প্রভৃতি আছে, এর সবই রাষ্ট্রের। কারখানা কাছেই 'ইয়াজলি', প্রায় ১৪০টি শিশু সেখানে থাকে। শ্রমিকরা প্রায়ই খেলাধূলোর প্রতিযোগিতা চালান; তাঁরা একটি পত্রিকাও চালিয়ে থাকেন।

সব কারখানাই এই রকম এবং সব শ্রমিক রাজার হালে থাকেন, কিন্তু কঠিন পরিশ্রম করেন। উৎপাদনের ব্যক্তি-মালিকানা চলে যাওয়ার জন্যই এ সব সম্ভব হয়েছে।

ভাগ্যবান বৃদ্ধেরা

সোভিয়েত ইউনিয়নে সব সমেত ৪ কোটি ৪০ লক্ষ পেনসেন্‌ভোগী আছেন। তাঁদের মধ্যে ২ লক্ষ ৮০ হাজার খুবই বৃদ্ধ। সাধারণতঃ পুরুষরা ৬০ বছর বয়সে এবং মেয়েরা ৫০ বছর বয়সে কাজ থেকে অবসর নেয়। যারা খনির কাজে বা রাসায়নিক শিল্পের কাজে অথবা অন্য কোনও বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত থাকে, তারা ৫-১০ বছর আগে অবসর নিতে পারে। অশক্ত ব্যক্তিরা, কাজ করতে করতে যারা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং এরকম যারা কাজ করতে পারে না তারাও নিয়মিত পেনসন্‌ পায়।

১৯৭১ সাল থেকে কারখানার ও অফিসের কর্মীদের পেনসনের পরিমাণ বাড়িয়ে বেতনের ৫০ শতাংশ করা হয়েছে, যৌথ খামারীদের ক্ষেত্রে হয়েছে ৬৭ শতাংশ।

বৃদ্ধদের সুখে শান্তিতে রাখার জন্য রাষ্ট্র অনেক ব্যবস্থা করেছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা একলা থাকতে চান, তাঁরা এই উদ্দেশ্যে তৈরী পৃথক ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতে পারেন। এরকম বাড়িতে লাইব্রেরী, পাঠাগার, সিনেমা হল প্রভৃতি সব রকম সুবিধাও আছে। তাদের খাবারও দেওয়া হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ সব বৃদ্ধই অবসর গ্রহণের পর কাজ করতে চান। তাদের স্বাস্থ্য ভালই থাকে। কাজেই, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা স্বেচ্ছায় কাজ করতে আগ্রহী হন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। সেখানে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই যুদ্ধকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। গত যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ সব চেয়ে বেশি দুঃখবরণ করেছেন ; কাজেই যুদ্ধের প্রতি তাদের গভীর ঘৃণায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়নে কেউ যুদ্ধের পক্ষে প্রচার করতে পারে না ; এই ধরণের প্রচার দণ্ডনীয় অপরাধ।

নিজের দেশে যারা সুখে আছে, তারা চায় জগতের সকল মানুষ তাদেরই মত সুখে শান্তিতে থাকুক। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বিপুল সাহায্য দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে, তা সুবিদিত। সোভিয়েত সাহায্য ভারতের পক্ষে কত কল্যাণকর তা ভারতবাসী ভালভাবেই জানে।

বছরে ৬০ লক্ষ টেলিভিশান সেট্

সোভিয়েত ইউনিয়নে সাড়ে চার কোটি টেলিভিশান সেট্ আছে ; ১২৭টি স্টেশন থেকে অনুষ্ঠান সূচী বিলি করা হয়। জাতীয় অনুষ্ঠান সূচীর ৬টি চ্যানেল আছে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্র দুইটি চ্যানেলে টেলিভিশানের অনুষ্ঠানসূচী প্রচার করে। কেন্দ্রীয় টেলিভিশনে রঙ্গীন অনুষ্ঠানসূচী থাকে এবং ৬৫টি শহরে তা ধরা যায় এবং উপভোগ করা যায়।

প্রতি বছব ৬০ লক্ষ টেলিভিশান সেট্ তৈরী হয়। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে অনুষ্ঠান সূচী উপভোগ করে; এতে একটিও অশোভন বা অশ্লীল ঘটনা থাকে না। শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানস্যূচী এবং জ্ঞানবর্ধক অনুষ্ঠান স্যূচী রয়েছে। বিভিন্ন জাতিব ও দেশের জীবনযাত্রা দেখতে পাওয়া যায় এবং বহু জন্তুর জীবন সম্বন্ধে জানা যায়। শিশুদেব জন্য পুতুল নাচের এবং বিশেষ "শুভ রাত্রি প্রোগ্রাম" অবিস্মরণীয়।

বিশ্বেব ঘটনাবলীও প্রচাব কবা হয। টেলিভিশানেব জন্যই লোকে বিশ্বেব ঘটনা স্রোত সম্বন্ধে সচেতন। ভিয়েৎনামেব জনগণেব উপব মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচাব সোভিযেত ইউনিয়নেব সকল মানুষেব জানা। ভাবতীয সংস্কৃতি সম্বন্ধে এবং শ্রমশিল্পেব ক্ষেত্রে ও অর্থব্যবস্থায ভাবতেব কৃতিত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েত জনগণ যে অবহিত আছেন তাব অন্যতম কাবণ টেলিভিশান।

পাঠকের দেশ

পুস্তক ও সংবাদপত্রেব প্রকাশেব সংখ্যাব দিক থেকে পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিযনেব স্থান প্রথম। এ কথা বললে অতিবঞ্জন হবে না যে এটি পাঠকদেব দেশ। পশ্চিমী দেশগুলিতে পাঠ্যবস্তুব বেশির ভাগ থাকে চাঞ্চল্যকব ও চমকপ্রদ সংবাদ। দু-তিনটি খুন, অথবা উদ্ভাবনী দক্ষতাব সঙ্গে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, অথবা কোনও বিখ্যাত অভিনেতা বোজ কতগুলি সিগারেট খান, কোন সুপরিচিত অভিনেত্রীর বিছানাব বং কি—এই পত্রিকায় সেগুলি সংবাদরূপে প্রকাশ করা হয় এবং পশ্চিমী সমাজে তা নিয়ে আলোচনাও হয। কিন্তু সোভিয়েত পত্রিকাগুলির এই রীতির কবলে পড়েনি এবং পড়বেও না, কারণ সমাজ ব্যবস্থার দর্শনের মধ্যেই পার্থক্য নিহিত রয়েছে।

বই খুবই সস্তা এবং বইকে সম্পত্তি মনে করা হয়। এইজন্য

কোনও লোকের সম্পত্তির মূল্যায়নের সময় তার বইগুলিব কথাও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পৃথিবীব সমস্ত সাহিত্যের সেরা পুস্তকগুলির অনুবাদ হয়েছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে। জনসাধারণ শেকস্‌পিয়ার ও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। লক্ষ লক্ষ বই প্রকাশিত হয় এবং তা দেখতে দেখতে বিক্রী হয়ে যায়। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাও লক্ষ লক্ষ কপি প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাব সংখ্যাও অনেক।

জনগণকে বিশ্বেব ঘটনাবলী ও দেশেব ঘটনাবলী জানানো ছাড়াও পত্রিকাগুলিব মূলমন্ত্র হল মানুষের প্রতি ভালবাসায় উৎসাহ দেওয়া, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণেব স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কবা।

পশ্চিমী দেশগুলিতে কিছু লোক অভিযোগ কবে থাকে যে সোভিয়েত পত্রিকায সমাজেব ভুলক্রুটি সম্বন্ধে লেখা হয না। একথা ঠিক নয়। ভুলভ্রান্তি ক্রুটি শুধু উদ্‌ঘাটনই কবা হয না, সে সম্বন্ধে গঠনমূলক সমালোচনাও হয়ে থাকে। যে কোন সংবাদপত্রেব যে কোনও একটি সংখ্যা নিন। সমাজেব সকল ক্ষেত্রেব সমস্যাবলী এতে আলোচনা কবা হয় এবং তা জনসাধাবণেব গোচরে আনা হয। পত্রিকাগুলিকে সমাজেব প্রগতিব প্রধান সমর্থক বলা যেতে পাবে, এবা সবকাবকে এবং জনসাধাবণকে ক্রুটি সংশোধন কবে এগিযে যাওয়াব জন্য ক্রমাগত আহ্বান জানায়।

যে সব পত্রিকা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় সবকাব তাদেব পুবস্কাব দেন। 'প্রাভদা' দুইবাব "অর্ডাব অব লেনিন" এবং "অর্ডাব অব রেভোল্যুশান" পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৭০ সালেই শুধু এই পত্রিকা প্রতিদিন ৯০ লক্ষ বিক্রী হয়েছিল।

ভারত সোভিয়েত মৈত্রী

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ্ ব্রেজনেভ সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিলেন। তাঁকে কি বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয় তা সবাই জানেন। ভারতের জনসাধারণ ভারত সোভিয়েত মৈত্রীকে কত মূল্য দেয় এবং কিভাবে তাকে লালন করে, তারও ইঙ্গিত এই সম্বর্ধনা।

ব্রেজনেভ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, পশ্চিম জার্মানী এবং ফ্রান্সেও সফর করেছেন এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ঐ সব দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর প্রচেষ্টার অনুকূলে সাড়া পাওয়ায় বিশ্বের মানুষ এখন পারমাণবিক যুদ্ধের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিতে নিশ্বাস ফেলতে পারছে।

বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়েনর আকাঙ্ক্ষা অভিন্ন। সাম্রাজ্যবাজ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ সংক্রান্ত প্রশ্নে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও অভিন্ন। উভয় দেশই বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নততর সম্পর্কের পক্ষে এবং বর্ণ-বৈষম্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে কিভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন, তা আমার স্মরণ আছে। তাঁর এই সফরের দুই মাস আগে থেকে দোকানে দোকানে ভারত সংক্রান্ত বই এবং ; ভারতীয় সাহিত্যের রুশ অনুবাদ আরও বেশি সংখ্যায় দেখা যেত। ভারত সংক্রান্ত বই-এর ও আলোকচিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় ফিল্ম দেখানো হয়। ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন সফর সম্পর্কে রেডিওতে ও টেলিভিশান বিশেষ অনুষ্ঠান সূচীর আয়েজন করা হয়েছিল।

মস্কোয় তখন সাগ্রহ প্রত্যাশার আবহাওয়া। রাস্তাঘাটে

ভারতীয়দের অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানানো হত। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে আমাদের প্রতি এত বন্ধুত্ব ও ভালবাসা অন্য কোনও জাতি প্রকাশ করতে পারে না। দুটি দেশের মৈত্রী কেবল রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে বা সরকারের মধ্যে নিবদ্ধ নয়—সমগ্র জনগণের মধ্যে তা পরিব্যাপ্ত।

এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একমাত্র ভারতীয় হওয়ার জন্যই আমি "গুরুত্বপূর্ণ" বলে গণ্য হয়েছি অথবা "সম্মান" লাভ করেছি। সাধারণ সোভিয়েত নারী পুরুষ আমাকে এই সম্মান দেন। এটা জনগণের গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচয়, যা হৃদয় থেকে উৎসারিত।

যৌথ খামারীরা কখনও কখনও তাঁদের নিজস্ব উৎপন্ন জিনিস খোলা বাজারে বিক্রী করে থাকেন। দোকানে যে দাম নির্দিষ্ট থাকে, তা থেকে কম দামে এই সব জিনিস কখনো কখনো পাওয়া যেতে পারে। একবার যৌথ খামারী এক বৃদ্ধা মহিলার কাছ থেকে আমি এক গাদা আলু কিনেছিলাম। তার দাম ৮০ কোপেক। মহিলাটি জানতে চাইলেন আমি কোন জাতির লোক। আমি যখন বললাম যে আমি ভারতীয়, তখন তিনি ৮০ কোপেক্ নিতে অস্বীকার করলেন এবং আমাকে আরও এক গাদা আলু দিয়ে দিলেন।

আর একবার আমার হাতঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি গ্যারান্টি স্লিপ নিয়ে দোকানে গেলাম। দোকানের লোকটি ঘড়ি পরীক্ষা করে বলেন যে প্রস্তুতকারকদের কোনও ত্রুটি নেই, কেউ অসাবধানে ঘড়িটিকে ফেলে দিয়েছিল। এই ধরনের মেরামত গ্যারান্টির আওতায় পড়ে না। আমি তাঁকে বললাম "আপনার কথা হয়ত ঠিক। আমি ঘড়িটি নীচে ফেলিনি; তবে আমার ঘরে যিনি থাকেন তিনি ফেলে থাকতে পারেন। যাই হোক, মেরামত করতে কত খরচ পড়বে, অনুগ্রহ করে বলুন।"

তিনি একটু ভাবলেন, এবং তারপর কোন অর্থ না নিয়ে ভাঙ্গা

অংশটা বদলে দিতে সম্মত হলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, সোভিয়েত জনগণ যখন ভারতে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করেছে, তখন তিনি একজন ভারতীয়কে এই সামান্য উপকার কেন করবেন না? কে জানে তিনি কি ভেবেছিলেন?

মস্কোতে আমার শেষ অবস্থানের বছরে আমার সব থিসিস্ বাঁধিয়ে নেওয়ার জন্য সেগুলি নিয়ে আমি একটা বই বাঁধানোর দোকানে গিয়েছিলাম। সময়টা ছিল বেলা ১টা। ওটা ছিল কর্মচারীদের দুপুরে খাওয়ার সময়। জায়গাটি শহর থেকে বেশ একটু দূরে এবং আমাকে আরও পুরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। আমি দোকানের দরজায় অপেক্ষা করব স্থির করলাম। এই প্রতিষ্ঠানের মহিলা ম্যানেজার বেরোবার সময় আমাকে দেখতে পেলেন এবং জানতে চাইলেন কি ব্যাপার। আমার কাজের কথা তাঁকে বলতেই তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। আমার লেখা কাগজগুলি বাঁধানোর জন্য নিয়ে আমার সঙ্গে তিনি ভারত সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার বাঁধাই করা খণ্ডটি পেয়ে গেলাম। তিনি বলেন, "একটি ভারতীয় মেয়েকে এইটুকু সাহায্য করতে পেরে আমি খুশী।" এ কথায় আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলাম।

প্রিয় সোভিয়েত বন্ধু! এই বন্ধুত্ব আমাদের হৃদয়ে আমরা লালন করব, এবং ভবিষ্যতে আরও ভালভাবে এর প্রতিদান দিতে চেষ্টা করব। ভারত সোভিয়েত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হবে; দুই দেশের জনগণের স্বার্থে এবং বিশ্ব শান্তির স্বার্থে এই বন্ধুত্ব চিরজীবী হবে।

—শেষ—

উপসংহার

উপসংহারে দু'একটি কথা বলতে চাই। আমি যখন মাদ্রাজ থেকে মস্কো রওনা হয়েছিলাম সে সময় আমি ছিলাম একটি সাধারণ মেয়ে, যে সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে কিংবা রাজনীতির সূক্ষ্ম তারতম্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। সেখানে কেউই আমায় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ শেখাবার বা মগজ ধোলাই করবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক দেশে বাস করার ফলে আমি প্রচুর জেনেছি, শিখেছি।

আমার স্থির বিশ্বাস,

জাতির সমগ্র সম্পদ, উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন সামগ্রী গোটা জাতির সম্পত্তি। এমন একটি সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই শুধু সকল মানুষ সুখে বসবাস করতে পারে।

মাত্র এরূপ ব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিটি নাগরিক অনুভব করে "গোটা দেশটি আমার।" "আমার বাড়ি, আমার সম্পত্তি, আমার এটা, আমার ওটা" এই সংকীর্ণ চিন্তাধারার স্থান নেয় "আমাদের দেশ, আমাদের জনগণ" এই ব্যাপক ও বিস্তৃত চিন্তা। প্রাতটি ব্যক্তির পক্ষে সকলের জন্য কাজ করতে গর্ব বোধ করা এবং সকলের পক্ষে প্রতিটি ব্যক্তির সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য কাজ করা সম্ভবপর হয়।

"সমাজতন্ত্র" শব্দটির মাত্র একটিই অর্থ হতে পারে। একমাত্র সমাজতন্ত্রই সকল মানুষকে মুক্ত করতে পারে। কারণ সমাজতন্ত্র ঘোষণা করে যে দেশের গোটা সম্পদ ও তার শ্রমশক্তি গোটা জাতির সম্পত্তি।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই যা সোভিয়েত ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃত গণতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে। জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকল ব্যাপারে প্রতিটি ব্যক্তির বক্তব্য যোগ্য সম্মান পায়।

একমাত্র এই ব্যবস্থাতেই সংকীর্ণ ও জাতিদম্ভমূলক মতলব এবং ভাষাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ দূর করা যেতে পারে, এবং এগুলি মাথা তুলতে পারে না। একমাত্র এই ব্যবস্থাতেই প্রতিটি নাগরিক যেমন করে তার মাকে ভালবাসে,

তেমনি করে নিজের ভাষাকে ভালবাসে, এবং একই সময়ে অন্যান্য ভাষা ও জাতিকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে।

আমি সোভিয়েত ইউনিয়ানকে দেখেছি এমন একটি দেশ হিসাবে, আমাদের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাশি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—"

সবশেষে প্রার্থনা করি……

"নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

———